বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা মঙ্গলবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-২৭৪ ॥ ২১ জানুয়ারি ২০২৫ ॥ ০৭ মাঘ ১৪৩১ বাংলা ॥ ২০ রজব ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

ফ্যাসিবাদের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা আবার সক্রিয় হচ্ছে : উপদেষ্টা মাহফুজ

স্টাফ রিপোর্টার : ফ্যাসিবাদের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা আবার সক্রিয় হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা মাহফুজ আলম। গত রোববার রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে নিজের ভেরিফায়েড প্রোফাইলে 'ফ্যাসিবাদের পুনরুজ্জীবন ও জুলাইবিরোধী শক্তি' শিরোনামে এক *২-এর পাতায় দেখুন*

দেশে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার চাই: জিএম কাদের

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান জিএম কাদের বলেছেন, সবার আগে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার চাই। এক দিকে মূল্যস্ফীতির কারণে নিত্যপণ্য ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে, অন্যদিকে শতাধিক পণ্য ও সেবায় নতুন করে ভ্যাট আরোপ মানুষের জীবনকে *২-এর পাতায় দেখুন*

সমস্যা পোশাকে নয়, পুরো সিস্টেমে : সারজিস

স্টাফ রিপোর্টার : সংস্কারের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ পুলিশ, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) ও আনসারের পোশাক পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করার পর ফেসবুকে বিশেষ বার্তা দিয়েছেন জাতীয় নাগরিক কমিটির মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম। সোমবার (২০ জানুয়ারি) বিকেলে পোশাক পরিবর্তন *২-এর পাতায় দেখুন*

অন্তর্বর্তী সরকারকে সহায়তার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত যুক্তরাষ্ট্রের

স্টাফ রিপোর্টার : উন্নয়ন এবং সন্ত্রাস দমন সহ বিভিন্ন বিষয়ে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি তার দেশের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছেন বাংলাদেশে মার্কিন দূতাবাসের নতুন চার্জ ডি'অ্যাফেয়ার্স ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসন। সোমবার (২০ জানুয়ারি) রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় বাংলাদেশ সরকারের অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে জ্যাকবসন এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বলে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসকে জ্যাকবসন বলেছেন, 'আমরা একটি জাতি হিসেবে বিভিন্ন বিষয়ে আপনার সরকারকে সমর্থন করার জন্য প্রস্তুত।'প্রধান উপদেষ্টা বাংলাদেশে চলমান সংস্কার উদ্যোগ, জুলাইয়ের ঘোষণায় রাজনৈতিক ঐকমত্য গড়ে তোলার জন্য সরকারের প্রচেষ্টা এবং পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনের পরিকল্পনা সম্পর্কে জ্যাকবসনকে অবহিত করেছেন। জুলাইয়ের ঘোষণার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্যে পৌঁছানোর আশা ব্যক্ত করে বলেছেন, এখন পর্যন্ত আমি কোন ভিন্নমতের কণ্ঠস্বর শুনিনি। এছাড়া, এই বিষয়ে ঐকমত্য গড়ে তোলার জন্য রাজনৈতিক মহড়াকে "কঠিন" বলেও অভিহিত করেছেন তিনি। একইসাথে প্রস্তাবিত ঘোষণার থিম "ঐক্য" হবে বলে জানিয়েছেন ড. ইউনূস। জুলাই ঘোষণাপত্র নিয়ে আরও বলেন, "আমাদের বিষয়বস্তুতে অনেক আইটেম বা কয়েকটি আইটেম থাকবে কিনা তা আমরা জানি না। আমাদের মতামতের বৈচিত্র্যের কারণে এটি একটি কঠিন কাজ। তবে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। একবার স্বাক্ষরিত হলে আমাদের রাজনীতি হবে জুলাইয়ের সনদের ভিত্তিতে। তবে, মার্কিন চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স কিছু সাংবাদিকের গ্রেফতার এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে কিছু সহিংসতার প্রতিবেদন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। ঘণ্টাব্যাপী বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা এবং মার্কিন চার্জ *২-এর পাতায় দেখুন*

অন্তর্বর্তী সরকারের সমালোচনা করে প্রতিবেদন প্রত্যাহার ব্রিটিশ এমপিদের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে গঠিত বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার নিয়ে প্রকাশিত 'বিতর্কিত' প্রতিবেদনটি প্রত্যাহার করে নিয়েছেন একদল ব্রিটিশ এমপি। রবিবার (১৯ জানুয়ারি) ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান এ তথ্য জানিয়েছে। সংবাদমাধ্যমটি বলছে, এই প্রতিবেদন ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনা সরকারের পক্ষে পক্ষপাতদুষ্ট এমন অভিযোগ আসার পর তারা সেটি সরিয়ে নেন। গার্ডিয়ান জানিয়েছে, ২০২৪ সালের নভেম্বরে অল-পার্টি পার্লামেন্টারি গ্রুপ (এপিপিজি) একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এতে ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার সরকার পতনের পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকটের পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। প্রতিবেদনে অভিযোগ করা হয়, অন্তর্বর্তী সরকার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ, সাংবাদিক ও সাবেক কর্মকর্তাদের দমন করতে দেশের আইন ব্যবস্থাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। এর পাশাপাশি ইসলামি উগ্রপন্থিদের ক্রমবর্ধমান প্রভাবও তুলে ধরা হয়। সেই প্রতিবেদন সরিয়ে নেওয়ার পর কর্মকর্তারা বলছেন, "এটি আর *২-এর পাতায় দেখুন*

এখনো দেশে সাড়ে ৩৩ হাজার অবৈধ বিদেশি, ফেব্রুয়ারি থেকে ব্যবস্থা

স্টাফ রিপোর্টার : এখনো বাংলাদেশে ৩৩ হাজার ৬৪৮ জন অবৈধ বিদেশি বসবাস করছেন বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। আগামী ১ ফেব্রুয়ারি থেকে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। সোমবার (২০ জানুয়ারি) সচিবালয়ে আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক শেষে উপদেষ্টা সাংবাদিকদের এ কথা জানান। তিনি বলেন, আমরা একটা সার্কুলার দিয়েছিলাম যে আমাদের দেশে অনেক বিদেশি অবৈধভাবে বসবাস করছেন, যাদের ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। অফিসিয়ালি সংখ্যাটা ছিল ৪৯ হাজার ২২৬ জন। এটা এখন কমে হয়েছে ৩৩ হাজার ৬৪৮ জন। আগামী ৩১ জানুয়ারি তাদের (বৈধ হওয়ার) সময়সীমা শেষ হয়ে যাবে। তাদের মাধ্যমে (অবৈধ বিদেশিদের বৈধ হওয়ার মাধ্যমে) ১০ কোটি ৫৩ লাখ টাকা রেভিনিউ আয় হয়েছে। উপদেষ্টা বলেন, অনেকে (অবৈধ বিদেশি) চলে যাচ্ছেন। যারা অবৈধভাবে আছে, আগামী ৩১ জানুয়ারির পর আমরা তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবো। যারা তাদের (অবৈধ বিদেশি) কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে, বিদেশিদের কাজ দিতে হলে একটা অনুমতি নিতে হয়। যদি তারা অনুমতি না নিয়ে থাকে, যে সংস্থা তাদের কাজ দিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেন জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।

শহীদ আসাদের আত্মদান গণতন্ত্রের জন্য অনুপ্রাণিত করে : তারেক রহমান

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, গণতন্ত্রের জন্য শহীদ

আসাদের আত্মদান পরবর্তীকালে বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছে। সোমবার (২০ জানুয়ারি) শহীদ আসাদ দিবস উপলক্ষে ৬৯ এর গণ-আন্দোলনের শহীদ *২-এর পাতায় দেখুন*

বাড়তি বাড়িভাড়ায় বছর শুরু সাবলেট-মেসেও অস্বস্তি

স্টাফ রিপোর্টার : ক্রমে কঠিন হয়ে উঠছে নাগরিক জীবন। রাজধানী ঢাকার জীবনযাত্রায় বিগত কয়েক বছরে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। বছরের শুরুতেই একগাদা খরচের চাপ আসে জগদ্দল পাথরের মতো। বাসাভাড়া, সন্তানের পড়াশোনার খরচ বাড়েই। সঙ্গে যোগ হয় মূল্যস্ফীতি কিংবা ভ্যাট-ট্যাক্স, গ্যাস-বিদ্যুতের দাম বাড়া, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা সংক্রান্ত কারণে অতিরিক্ত পণ্যমূল্য। নগরজীবনে টিকে থাকার লড়াই নিয়ে জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক ইয়াসির আরাফাত রিপনের চার পর্বের ধারাবাহিকের আজ থাকছে প্রথমটি। বছর ঘুরলে ক্যালেন্ডারের পাতায় যেমন একটি সংখ্যা যোগ হয়, নগরের বাসাভাড়ায়ও তেমন যোগ হয় নতুন বোঝা। ২০২৪ সালের পর ২০২৫ আসা যেমন অবধারিত, দুই কোটির বেশি মানুষের ঢাকায় বাসাভাড়া বাড়ানোও যেন তেমনই অবধারিত। আর নতুন বাসা নিতে গেলে দিতে হয় দু-তিন মাসের অগ্রিম। সঙ্গে চলতি মাসের ভাড়া। এই টাকার জোগান দিতে অনেকের সঞ্চয় ভাঙতে হয় নতুবা করতে হয় ধার-দেনা। এতে বছরের শুরুতেই চাপে পড়েন ভাড়াবাসায় থাকা সব শ্রেণির মানুষ। বাড়তি খরচের চাপ সামলাতে ব্যর্থ হয়ে অনেকেই সাবলেট বেছে নেন। অথবা শহর থেকে একটু দূরে নেন ছোট বাসা। কেউ কেউ পরিবার পাঠিয়ে দেন গ্রামে। স্বস্তিতে নেই মেসে থাকা ব্যাচেলর কিংবা শিক্ষার্থীরাও। সব কিছুর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাদেরও বাড়ছে মেসভাড়া, খাবারের খরচ। খাবারের মান কমিয়ে কেউ আবার সমন্বয় করছেন বাড়তি খরচ। সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, গতবারের মতো এবারও বছরের শুরুতেই রাজধানীতে এলাকাভেদে এক হাজার থেকে তিন হাজার টাকা পর্যন্ত বাসাভাড়া বাড়িয়েছেন মালিকরা। বাড়তি ভাড়া নতুন বছরের প্রথম মাস (জানুয়ারি) থেকেই পরিশোধ করতে হবে। এর সঙ্গে ক্রমবর্ধমান গ্যাস-বিদ্যুৎ বিল তো আছেই। আর নতুন ফ্ল্যাট বা অ্যাপার্টমেন্টের ভাড়া চাওয়া হচ্ছে আরও বেশি। এ নিয়ে মালিক-ভাড়াটিয়ার মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেলেও সমাধানের কোনো *২-এর পাতায় দেখুন*

আসাদ দিবসে ঢাবি ছাত্রদলের শ্রদ্ধা

স্টাফ রিপোর্টার : ১৯৬৯ এর গণ-আন্দোলনের শহীদ আমানুল্লাহ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামানের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল। গতকাল সোমবার সকালে আসাদ স্মৃতিস্তম্ভে শ্রদ্ধা জানান সংগঠনটির নেতাকর্মীরা। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সভাপতি গণেশ চন্দ্র রায় সাহস, সাধারণ সম্পাদক নাহিদুজ্জামান শিপন, সিনিয়র যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মো. নাসির উদ্দিন শাওন এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও হল পর্যায়ের নেতারা। শ্রদ্ধা জানানো শেষে সভাপতি গণেশ চন্দ্র রায় সাহস বলেন, ১৯৬৯ সালের স্বাধিকার ও গণতন্ত্র অর্জনের আন্দোলনে শহীদ আসাদের মহান আত্মত্যাগ এই ভূখণ্ডের মুক্তিকামী ও গণতন্ত্রকামী গণমানুষের উজ্জ্বল অনুপ্রেরণা হয়ে রয়েছে। যুগে যুগে স্বৈরাচারী জালিমের আবির্ভাবের বিপরীতে মজলুমের লড়াকু *২-এর পাতায় দেখুন*

ছাত্র-জনতার আন্দোলনে গণহত্যা তিন পুলিশ সদস্য কারাগারে

স্টাফ রিপোর্টার : জুলাই-আগস্টে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে তিন পুলিশ সদস্যকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর বি এম সুলতান মাহমুদ।

সোমবার (২০ জানুয়ারি) দুপুরে প্রসিকিউশনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে চেয়ারম্যান বিচারপতি গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের ট্রাইব্যুনাল এ আদেশ দেন। তিন পুলিশ সদস্য হলেন- রাজধানীর যাত্রাবাড়ী এলাকায় ইমাম হোসেন তাইমকে হত্যার মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া পুলিশের সহকারী কমিশনার তানজিল আহমেদ, গাজীপুরের কোনাবাড়ীতে হৃদয়কে হত্যার মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া পুলিশ কনস্টেবল আকরাম হোসেন ও উত্তরার একটি হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার পুলিশ কনস্টেবল *২-এর পাতায় দেখুন*

ভোরের কাগজের প্রধান কার্যালয় বন্ধ ঘোষণা

স্টাফ রিপোর্টার : দৈনিক ভোরের কাগজের প্রধান কার্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। গতকাল সোমবার মালিকপক্ষ একটি নোটিশের মাধ্যমে পত্রিকাটির প্রধান কার্যালয় বন্ধের ঘোষণা দেয়। ভোরের কাগজের দায়িত্বশীল একাধিক সংবাদকর্মীও বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তবে দায়িত্বশীল একটি সূত্র জানিয়েছে, প্রধান কার্যালয় বন্ধ হওয়া মানেই পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যাওয়া। জানা গেছে, গত কয়েকদিন ধরেই ভোরের কাগজের কয়েকজন সংবাদকর্মী অষ্টম ওয়েজ বোর্ড অনুযায়ী বেতন দাবি এবং তাদের নিয়োগের তারিখ থেকে বকেয়া পাওনা পরিশোধের জন্য আন্দোলন করছিলেন। গত রোবব-ার সংবাদকর্মীদের একটি অংশ সাংবাদিক ইউনিয়নের নেতা এবং বহিরাগতদের নিয়ে ভোরের *২-এর পাতায় দেখুন*

ফার্নিচার শিল্পের উন্নয়নে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে — বাণিজ্য উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বলেছেন, দেশে ফার্নিচার একটি অগ্রগামী শিল্প। এই শিল্পে গত অর্থবছরে মাত্র ৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি হয়েছে, যা অত্যন্ত নগণ্য। তিনি বলেন, আমরা যদি ২০৩০ সালের মধ্যে এক বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানির লক্ষ্য নিয়ে আগাই সে ক্ষেত্রে কেবল সরকারের ওপর দায় চাপালেই হবে না বরং বেসরকারি খাতকেও এগিয়ে আসতে হবে। সবাই একসঙ্গে কাজ করতে হবে। গতকাল সোমবার পূর্বাচল বাংলাদেশ চায়না ফ্রেন্ডশিপ অ্যাক্সিবিশন সেন্টার সভাকক্ষে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) এবং বাংলাদেশ ফার্নিচার রপ্তানিকারক অ্যাসোসিয়েশন (বিএফইএ) আয়োজিত 'বাংলাদেশ ফার্নিচার শিল্প: রপ্তানি সম্ভাব্যতা' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে *২-এর পাতায় দেখুন*

বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন রাজধানীর পূর্বাচলে বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারের কনফারেন্স হলে 'Bangladesh Furniture Industry: Unlocking Export poential' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন। -পিআইডি

আমদানি মূল্য পরিশোধের সময় বাড়ল

স্টাফ রিপোর্টার : শিল্পের কাঁচামাল এবং কৃষি উপকরণের আমদানি মূল্য পরিশোধের সময় বাড়িয়ে এক বছর করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ডলার সাশ্রয় ও পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখতে সোমবার (২০ জানুয়ারি) এ সংক্রান্ত সার্কুলার জারি করা হয়েছে। সার্কুলারে বলা হয়, ব্যাক টু ব্যাক আমদানি, কৃষি উপকরণ ও রাসায়নিক সার আমদানিসহ শিল্পের কাঁচামাল সাপ্লায়ার্স ও বার্সার্স ক্রেডিটের আওতায় আমদানির ক্ষেত্রে বিলম্ব মূল্য পরিশোধ সীমা ১৮০ দিন থেকে বাড়িয়ে ৩৬০ দিনে উন্নীত করা হয়েছে। এর ফলে চলমান ডলার সংকটে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে আমদানি মূল্য দেরিতে পরিশোধের সুযোগ দিল তৈরি হলো। চলতি বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত এ সুযোগ বহাল থাকবে। তবে রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলের (ইডিএফ) ঋণের আওতায় আমদানির ক্ষেত্রে এই সুবিধা *২-এর পাতায় দেখুন*

নাইজেরিয়ায় ট্যাংকার ট্রাক বিস্ফোরণে নিহত ৮৬

আন্তর্জাতক ডেস্ক : নাইজেরিয়ার গ্যাসোলিনে একটি ট্যাংকার ট্রাক বিস্ফোরণে অন্তত ৮৬ জন নিহত এবং আরও অনেক মানুষ আহত হয়েছেন। নিহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। স্থানীয় সময় রবিবার পশ্চিম আফ্রিকার সবচেয়ে জনবহুল দেশটির উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশ নাইজারের সুলেজা এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে বলে খবর প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম রয়টার্স। জেনারেটরের মাধ্যমে একটি ট্যাংকার ট্রাক থেকে অপর একটি ট্রাকে গ্যাসোলিন স্থানান্তরের সময় এই বিস্ফোরণ ঘটে বলে প্রত্যক্ষদর্শী এবং জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলা দপ্তর সূত্র বলছে। এতে ওই দুই ট্রাকের কর্মী, তেল স্থানান্তর কর্মী এবং বেশ কয়েকজন পথচারী ঘটনাস্থলেই নিহত হন। জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলা বিভাগের কর্মকর্তা হুসাইনি ইশা মার্কিন সংবাদমাধ্যম এবিসি নিউজকে বলেন, 'গ্যাসোলিন স্থানান্তরের সময় ঘটনাস্থলে মোটামুটি ভিড় ছিল। বহু মানুষ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এ কারণে কতজন নিহত হয়েছেনড় তা নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। প্রাথমিকভাবে ধারণা করছি ৮৬ জন নিহত হয়েছেন। তবে সংখ্যা আরও বেশিও হতে পারে।' হুসাইনি ইশা আরও জানান, আহতদের নিকটবর্তী তিনটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। নাইজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট বোলা তিনুবু ২০২৩ সালের মে মাসে ক্ষমতায় আসার পর জ্বালানি তেল ও গ্যাসের *২-এর পাতায় দেখুন*

ব্যবস্থা বদল ও বৈষম্যমুক্ত সমাজ গড়ার সংগ্রাম এগিয়ে নিন: সিপিবি

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সমাবেশে বোমা হত্যাকাণ্ডের ২৪তম বার্ষিকীতে 'গণতন্ত্র, ব্যবস্থা বদল ও বৈষম্যমুক্ত সমাজ গড়ার সংগ্রাম এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন দলটির শীর্ষ নেতারা। সোমবার (২০ জানুয়ারি) সকালে পল্টনে সিপিবির কেন্দ্রীয় কার্যালয় মুক্তি ভবনের সামনে নির্মিত অস্থায়ী বেদিতে শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তারা। ২০০১ সালের ২০ জানুয়ারি ঢাকার পল্টন ময়দানে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) আয়োজিত মহাসমাবেশে বোমা হামলায় শহীদ হিমাংশ, মজিদ, হাশেম, মোক্তার, বিপ্রদাস স্মরণে আয়োজিত এ শ্রদ্ধা নিবেদন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে *২-এর পাতায় দেখুন*

বাড়ছে অগ্নিঝুঁকি

বৈদ্যুতিক সংযোগের কাজ গণপূর্তের করছে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়গুলো

স্টাফ রিপোর্টার : সচিবালয়ে কোনো মন্ত্রণালয় ও বিভাগে স্থাপন করা ইলেকট্রনিক যন্ত্রে বৈদ্যুতিক সংযোগ দেওয়ার কাজ গণপূর্ত অধিদপ্তরের। কিন্তু নিজ উদ্যোগে বিভিন্ন নতুন যন্ত্রপাতি স্থাপন করে তাতে বৈদ্যুতিক সংযোগ দিচ্ছে সচিবালয়ের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ। এতে তৈরি হচ্ছে অগ্নিঝুঁকি। নিজেরা দায়িত্ব নিয়ে কাজ করায় অভ্যন্তরীণ পুরোনো বৈদ্যুতিক সঞ্চালন লাইন ওভারলোড হচ্ছে, যা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। বৈদ্যুতিক অগ্নি-দুর্ঘটনার অন্যতম প্রধান কারণও এই ওভারলোড বলে জানিয়েছেন গণপূর্ত বিভাগের কর্মকর্তারা। সম্প্রতি সচিবালয়ের ৭ নম্বর ভবনে আগুন লাগার কারণ হিসেবেও বলা হয়েছে বৈদ্যুতিক সংযোগের দুর্বলতা। বৈদ্যুতিক 'লুজ কানেকশন' থেকে আগুনের সূত্রপাত বলে প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদনে জানিয়েছে গঠিত এ সংক্রান্ত উচ্চ পর্যায়ের কমিটি। সম্প্রতি বৈদ্যুতিক সংযোগ ও ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ তুলে ধরে এ সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রতিপালনের জন্য সচিবালয়ের দায়িত্বে থাকা গণপূর্ত বিভাগের ইলেকট্রো মেকানিক্যাল (ই/এম) *২-এর পাতায় দেখুন*

ওয়ার্কশপের ভ্যাট বাড়ানোর সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করল এনবিআর

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের ওয়ার্কশপ খাতের ওপর ভ্যাট বাড়ানোর সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার হতে যাচ্ছে। ফলে ওয়ার্কশপ খাতে নতুন করে আর ভ্যাট বাড়বে না। আগের মতোই ১০ শতাংশই থাকছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সোমবার (২০ জানুয়ারি) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান মো. আব্দুর রহমান খানের সঙ্গে আলোচনা শেষে এনবিআর থেকে এই ঘোষণা দেয়া হয়। এনবিআর জানায়, গত ৯ জানুয়ারি অধ্যাদেশ জারি করে ওয়ার্কশপ খাতে ভ্যাট বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ করা হয়েছিল। তবে সেটি আবারও আগের হারে *২-এর পাতায় দেখুন*

গোপালগঞ্জে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে ৬ ডাকাত গ্রেফতার

গোপালগঞ্জঃ গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর থেকে দেশীয় অস্ত্র পিক-আপ ভ্যানসহ ৬ ডাকাতকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার (২০ জানুয়ারী) ভোর রাত ৪টার দিকে উপজেলার ফুলারপাড় বাজার থেকে এদেরকে আটক করা হয়। আটককৃতরা হলো, সবুজ ফকির (২৫), রিয়াজ মোল্লা (২২), তুফান শেখ (২৪), সাকিব শেখ (২৫), সালাম ব্যাপারী (২৫), শাহিন খান(২৬)। পুলিশ সুত্রে জানাগেছে, মুকসুদপুর উপজেলার ফুলারপাড়ে গত ১৫ দিনে গরু ও দোকানের তালা ভেঙ্গে একাধিক *২-এর পাতায় দেখুন*

দুই হত্যা মামলায় সালমান এফ রহমানসহ ৫ জন রিমান্ডে

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানার বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে জিসান হত্যা মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের সাবেক বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান ও সাবেক আইজিপি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুনকে ৫ দিনের রিমান্ড দিয়েছেন আদালত। এছাড়া জিসান ও মেহেদী হাসান হত্যার ২ মামলায় সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হকসহ ৩ জনকে ৫ দিন করে ১০ দিনের রিমান্ড দিয়েছেন আদালত। অন্যান্যরা হলেন- সাবেক তথ্যমন্ত্রী ও জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু, সাবেক মন্ত্রী ও ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন। গতকাল সোমবার ঢাকার অতিরিক্ত *২-এর পাতায় দেখুন*

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা মঙ্গলবার ॥ ২১ জানুয়ারি ২০২৫ ॥ ০৭ মাঘ ১৪৩১ বাংলা

দেশে খাদ্যপণ্যের বাজার দিন দিন বড় হওয়ায় গম আমদানি বাড়ছে

স্টাফ রিপোর্টার : দেশে খাদ্যপণ্যের বাজার দিন দিন বড় হওয়ায় গম আমদানির পরিমাণ বাড়ছে। গত ২০২৪ সালে বিশ্ববাজারে গমের দাম নিম্নমুখী থাকায় রেকর্ড পরিমাণ গম আমদানি করেছে আমদানিকারকরা। ২০২৪ সালে প্রায় ৭২ লাখ ৭৫ হাজার টন গম আমদানি হয়েছে। আর ২০২৩ সালে আমদানি হয়েছিল ৫৪ লাখ ১৭ হাজার টন। ওই হিসাবে এক বছরের ব্যবধানে গম আমদানি বেড়েছে প্রায় ৩৪ শতাংশ। গত আট বছরে আমদানি বৃদ্ধির এই হার সর্বোচ্চ। সরকারি-বেসরকারি দুই খাতেই গম আমদানি করা হয়। ২০২৪ সালে সরকারি খাতে গম আমদানি ২০২৩ সালের তুলনায় ৯২ শতাংশ বেড়ে প্রায় নয় লাখ টনে উন্নীত হয়েছে। আর বেসরকারি খাতে প্রায় ২৯ শতাংশ বেড়ে ৬৩ লাখ ৭৭ হাজার টনে উন্নীত হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, দেশে গমের চাহিদার ১৪-১৫ শতাংশ স্থানীয়ভাবে উৎপাদন হয়। আর চাহিদার বাকি ৮৫ শতাংশই আমদানি করা হয়। গত বছর উৎপাদন ও আমদানি মিলে গমের সরবরাহ ছিল ৮৪ লাখ ৪৭ হাজার টন, যা এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ। গত বছর রাশিয়া থেকে আমদানি হওয়া গমের অর্ধেকই এসেছে। ওই দেশটি থেকে আমদানি হয় ৩৬ লাখ ৫৯ হাজার টন গম, যা মোট আমদানির প্রায় ৫০ শতাংশ। সূত্র জানায়, দেশের মানুষ এখণ গমের খাদ্যপণ্য বেশি খাচ্ছে। পাশাপাশি গমের তৈরি খাদ্যপণ্যের রপ্তানিও বাড়ছে। আর চাহিদার কারণে গতবছর রেকর্ড পরিমাণ গম আমদানি হয়েছে। কারণ স্বাস্থ্যসচেতনতার কারণে মানুষ ভাত কমিয়ে গমের খাবারের প্রতি ঝুঁকছে।

ধনীদের খাবারের তালিকায় রুটি প্রাধান্য পাচ্ছে। আবার দেশে ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা প্রতিবছর আশঙ্কাজনক হারে বাড়ায় তারা এক বেলা ভাতের পরিবর্তে রুটি খান। দেশে প্রায় ১ কোটি ৩১ লাখ মানুষ ডায়াবেটিসে ভুগছে। তাছাড়া দামের কারণে এখন গরিব মানুষও আটার রুটিতে বেশি আগ্রহী হয়ে উঠেছে। কারণ বাজারে চালের চেয়ে আটার দাম কম। তবে গ্রামের চেয়ে শহরের মানুষ গমের খাদ্যপণ্য বেশি খান। ছয় বছরের ব্যবধানে গ্রামের চেয়ে শহরে গমের খাবারের ব্যবহার বেড়েছে ২৬ শতাংশ। এর বিপরীতে চালের ভোগ ১০ দশমিক ৪৩ শতাংশ কমেছে। সূত্র আরো জানায়, দেশের বড় বড় ব্যবসায়ী গ্রুপগুলো এখন খাদ্যপণ্যের বাজার নজর দিচ্ছে। আর চাহিদা বৃদ্ধিতে ওসব শিল্প গ্রুপ খাদ্যপণ্য তৈরির জন্য প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ গম আমদানি করে। খাদ্যপণ্য তৈরিতে শুধু প্রাণ-আরএফএল গ্রুপেরই বছরে দেড় লাখ টনের বেশি আটার প্রয়োজন হয়। এই খাদ্যপণ্য দেশে বাজারজাতের পাশাপাশি বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে। বর্তমানে নুডলস, বিস্কুট, পাউরুটি, চানাচুরসহ শুকনা খাবার এবং হিমায়িত খাদ্যপণ্য গম দিয়ে তৈরি হচ্ছে। বিশ্বের ৯৩টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে বাংলাদেশে তৈরি খাদ্যপণ্য। তাতে বছরে রপ্তানি আয় হচ্ছে প্রায় ২০ কোটি মার্কিন ডলার। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে শুকনা খাবার রপ্তানি থেকে আয় হয়েছে ১১ কোটি ডলার, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ২ শতাংশ বেশি। এদিকে ব্যবসায়ীদের মতে, দেশে গমের তৈরি খাদ্যপণ্যের বিশাল শিল্প গড়ে উঠেছে। দেশীয় ভোগের পাশাপাশি গমের তৈরি খাদ্যপণ্য রপ্তানিও হচ্ছে। গম আমদানি বাড়লে খাদ্যপণ্য তৈরির বড় কারখানা, বেকারি, কনফেকশনারি ও হোটেল-রেস্তোরাঁয় কর্মব্যস্ততা ৭-এর পাতায় দেখুন

চাকরিতে প্রবেশে ৩৫ বছর প্রত্যাশীদের ফের শাহবাগে সমাবেশ

স্টাফ রিপোর্টার : চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা ৩৫ করার দাবিতে শাহবাগে ফের সমাবেশ করছেন ৩৫ প্রত্যাশীরা। গতকাল সোমবার সকাল ১১টায় শাহবাগ জাতীয় জাদুঘরের সামনে এ সমাবেশের আয়োজন করেন তারা। এ সময় সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা ৩২ বছর করার সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করে বিভিন্ন স্লোগান দেন আন্দোলনকারীরা। তারা বলেন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিটির সুপারিশ দ্রুত বাস্তবায়ন চেয়ে চাকরিতে আবেদনের বয়সসীমা ৩৫ করার দাবিতে আমরা শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচি পালন করছি। গত ১২ বছর ধরে আমরা একই দাবি জানিয়ে আসছি। কিন্তু আমাদের কথা শোনা হচ্ছে না। আমরা বেকার, আমাদের কোনো আয় নেই। তবুও দাবি আদায়ে কর্মসূচি পালন করতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছি। বার বার আন্দোলন করতে আমরা রাজপথে নামতে চাই না। তাই বলতে চাই, আমরা ৩৫ এর প্রজ্ঞাপন নিয়ে তবেই বাড়ি ফিরবো। প্রজ্ঞাপন না হওয়া পর্যন্ত শাহবাগ ছাড়বো না। আন্দোলনে অংশ নেওয়া আরিফ ইসলাম নামে এক শিক্ষার্থী বলেন, আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি। আমাদের এক দাবি, চাকরিতে আবেদনের বয়স-সীমা ন্যূনতম ৩৫ চাই। আমাদের আজকের কর্মসূচি পূর্ব ঘোষিত। দাবি আদায় করে তবেই আমরা বাড়ি ফিরবো। দীর্ঘ দিন ধরে চাকরিতে বয়সসীমা বাড়ানোর দাবি জানিয়ে আসছিলেন ৩৫ প্রত্যাশীরা। এর পরিপ্রেক্ষিতে গত বছরের ২৪ অক্টোবর অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সভায় চাকরিতে প্রবেশের বয়স ৩২ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এছাড়া ৭-এর পাতায় দেখুন

দিল্লি ফ্যাসিবাদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পরিণত হয়েছে : রিজভী

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, ভারত যেন ফ্যাসিবাদের সেফহোমে (নিরাপদ আশ্রয়স্থল) পরিণত হয়েছে। দিল্লি ফ্যাসিবাদের কার্যালয়ে পরিণত হয়েছে। সোমবার (২০ জানুয়ারি) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মল চত্বরে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন আয়োজিত 'শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৮৯তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে নিমগাছ রোপণ কর্মসূচিতে তিনি এ কথা বলেন। পরিবেশ রক্ষাকে সামাজিক আন্দোলন হিসেবে উল্লেখ করে রুহুল কবির রিজভী বলেন, বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে মানবজাতি এক বিপদের মুখোমুখি হচ্ছে। বৈশ্বিকভাবে সবাই শঙ্কার মধ্যে আছেন। বিভিন্ন দেশ আন্তর্জাতিক তহবিল গঠন করে দরিদ্র দেশগুলোকে সহায়তা করছে। এ বিষয়ে তৎপরতা না দেখালে আমরা ভালো ফল পাব না। এটি শুধু রাষ্ট্র বা সরকারের দায়িত্ব নয়। বরং এটি একটি সামাজিক আন্দোলন। তিনি বলেন, ৫ আগস্টের আগে যারা যারা দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছেন, তারা বিভিন্ন মেগাপ্রজেক্টের নামে নদী-খাল ভরাট করেছে। তারা বৃক্ষ উধাও করে দিয়েছে। স্বৈরাচারের সময় মানুষের মঙ্গলের জন্য ভালো কিছু হতে পারে না। তিনি আরও বলেন, আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে কথা বলছি। এটা যে কত উচ্ছ্বাসের, উল্লাসের, আনন্দের। কিন্তু (ফ্যাসিবাদের সময়) আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতর দিয়ে যেতে সাহস করতাম না। কখনো যদি যেতাম, তখন গাড়ির জানালাটা তুলে দিতাম। কেউ যেন না দেখে। ফ্যাসিবাদের সময় শেখ হাসিনা এভাবে চারিদিক বিপদাপন্ন করে তুলেছিল। আমরা যখন ছাত্ররাজনীতি করেছি, তখন দেখেছি, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে একনায়কতান্ত্রিক শাসনের সময়ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এক ধরনের কর্পোরেট স্বায়ত্তশাসন ভোগ করেছে। কিন্তু শেখ হাসিনার সময় সে চিহ্ন টুকুও ছিল না। ন্যূনতম ঐক্য বজায় রাখার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে সহাবস্থান থাকবে। গত ১৫ বছরে সে সুযোগ ছিল না। এ পরিবেশকে আমাদের চিরস্থায়ী রাখতে হবে। যারা মানুষের সম্পদ ও টাকা পাচার করেছে, তাদের যেন পুনরুত্থান না হয়। তাই গণতান্ত্রিক সব আলোচনা-সমালোচনার পরও ন্যূনতম ঐক্য থাকতে হবে। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সাইফুদ্দীন আহমেদ, সাদা দলের আহ্বায়ক মোর্শেদ হাসান, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য লুৎফর রহমান, জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের অন্যতম পরিচালক ড. শাহ মোহাম্মদ আমানুল্লাহ প্রমুখ।

সাবেক এমপি মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন গ্রেফতার

স্টাফ রিপোর্টার : ছাত্র আন্দোলনের হত্যা মামলায় ঢাকা-৭ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও চিকিৎসকদের সংগঠন বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের (বিএমএ) সভাপতি মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সোমবার (২০ জানুয়ারি) ভোরে রাজধানীর আদাবর থেকে তাকে গ্রেফতার করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ডিএমপি মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স ৭-এর পাতায় দেখুন

জুলাই বিপ্লবের মাধ্যমে ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ এসেছে

সম্মিলিতভাবে ১৮ কোটি মানুষের বঞ্চনা ঘোচাতে চাই : সিইসি

স্টাফ রিপোর্টার : সম্মিলিতভাবে ১৮ কোটি মানুষের বঞ্চনা ঘোচাতে চাই বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ, এম, এম, নাসির উদ্দীন। সোমবার (২০ জানুয়ারি) সকালে সাভারে ভোটার তালিকা হালনাগাদ কর্মসূচির উদ্বোধনী আয়োজনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন তিনি। প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) বলেন, আমাদের সিভিল সার্ভিসের লোকজন আন্দোলন করছে জনপ্রশাসন দপ্তরে, তাদের দাবি দাওয়া নিয়ে। তারা বঞ্চিত, তারা বঞ্চনার শিকার। এই ১৮ কোটি মানুষ যে বঞ্চিত হল, তারা কোথায় যাবে? তাদের বঞ্চনার কথা কার কাছে বলবে? তাদের বঞ্চনার কথা কে দেখবে? ইলেকশন কমিশন! আমরা সম্মিলিতভাবে তাদের বঞ্চনাটা ঘোচাতে চাই। তারা যে এতদিন বঞ্চিত হয়েছে ভোটের অধিকার থেকে! এতদিনে সুযোগ এসেছে আমাদের, ইনশাআল্লাহ আমরা এ সুযোগটা নেব। এসময় উপস্থিত সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে সিইসি আরও বলেন, আমি আপনাদের সকলের সহযোগিতা চাই। আপনাদের সহযোগিতা ছাড়া আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব না। জাতির কাছে যে ওয়াদা আমরা করেছি, সেই ওয়াদা পালনে আপনাদের সহযোগিতা ছাড়া লড়াই কঠিন হবে। 'সঠিক তথ্যে ভোটার হবো, নির্বাচনে ভোট দিব'-স্লোগানে সাভার উপজেলা পরিষদে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্বোধন করা হয়েছে ভোটার তালিকা হালনাগাদ কর্মসূচি। এর মধ্য দিয়েই ৭-এর পাতায় দেখুন

কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অ্যাডহক কমিটি গঠনের নির্দেশ

স্টাফ রিপোর্টার : বেসরকারি কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অ্যাডহক কমিটি গঠন করে ৬ মাসের মধ্যে নিয়মিত কমিটি করতে নির্দেশনা দিয়েছে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড। গতকাল সোমবার কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অফিস আদেশে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়। বেসরকারি কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রবিধানমালা, ২০০৯-এর প্রবিধি ৩৯-এর আওতায় সব কারিগরি প্রতিষ্ঠানে অ্যাডহক কমিটি গঠনপূর্বক আগামী ৬ মাসের মধ্যে নিয়মিত কমিটি গঠনের জন্য নির্দেশনা দেওয়া হলো। কমিটির সদস্যদের যোগ্যতার বিষয়ে নির্দেশনায় বলা হয়েছে, অ্যাডহক কমিটির সভাপতির শিক্ষাগত যোগ্যতা ৭-এর পাতায় দেখুন

উন্নয়ন বাজেট কমিয়ে ওই অর্থে সরকারি কর্মচারীদের বর্ধিত বেতনভাতা দেয়া হবে

স্টাফ রিপোর্টার : উন্নয়ন বাজেট কমিয়ে ওই অর্থে সরকারি কর্মচারীদের বর্ধিত বেতনভাতা দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। বিগত ২০১৫ সালে সরকারি কর্মচারীদের সর্বশেষ পে-স্কেল দেয়া হয়। এরপর তাদের আর বেতন বাড়েনি। অথচ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বেড়েছে। চাকরিজীবীদের দৈনন্দিন খরচ বেড়ে যাওয়ায় মূল বেতনের সঙ্গে নির্দিষ্ট হারে মহার্ঘ ভাতা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। যদিও মূল্যস্ফীতির সঙ্গে সমন্বয় করতে দীর্ঘদিন ধরে সরকারি চাকরিজীবীদের মহার্ঘ ভাতার দাবি ছিল। তারই প্রেক্ষিতে বর্তমান সরকার মহার্ঘ ভাতা নির্ধারণে কমিটি গঠন করে। সরকারি কাজে নিয়োজিত জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫-এর আওতাভুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা সংস্থানের বিষয়টি পর্যালোচনা করে সুপারিশ করার জন্য ওই কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির কার্যপরিধি ছিল মহার্ঘ ভাতার প্রযোজ্যতা ও প্রাপ্যতার বিষয় পর্যালোচনা করা এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ দাখিল করা। অর্থ এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, সরকারি কর্মচারীদের এবারই প্রথম গ্রেড অনুযায়ী মহার্ঘ ভাতা দেয়া হবে। যারা পেছনের গ্রেডে ৭-এর পাতায় দেখুন

চাকরিজীবীদের দৈনন্দিন খরচ বেড়ে যাওয়ায় মূল বেতনের সঙ্গে নির্দিষ্ট হারে মহার্ঘ ভাতা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার

শুল্ক ফাঁকি দিয়ে আনা অর্ধ কোটি টাকার কসমেটিকসসহ একজন গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : শুল্ক ফাঁকি দিয়ে ভারত থেকে অবৈধ পথে আনা আনুমানিক ৪৮ লাখ টাকার কসমেটিকসসহ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। গত রোববার রাতে রাজধানীর বনশ্রী এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার ব্যক্তির নাম ফিরোজ আলম বাবু (৩৭)। গতকাল সোমবার রাজধানীর মিন্টো রোডে ডিএমপির মিডিয়া সেন্টারে এক সংবাদ সম্মেলনে ডিবি তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মিজানুর রহমান এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, বনশ্রীতে ফিরোজের বাসায় অভিযান চালিয়ে ওইসব কসমেটিকস জব্দ করা হয়েছে। কসমেটিকস লোড করার সময় তার ৭-এর পাতায় দেখুন

রাজধানীতে মাদকবিরোধী অভিযানে গ্রেপ্তার ২১

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর বিভিন্ন থানা এলাকা থেকে পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে মাদকদ্রব্য উদ্ধারসহ ২১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) বিভিন্ন অপরাধ ও গোয়েন্দা বিভাগ। গ্রেপ্তারের সময় তাদের কাছ থেকে ২ কেজি ৪৫২ গ্রাম গাঁজা, ২৪১ পিস ইয়াবা ও ২ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়। ডিএমপির জনসংযোগ বিভাগ থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ডিএমপির নিয়মিত মাদকবিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে গত রোববার সকাল ৬টা থেকে গতকাল সোমবার সকাল ৬টা পর্যন্ত রাজধানীর বিভিন্ন থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে মাদকদ্রব্য উদ্ধারসহ তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ১৪টি মামলা রুজু হয়েছে।

সোমবার শহিদ মিনার প্রাঙ্গণে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অযৌক্তিক কোটা প্রথা নিরসন এবং মেডিকেলের ফলাফল পুনঃপ্রকাশের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ করে সর্বস্তরের শিক্ষার্থীবৃন্দ।

কোটা বাতিল করে মেডিকেলের ফল পুনঃপ্রকাশের দাবি

স্টাফ রিপোর্টার : মুক্তিযোদ্ধা কোটাসহ সব অযৌক্তিক কোটা বাতিল করে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার ফল পুনঃপ্রকাশের আল্টিমেটাম দিয়েছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজসহ অন্যান্য মেডিকেলের শিক্ষার্থীরা। গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ১১টায় রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আয়োজিত অবস্থান কর্মসূচি ও বিক্ষোভ সমাবেশে এই আল্টিমেটাম দেন তারা। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও তাদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেন। বিক্ষোভ সমাবেশে শিক্ষার্থীরা 'কোটা না মেধা, মেধা মেধা; আবু সাইদ মুগ্ধ, শেষ হয়নি যুদ্ধ; মেডিকেলে কোটা কেন, প্রশাসন জবাব চাই; ৪০ পেয়ে চান্স হয়, ৭৩ কেন বাদ হয়; আমার সোনার বাংলায়, বৈষম্যের ঠাঁই নাই'সহ নানা স্লোগান দেন। সমাবেশে সংহতি প্রকাশ করে প্রফেসর ডা. মেজর (অব) আব্দুল ওহাব বলেন, গতকাল (গত রোববার) মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় ৪০ বা ৪১ পেয়ে অনেকে চান্স পেয়েছেন অথচ এর ৭-এর পাতায় দেখুন

অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ

সাবেক এমপি বাহার ও তার স্ত্রী মেয়ের নামে দুদকের মামলা

স্টাফ রিপোর্টার : ৭২ কোটি ৮৫ লাখ ১৩ হাজার ৬৫৩ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে কুমিল্লা-৬ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আ ক ম বাহাউদ্দীন বাহার ও তার স্ত্রী মেহেরুন্নেছাকে আসামি করে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। একই অভিযোগে আসামি করা হয়েছে বাহারের মেয়ে কুমিল্লা সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র তাহসীন বাহারকে। এই পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে পৃথক তিনটি মামলা করা হয়েছে। সোমবার (২০ জানুয়ারি) দুদকের মহাপরিচালক (প্রতিরোধ) আক্তার হোসেন ঢাকার সেগুনবাগিচায় সংস্থাটির প্রধান কার্যালয়ে সাংবাদিকদের বিষয়টি জানান। তিনি বলেন, সাবেক এমপি বাহার জ্ঞাত আয়ের উৎসের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ ৬৭ কোটি ৪৩ লাখ ১৩ হাজার ৮৩৬ টাকার সম্পদ অর্জন করেছেন। এছাড়া তার ২৯টি ব্যাংক হিসাবে ২৫৮ কোটি ৬৮ লাখ ৬৩ হাজার ৯০৫ টাকার লেনদেন করেছেন। প্রথম মামলায় বাহারের বিরুদ্ধে দুদক আইন ২০০৪ এর ২৭ (১) ধারা, দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন ১৯৪৭ এর ৫ এর (২) ধারা ও মানিলন্ডারিং আইন ২০১২ এর ৪ (২) ও ৪ (৩) ধারায় মামলা হয়েছে। অন্যদিকে, ৭-এর পাতায় দেখুন

অস্ত্র মামলায় গিয়াস উদ্দিন আল মামুন হাইকোর্টে খালাস

স্টাফ রিপোর্টার : অস্ত্র মামলায় ১০ বছরের কারাদণ্ডাদেশ থেকে ব্যবসায়ী গিয়াস উদ্দিন আল মামুনকে খালাস দিয়েছেন হাইকোর্ট। সাজার বিরুদ্ধে তার আপিল মঞ্জুর করে গতকাল সোমবার বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম ও বিচারপতি নাসরিন আক্তারের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রায় ঘোষণা করেন। আদালতে গিয়াস উদ্দিন আল মামুনের পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী সাঈদ আহমেদ রাজা ও ব্যারিস্টার মো. সাব্বির হামজা চৌধুরী। এর আগে ২০০৭ সালের ২৬ মার্চ অস্ত্র আইনে গিয়াস উদ্দিন আল মামুনের বিরুদ্ধে মামলা হয়। ওই মামলায় একই বছরের ৩ জুলাই ১০ বছরের কারাদণ্ড দিয়ে রায় ঘোষণা করেন বিচারিক আদালত। পরে এ রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেন মামুন। গত ৬ আগস্ট কারাগার থেকে মুক্তি পান বিএনপির ৭-এর পাতায় দেখুন

ভোটার হতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রত্যয়ন লাগবে হিজড়াদের

স্টাফ রিপোর্টার : ভোটার হওয়ার জন্য হিজড়া জনগোষ্ঠীর যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রত্যয়ন লাগবে। এক্ষেত্রে সমাজসেবা বা জনপ্রতিনিধির প্রত্যয়ন বাধ্যতামূলক করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। গতকাল সোমবার শুরু হওয়ার বাড়ি বাড়ি ভোটার তালিকা হালনাগাদ কর্মসূচিতে বিষয়টি নিশ্চিত করতে মাঠ কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। সংস্থাটির নির্বাচন সহায়তা শাখার সিনিয়র সহকারী সচিব মো. নাসির উদ্দিন চৌধুরী ইতোমধ্যে নির্দেশনাটি পাঠিয়েছেন। এতে উল্লেখ করা হয়েছে, সরকার বাংলাদেশের হিজড়া জনগোষ্ঠীকে 'হিজড়া লিঙ্গ' হিসেবে চিহ্নিত করে স্বীকৃতি প্রদানের প্রেক্ষাপটে হিজড়ারা নতুনভাবে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন। হিজড়া জনগোষ্ঠীকে ভোটার হিসেবে নিবন্ধনের ক্ষেত্রে তাদের শনাক্তকরণের জন্য সমাজসেবা ৭-এর পাতায় দেখুন

পুঁজিবাজারে সূচকের উত্থান

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবস সোমবার (২০ জানুয়ারি) সূচকের উত্থানের মধ্যে দিয়ে লেনদেন শেষ হয়েছে। এদিন ডিএসইতে আগের কার্যদিবসের চেয়ে টাকার পরিমাণে লেনদেন বাড়লেও সিএসইতে কমেছে। একইসঙ্গে উভয় পুঁজিবাজারে লেনদেনে অংশ নেওয়া বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ার এবং মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিটের দাম বেড়েছে। ডিএসই ও সিএসই সূত্রে জানা গেছে, দিনশেষে ডিএসইর প্রধান সূচক ডিএসইএক্স আগের দিনের চেয়ে ৫০.৭৫ পয়েন্ট বেড়ে অবস্থান করছে ৫ হাজার ১৯৫ পয়েন্টে। ডিএসই শরিয়াহ সূচক ১৫.৬২ পয়েন্ট বেড়ে ১ হাজার ১৭১ পয়েন্টে এবং ডিএস৩০ সূচক ২০.২১ পয়েন্ট বেড়ে ১ হাজার ৯২৩ পয়েন্টে

দাঁড়িয়েছে। ডিএসইতে মোট ৪০০টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে ২৪৮টি কোম্পানির, কমেছে ৮১টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৭১টির। এদিন ডিএসইতে মোট ৪২৬ কোটি ৯২ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয়েছিল ৩৬৮ কোটি টাকার শেয়ার ও ইউনিট। অন্যদিকে, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) সিএসসিএক্স সূচক আগের দিনের চেয়ে ৫৬.১০ পয়েন্ট বেড়ে অবস্থান করছে ৮ হাজার ৭৯১ পয়েন্টে। সার্বিক সূচক সিএএসপিআই ৮৫.৫৪ পয়েন্ট বেড়ে ১৪ হাজার ৪৪৯ পয়েন্টে, শরিয়াহ সূচক ৭.৭৪ পয়েন্ট বেড়ে ৯৪৪ পয়েন্টে এবং সিএসই ৩০ সূচক ৪০.৮১ পয়েন্ট কমে ১১ হাজার ৮২৩ পয়েন্টে অবস্থান করছে। সিএসইতে ২০০টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন ৭-এর পাতায় দেখুন

সিএনজি অটোরিকশা চালকদের সড়ক অবরোধ

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) নির্ধারিত ঢাকা মেট্রোর সিএনজি অটোরিকশার দৈনিক জমা ৯০০ টাকা অবিলম্বে কার্যকর করাসহ ৯ দফা দাবিতে রাজধানীর বনানীতে সড়ক অবরোধ করেছেন সিএনজি চালিত অটোরিকশা চালকরা। গতকাল সোমবার দুপুরে বনানীতে বিআরটিএ সদর দফতরের সামনের রাস্তায় শুয়ে এই অবরোধ করেন তারা। এতে মহাখালীগামী যানবাহনগুলো সড়কে আটকে পড়ে। ভোগান্তিতে পড়েন জনসাধারণ। ঢাকা মহানগর সিএনজি অটোরিকশা চালক ঐক্য পরিষদের ব্যানারে আসা চালকদের অন্য দাবিগুলো হলো- ২০০৭ সালে ঢাকা মেট্রোর জন্য সরকার অনুমোদিত ৫ হাজার সিএনজি অটোরিকশা অবিলম্বে চালকদের নামে রেজিস্ট্রেশন (ব্লু-বুক) করতে হবে; ঢাকা শহরের আয়তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আরও ১৫ হাজার ৭-এর পাতায় দেখুন

দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিকে রাষ্ট্রপতির ক্ষমার ক্ষমতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট

স্টাফ রিপোর্টার : দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিকে রাষ্ট্রপতির ক্ষমা করার ক্ষমতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট দায়ের করেছেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট ইশরাত হাসান। সোমবার জনস্বার্থে তিনি রিটটি দায়ের করেন। কোনো নীতিমালা ছাড়া সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের রাষ্ট্রপতির ক্ষমা করার ক্ষমতা কেন অসাংবিধানিক হবে না, রিটে তা জানতে চেয়ে রুল জারির নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে। এছাড়া রাষ্ট্রপতির ক্ষমা করার ক্ষমতা প্রয়োগে নীতিমালা করার আবেদনও জানানো হয়েছে। আবেদনে বলা হয়েছে, সংবিধানের ৪৯ অনুচ্ছেদ রাষ্ট্রপতির ক্ষমা করার ক্ষমতা রয়েছে। এই ক্ষমা করার ক্ষমতা অবাধ, যার কোনো নীতিমালা নেই। কে, কিসের ভিত্তিতে ক্ষমা পাচ্ছে, তার কোনো নীতিমালা নেই। যা সংবিধানের ৭, ২৭, ৩১ ও ৩২ অনুচ্ছেদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। ইতোমধ্যেই এই ক্ষমতার অপব্যবহারের কারণে অনেক সাজাপ্রাপ্ত আসামি ক্ষমা পেয়েছে। যার মধ্যে সাবেক সেনাপ্রধানের ভাই জোসেফ, আসলাম ফকির অন্যতম। এ ব্যাপারে আইনজীবী ইশরাত হাসান বলেন, বছরের পরে বছর রাষ্ট্রপতি ক্ষমা করার ক্ষমতার চূড়ান্ত অপব্যবহার হয়েছে। বিগত সরকারের আমলে রাষ্ট্রপতি ক্ষমতার অপব্যবহার করে সাজাপ্রাপ্ত খুনিদের ক্ষমা করেছেন। এর ফলে সাধারণ জনমনে ন্যায়বিচার পাওয়া নিয়ে আশঙ্কা হয়। ন্যায়বিচার পাওয়া নিয়ে হতাশাগ্রস্ত হয়। এই ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে নীতিমালা প্রণয়ন করা আবশ্যক। ইশরাত জাহানের রিটে মন্ত্রিপরিষদ সচিব, আইন সচিব, সরাষ্ট্র সচিব, পার্লামেন্ট সচিব ও রাষ্ট্রপতি কার্যালয়ের সচিবকে বিবাদী করা হয়েছে।

ভারত থেকে সুদানের নাগরিকের বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ

স্টাফ রিপোর্টার : ভারত থেকে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ কালে এক সুদানের নাগরিককে আটক করেছে বিজিবি। গতকাল সোমবার সকালে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ফেনীর পরশুরাম উপজেলার নিজকালিকাপুর এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়। আটক সুদানের নাগরিকের নাম ইলমা (২৬)। তিনি আফ্রিকা মহাদেশের সুদানে কান্তি এলাকার আবদাল রাহিমের মেয়ে বলে জানা গেছে। ফেনীর ৪ বিজিবি অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন এই তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, পরশুরামের ওই এলাকা থেকে এর আগেও বেশ কয়েকজন বিদেশি নাগরিককে আটক করা হয়েছে। আটক ইলমার কাছ থেকে তার ব্যবহৃত একটি মোবাইল ফোন, ১০০ ইউএস ডলার, ভারতীয় ৩০ রুপি এবং ব্যবহৃত কাপড়সহ ২টি ব্যাগ পাওয়া গেছে। তাকে পরশুরাম থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। ফেনী (৪ বিজিবি) সূত্র জানা যায়, নিজকালিকাপুর বিওপির টহল দল ৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

গোপালগঞ্জে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে ৬

চুরির ঘটনা ঘটে। গতকাল রোববার গভীর রাতে অজ্ঞাতনামা ৬ যুবক ফুলারপাড় বাজারে পি-আপ ভ্যানে অবস্থান করছিলো। তাদের গতিবিধি দেখে স্থানীয়দের সন্দেহ হলে তাদেরকে আটক করে। পরে তাদের নিকটে থাকা পিক-আপটি ভাংচুর করে বলে জানা যায়। পরবর্তীতে স্থানীয়রা মুকসুদপুর থানা পুলিশকে সংবাদ দিলে পুলিশ তাদেরকে গ্রেফতার করে। মুকসুদপুর থানার ইন্সপেক্টর তদন্ত শীতল চন্দ্র পাল জানান, ভোররাতে উপজেলার ফুলারপাড় বাজার থেকে স্থানীয়রা ৬ যুবককে ডাকাতি প্রস্তুতি কালে আটক করে পুলিশে সোর্পদ করা হয়। গ্রেফতারকৃতদের কাছ থেকে একটি পিক আপ ভ্যান ও দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র জব্দ করা হয়। পরে আইনগত প্রক্রিয়া শেষে আজ বিকেলে তাদেরকে গোপালগঞ্জ জেলা কারাগারে পাঠানো হয়।

দুই হত্যা মামলায় সালমান এফ

মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. জিয়াদুর রহমান আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ রিমান্ড আদেশ দেন। এদিন সকালে তাদের কারাগার থেকে আদালতে হাজির করে পুলিশ। এরপর মামলার তদন্ত কর্মকর্তারা প্রত্যেক মামলায় ১০ দিন করে রিমান্ডের আবেদন করেন। আসামিপক্ষের আইনজীবীরা রিমান্ড বাতিলের পক্ষে শুনানি করেন। রাষ্ট্রপক্ষ ও বাদীপক্ষের আইনজীবীরা রিমান্ডের পক্ষে শুনানি করেন। শুনানি শেষে রিমান্ড মঞ্জুর করেন বিচারক। জিসান হত্যা মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে গত ২০ জুলাই রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানাধীন মাতুয়াইলে আন্দোলনে অংশ নেন জিসান। এ সময় আসামিদের গুলিতে নিহত হন তিনি। এদিকে মেহেদী হত্যা মামলার অভিযোগ থেকে জানা যায়, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে গত ১৮ জুলাই কমপ্লিট শাটডাউনে যাত্রাবাড়ী থানার কাজলা এলাকায় শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে অংশ নেন মেহেদী হাসান। এ সময় পুলিশ ও আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের গুলিতে আহত হন তিনি। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে সন্ধ্যা ৬টার দিকে তার মৃত্যু হয়। *সালমান-আনিসুল-পলকসহ ১৬ জন নতুন মামলায় গ্রেপ্তার:* এদিকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান এবং সাবেক ছয় মন্ত্রীসহ ১৬ জনকে নতুন মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়েছেন আদালত। গতকাল সোমবার কারাগার থেকে তাদের আদালতে হাজির করে পুলিশ। এরপর মামলার তদন্ত কর্মকর্তারা তাদের গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করেন। সেটি মঞ্জুর করেন ঢাকার অতিরিক্ত মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. জিয়াদুর রহমান। যাত্রাবাড়ী থানার চারটি ও মোহাম্মদপুর থানার একটি মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে সালমান এফ রহমানকে। একই থানার পাঁচটি মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে জাসদ সভাপতি ও সাবেক মন্ত্রী হাসানুল হক ইনু এবং বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি ও সাবেক মন্ত্রী রাশেদ খান মেননকে। আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ডা. দিপু মনিকে যাত্রাবাড়ী থানার দুটি মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। যাত্রাবাড়ী থানার সাতটি, মোহাম্মদপুর থানার একটি এবং খিলগাঁও থানার একটি মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হককে। আদাবর থানার মামলায় নতুন করে গ্রেপ্তার হয়েছেন সাবেক খাদ্যমন্ত্রী কামরুল ইসলামকে। যাত্রাবাড়ী থানার দুটি এবং সূত্রাপুর থানার একটি মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে সাবেক আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলককে। যাত্রাবাড়ী থানার এক মামলায় সাবেক সংসদ সদস্য হাজী সেলিমকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। সাবেক সংসদ সদস্য এ বি এম ফজলে করিম চৌধুরীকে কোতোয়ালি এবং উত্তরা পশ্চিম থানার একটি করে মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়। এছাড়া, সাবেক আইজিপি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুনকে যাত্রাবাড়ী থানার ছয়টি, মোহাম্মদপুর থানার দুটি, সূত্রাপুর থানার দুটি এবং খিলগাঁও থানার একটি মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়। সাবেক আইজিপি শহীদুল হককে যাত্রাবাড়ী থানার একটি মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। নাসা গ্রুপের চেয়ারম্যান ও এক্সিম ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম মজুমদারকে যাত্রাবাড়ী থানার একটি মামলায়, সাবেক সচিব চৌধুরী জাহাঙ্গীর আলমকে যাত্রাবাড়ী থানার একটি মামলায়, মো. জুলহাসকে যাত্রাবাড়ী থানার একটি মামলায়, সাব্বির আহমেদ স্বপনকে যাত্রাবাড়ী থানার একটি মামলায়, সাবেক কাউন্সিলর জামাল মোস্তফাকে ভাষানটেক থানার একটি ও কাফরুল থানার একটি মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

ওয়ার্কশপের ভ্যাট বাড়ানোর সিদ্ধান্ত

ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ ওয়ার্কশপে ভ্যাট ১০ শতাংশই থাকছে। এর আগে গত ১৬ জানুয়ারি হোটেল, রেস্তোরাঁ খাতে ভ্যাট বাড়ানোর সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেছিল এনবিআর।

বৈদ্যুতিক সংযোগের কাজ গণপূর্তের

বিভাগ থেকে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে। এরপর গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এ বিষয়গুলো মানার জন্য সব মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সচিব/সিনিয়র সচিবদের কাছে চিঠি পাঠিয়েছে। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন অনুবিভাগ-১) মো. আব্দুর রহমান তরফদার বলেন, 'অনেক সময় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা যখন কক্ষের বাইরে থাকেন, তারা যাতে তাদের এসি, ফ্যান, কম্পিউটার, লাইটসহ ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি বন্ধ রাখেন। অফিস থেকে যাওয়ার সময়ও যাতে তারা এগুলো বন্ধ করা হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করে বের হন। এতে আগুন লাগার ঝুঁকি অনেকটাই কমে যাবে। এ বিষয়গুলো ঠিকভাবে মানার জন্য আমরা সব মন্ত্রণালয় ও বিভাগে চিঠি পাঠিয়েছি।'

তিনি বলেন, 'এছাড়া আরেকটি বিষয় দেখা যাচ্ছে। কোনো কোনো মন্ত্রণালয় নিজ উদ্যোগে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করছে। এটি বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনে প্রভাব ফেলছে। অগ্নিঝুঁকি তৈরি করছে। কিন্তু আমাদের প্রকৌশলীদের মাধ্যমে এটি করার কথা। সে বিষয়েও আমরা আরেকটি চিঠি দিয়েছি।' গণপূর্তের ইলেকট্রো মেকানিক্যাল বিভাগ থেকে এ বিষয়ে অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে এ দুটি চিঠি সব মন্ত্রণালয় ও বিভাগে পাঠানো হয়েছে বলেও জানিয়েছেন অতিরিক্ত সচিব। তবে এ বিষয়ে জানতে চাইলে স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রশাসন অনুবিভাগের একজন কর্মকর্তার নাম প্রকাশ না করে বলেন, 'বিগত চার/পাঁচ মাসের মধ্যে আমাদের বিভাগে এসিসহ বড় ধরনের কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস স্থাপন করা হয়নি। এর আগে হয়েছে কি না জানা নেই।' গত ২ জানুয়ারি গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৪ এর নির্বাহী প্রকৌশলী নিয়াজ মো. তানভীর আলমের সই করা গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে পাঠানো চিঠিতে বলা হয়, বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক প্রাণকেন্দ্র বাংলাদেশ সচিবালয়ের বিভিন্ন ভবনের বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি যেমন-লাইট, ফ্যান, এসি, ফ্রিজ, ওভেন, ইলেকট্রিক কেটলি, হিটার ইত্যাদির নতুন বৈদ্যুতিক সংযোগ দেওয়ার কাজ গণপূর্ত অধিদপ্তরের আওতাধীন। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন ভবনের অফিস কক্ষে নিজ ব্যবস্থাপনায় নতুন এসি স্থাপনসহ অন্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির নতুন সংযোগ স্থাপন করার ফলে অভ্যন্তরীণ পুরাতন বৈদ্যুতিক সঞ্চালন লাইন ওভারলোড হচ্ছে, যা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এবং বৈদ্যুতিক অগ্নি-দুর্ঘটনার অন্যতম প্রধান কারণ। এমতাবস্থায়, বাংলাদেশ সচিবালয়ের ভবনগুলোতে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির নতুন সংযোগ স্থাপন করার ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে গণপূর্ত অধিদপ্তরের আওতাধীন গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৪ থেকে অনাপত্তিপত্র নেওয়ার অনুরোধ জানানো হয় চিঠিতে। চিঠিটি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন শাখায়ও পাঠানো হয়েছে। নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর থেকে জানানো হয়, স্থানীয় সরকার, পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়সহ কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের এসি লাগানো হয়েছে গণপূর্ত বিভাগের অনুমতি ছাড়া। এর আগে ১ জানুয়ারি গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৪ এর নির্বাহী প্রকৌশলীর পাঠানো অপর চিঠিতে বলা হয়, বাংলাদেশ সচিবালয়ের ৭ নম্বর ভবনে গত ২৬ ডিসেম্বর সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডের ফলে ভবনের ষষ্ঠ তলা থেকে নবম তলার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়-বিভাগের কক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বাংলাদেশ সচিবালয়ের অন্য ভবনে এরূপ অনাকাঙ্ক্ষিত অগ্নিদুর্ঘটনা প্রতিরোধে অফিসকক্ষের অপ্রয়োজনীয়/ডেকোরেটিভ লাইট, ফ্যান, এসি, কম্পিউটারসহ অন্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি পরিমিতভাবে ব্যবহার করা প্রয়োজন। বিশেষ করে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অফিস কক্ষের বাইরে অবস্থানকালে ও অফিস শেষে অফিস কক্ষ ত্যাগের আগে এসি, ফ্যান, লাইট ইত্যাদি বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদির সব সুইচ বন্ধ রাখার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো। এ দুটি চিঠির বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য গত ৯ জানুয়ারি গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় থেকে সব মন্ত্রণালয়ের সচিব ও সিনিয়র সচিবের কাছে চিঠি পাঠানো হয়। গত ২৫ ডিসেম্বর দিনগত রাতে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় আগুন লাগার ঘটনায় পুড়েছে সচিবালয়ের ৭ নম্বর ভবনের চারটি তলা। এ চার তলায় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অফিস ছিল। ২৫ ডিসেম্বর দিনগত রাত ২টার কিছু আগে আগুন লাগে, ছয় ঘণ্টা চেষ্টার পর বৃহস্পতিবার সকাল ৮টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিস। আগুন পুরোপুরি নিভতে সময় লাগে প্রায় ১০ ঘণ্টা। এ ঘটনায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবের নেতৃত্বে গঠিত তদন্ত কমিটি প্রাথমিক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, বৈদ্যুতিক 'লুজ কানেকশন' থেকে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

ব্যবস্থা বদল ও বৈষম্যমুক্ত সমাজ

শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নেতারা বলেছেন, হত্যা, হামলা, মামলা করে বামপন্থিদের নীতিনিষ্ঠ অবস্থান থেকে বিচ্যুত করা যাবে না। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সিপিবির সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স, সাবেক সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম ও সহকারী সাধারণ সম্পাদক মিহির ঘোষ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সিপিবির কেন্দ্রীয় সম্পাদক শ্রমিকনেতা কাজী রুহুল আমিন। সমাবেশে রুহিন হোসেন প্রিন্স বলেন, এদেশে দ্বি-দলীয় রাজনৈতিক ধারার বিপরীতে গণমানুষের স্বার্থ রক্ষায় নীতিনিষ্ঠ বাম গণতান্ত্রিক বিকল্প শক্তি সমাবেশ গড়ে তোলায় পদে পদে বাধা আসছে। এখনও এই অপচেষ্টা চলছে। তিনি আরও বলেন, ২০০১ সালে ২০ জানুয়ারি এভাবে সিপিবির ডাকে লাখো মানুষের সমাবেশে বোমা হত্যাকাণ্ড চালানো হয়। লাল পতাকার হাজার হাজার মানুষের উত্থান ঠেকাতে সাম্প্রদায়িক, অগণতান্ত্রিক, লুটেরা শাসকগোষ্ঠী এই হামলা চালিয়েছে। আজও এর সাথে জড়িতদের ও নেপথ্যের হোতাদের গ্রেপ্তার ও বিচার শুরু করা হয়নি। ২০২৪ এর গণঅভ্যুত্থানের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, গণঅভ্যুত্থানের পর গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠা ও বৈষম্যমুক্ত সমাজ গড়ার সংগ্রাম অগ্রসর করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এই সুযোগ কাজে লাগানো যাচ্ছে না। কারণ অর্ন্তবর্তী সরকার জন-জীবনের সংকট দূর করতে পারছে না। আগের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বহাল রেখেই আরও ভ্যাট-ট্যাক্স চাপিয়ে দিয়ে মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। এ সময় তিনি সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার এবং নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণার আহ্বান জানান। তিনি সংবিধানের চার মূলনীতি অক্ষুণ্ন রেখে এর অসম্পূর্ণতা দূর করতে হবে উল্লেখ করে বলেন, অহেতুক কথা বার্তা বলে নির্বাচনী সংস্কার ও নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করা যাবে না।২০ জানুয়ারি শহীদদের স্মরণে নির্মিত অস্থায়ী বেদিতে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি), বাম গণতান্ত্রিক জোট, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ), বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি, বাসদ (মার্কসবাদী), বাংলাদেশের সাম্যবাদী আন্দোলন, ফ্যাসিবাদবিরোধী বাম মোর্চা, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র (টিইউসি), উদীচী, বাংলাদেশের কৃষক সমিতি, বাংলাদেশের ক্ষেতমজুর সমিতি, ছাত্র ইউনিয়ন, যুব ইউনিয়ন, সাপ্তাহিক একতা, হর্কাস ইউনিয়ন, গৃহকর্মী শ্রমিক ফেডারেশনসহ বিভিন্ন সংগঠন পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জানায়। আর্ন্তজাতিক সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে ২০ জানুয়ারি শহীদদের স্মরণ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

নাইজেরিয়ায় ট্যাংকার ট্রাক

ওপর থেকে যাবতীয় ভর্তুকি প্রত্যাহারের নির্দেশ দেন। তার এই নির্দেশের জেরে পশ্চিম আফ্রিকার সবচেয়ে জনবহুল এই দেশটিতে জ্বালানির দাম ৪০০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ফলে নাইজেরিয়ায় জ্বালানি চুরির হারও বাড়ছে। রবিবারের ঘটনায় যারা নিহত ও আহত হয়েছেন, তাদের বেশিরভাগই এখনো জ্বালানি চুরির উদ্দেশে ওই ট্যাংকার ট্রাকের কাছে জড়ো হয়েছিলেন বলে ধারণা করছে স্থানীয় প্রশাসন।

আমদানি মূল্য পরিশোধের সময়

প্রযোজ্য হবে না বলে সার্কুলারে বলা হয়েছে। এর আগে এসব পণ্য আমদানির বিলম্ব মূল্য পরিশোধের সীমা ৩৬০ দিন উন্নীত করে গত বছর ৩০ জুন সার্কুলার জারি করেছিল বাংলাদেশ ব্যাংক। ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এর মেয়াদ ছিল। এই সার্কুলার অনুযায়ী নির্ধারিত সময় ৩১ ডিসেম্বরের পর গ্রাহকের নামে বৈদেশিক মুদ্রায় দায় পরিশোধের সময় বৃদ্ধি করা যাবে না।

ফার্নিচার শিল্পের উন্নয়নে সবাইকে

তিনি এই কথা বলেন। ইপিবির সহ-সভাপতি আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে ও ইপিবির পরিচালক (নীতি) আবু মুখলেস আলমগীর হোসেনের সঞ্চালনায় সেমিনারে মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিএফএই সভাপতি দেওয়ান আতিক রশিদ। শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, আমরা সবাই জানি যে এ বছর প্রধান উপদেষ্টা ফার্নিচারকে বর্ষপণ্য হিসেবে ঘোষণা করেছেন। একসময় ফার্নিচার মানেই ছিল একটা শিল্প, তারপর হাতিল, নাভানা, বাড্ডা, পরে ঢাকার বাইরে বৃহৎ আকারে ফার্নিচার শিল্প গড়ে ওঠে। আমাদের অভ্যন্তরীণ চাহিদা প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকা এবং এই খাতে প্রায় ৩০ লাখ কর্মী সংশ্লিষ্ট আছে। এর সামষ্টিক অর্থনীতিতে অবদান এবং মূল্যমান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর ওপর ভিত্তি করে আজ যখন আমরা বৈদেশিক বাজারে নিজেদের উপস্থিত করার চেষ্টা করছি এবং সম্ভাবনাগুলোকে যাচাই করার চেষ্টা করছি সেখানে দেখা যাচ্ছে ভিয়েতনাম খুব শক্তভাবে আমাদের সামনে উঠে আসছে। তিনি বলেন, ভিয়েতনামের সাফল্যের মূল কারণ হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং মাইগ্রেশন। চায়নিজ উৎপাদনকারা ভিয়েতনামে মাইগ্রেট করেছে যাদের খুব ভালো বিক্রয় এবং উৎপাদন ইকোসিস্টেম ছিল। কিন্তু এটা সম্ভব হয়েছে কারণ ভিয়েতনাম সরকার তাদের সব সুবিধা দিয়েছে। ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি না করলে ব্যবসায় টিকতে পারবেন না। তাই কালেক্টিভ কো-অপারেশন দরকার। কেবল সরকারের ওপর সব দায় চাপালে হবে না। সেমিনারে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) আহসান খান চৌধুরী, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য মোয়াজ্জেম হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবু ইউসুফ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিজাইন স্কুলের ডিন অধ্যাপক ফুয়াদ এইচ মল্লিক, বুয়েটের মেটেরিয়ালস অ্যান্ড মেটেলার্জিক্যাল বিভাগের অধ্যাপক আহমেদ শরিফ, হাতিল গ্রুপের নির্বাহী পরিচালক এবং চেয়ারম্যান সেলিম এইচ রহমান, বন বিভাগের ডেপুটি চিফ কনজারভেটর মইনুদ্দিন খানসহ অনেকে।

ভোরের কাগজের প্রধান কার্যালয় বন্ধ

কাগজের প্রধান কার্যালয়ের সামনে সমাবেশ করেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল সোমবার মালিকপক্ষ নোটিশটি জারি করে। নোটিশে বলা হয়েছে, শ্রম আইন ২০০৬ এর ১২ ধারা অনুযায়ী মালিকের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কার্যালয় বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ভোরের কাগজের একজন সিনিয়র সাংবাদিক জানান, এই প্রতিষ্ঠানে কারও বেতন বকেয়া নেই। তবে সংবাদকর্মীদের একটি অংশ অষ্টম ওয়েজ বোর্ডে বেতন দাবি করছেন। কিন্তু যাদের কনসালটেন্ট হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে তারা ওয়েজ বোর্ড দাবি করছেন। এটি নিয়েই সমস্যা তৈরি হয়েছে।

ছাত্র-জনতার আন্দোলনে গণহত্যা

হোসেন আলী। আদালত সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, গত ২০ জুলাই যাত্রাবাড়ী এলাকায় আন্দোলনকারী কলেজ ছাত্র ইমাম হোসেন তাইম হত্যা মামলায় গত ১৩ জানুয়ারি ওই জোনের তখনকার পুলিশের সহকারী কমিশনার তানজীল আহমেদকে ২০ জানুয়ারি ট্রাইব্যুনালে হাজির করার নির্দেশ দেন ট্রাইব্যুনাল। তাইম নারায়ণগঞ্জ সরকারি আদমজী নগর এম ডব্লিউ কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। প্রবল আন্দোলনে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ২০ আগস্ট তাইমের মা মোসা. পারভীন আক্তার এ মামলা দায়ের করেন। রাজারবাগ পুলিশ লাইনসের উপপরিদর্শক মো. ময়নাল হোসেন ভূঁইয়ার ছেলে তাইম। একইদিন গাজীপুরের কোনাবাড়ীতে গত বছরের ৫ আগস্ট কলেজছাত্র মো. হৃদয়কে হত্যার মামলায় পুলিশের কনস্টেবল আকরামকেও হাজির করার নির্দেশ দেন আদালত। ওই আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার সকালে তাদের ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়। ট্রাইব্যুনালে প্রসিকিউটর বি এম সুলতান মাহমুদ বলেন, তিনজনের মধ্যে যাত্রাবাড়ীর ইমাম হোসেন তাইম হত্যাকাণ্ডে গ্রেপ্তার পুলিশের এসি তানজিল আহমেদ এবং গাজীপুরের কোনাবাড়িতে হৃদয় হত্যাকান্ডের আসামি পুলিশ কনস্টেবল আকরাম হোসেনকে আগে ট্রাইব্যুনালের মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। দুপুরে শুনানি শেষে সাবেক আইসিটি মামলায় হোসেন আলীকে গ্রেপ্তার দেখানোর হয়। পরে সবাইকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেওয়া হয়। ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম বলেন, এই তিনজনের বিরুদ্ধেই আদালত গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন। এরমধ্যে দুজনের ব্যাপারে নতুন গ্রেপ্তারি পরোয়ানা এবং একজনের ব্যাপারে আগেই পরোয়ানা ইস্যু হয়েছিল। তাদের সবাইকে আজকে আদালতে হাজির করা হলে গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়।

আসাদ দিবসে ঢাবি ছাত্রদলের শ্রদ্ধা

মানবিকতার আদর্শ শহীদ আসাদ ফ্যাসিবাদী শেখ হাসিনা হটানোর আন্দোলনেও আমাদের অনুপ্রেরণার নাম হয়ে ছিলেন। ফ্যাসিস্টমুক্ত বাংলাদেশে তাই শহীদ আসাদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই।

বাড়তি বাড়িভাড়ায় বছর শুরু

পথ দেখা যায়নি। বাসা মালিকদের অভিযোগ, দ্রব্যমূল্যের সঙ্গে খরচ বাড়ছে। ভাড়াটিয়ারা বলছেন, দেশে মূল্যস্ফীতি বেড়ে যাওয়ায় 'মানবিকতার' পরিচয় দেওয়া উচিত মালিকদের। সরকারি চাকরিজীবী মাহমুদুল হাসান বলেন, 'কদিন আগে গ্রামের বাসায় কিছু টাকা দিয়েছি বোনের বিয়েতে। এখন বাচ্চার স্কুলে ভর্তিসহ নতুন বাসার খরচ হয়েছে। হাতে নগদ অর্থ নেই, সামান্য সঞ্চয় রয়েছে সেটা ভেঙে খরচ করতে হবে। কেউ অসুস্থ হলে তো ঋণ করা ছাড়া উপায় নেই।' বছরের শুরুতে এমন চাপে পড়েন অধিকাংশ চাকরিজীবী। স্কুলে ভর্তিতে বড় একটি টাকা চলে যায়। সঙ্গে থাকে স্কুলের ড্রেস, জুতা, ইউনিফর্ম, ব্যাগ, স্টেশনারি, টিফিন বক্স ইত্যাদি কেনার খরচ। বাড়িভাড়ার চাপ তো আছেই। নতুন বছর উদযাপনটাও হয়ে ওঠে না অধিকাংশ মানুষের। একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সাব্বির আহমেদেরও একই অবস্থা। তিনি বলেন, 'গত বছরের শুরুতে বাসা সংস্কার করার অজুহাত দেখিয়ে এক হাজার টাকা বাড়িয়েছিলেন মালিক। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই মালিকের ভাই জানিয়েছেন নতুন বছর থেকে আরও দেড় হাজার টাকা ভাড়া বেশি দিতে হবে। প্রতিটি ফ্ল্যাটেই এ নোটিশ দিয়েছেন।' তিনি বলেন, 'কথা বলতে গেলে মালিক বলেন না পোষালে বাসা ছেড়ে দিতে। মানে ভাড়া বাড়ানো হবে মালিকের ইচ্ছায়। কথাও বলা যাবে না। বাসা ছাড়তেও পারছি না, কারণ বাচ্চাদের স্কুল বাসার কাছে। দূরে বাসা নিলে তাদের জন্য নতুন স্কুলে ভর্তিসহ অতিরিক্ত পরিবহন খরচ লাগবে। সঙ্গে নিত্যপণ্যের দামও নাগালের বাইরে। কষ্টের কথা কাউকে বলতেও পারছি না, আবার জীবিকার তাগিদে এ শহরও ছাড়তে পারছি না।' রাজধানীর বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, এর আগে যে বাসা ১২ থেকে ১৩ হাজারে পাওয়া যেত এখন মাসে ভাড়া দিতে গুনতে হচ্ছে অন্তত ১৬ হাজার টাকা। রাজধানীতে সবচেয়ে বেশি চাহিদা ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকার বাসা। মধ্যবিত্ত শ্রেণি এমন বাসা খোঁজেন। এতে তারা বেশি খেয়াল রাখেন কর্মস্থলের দূরত্ব এবং বাচ্চাদের স্কুলে যাতায়াত। সিটি করপোরেশনগুলোতে বসবাসকারীদের ৭২ শতাংশই থাকেন ভাড়া বাসায় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) খানাভিত্তিক পরিসংখ্যান-২০২৩-এর চূড়ান্ত প্রতিবেদন বলছে, দেশের সিটি করপোরেশনগুলোতে বসবাসকারীদের মধ্যে ৭২ শতাংশই ভাড়া বাসায় থাকেন। এসব এলাকায় নিজের বাসায় থাকেন মাত্র ২৫ দশমিক ৮৫ শতাংশ মানুষ। সিটি করপোরেশনের বাইরে অন্য শহরে ভাড়ায় থাকেন ১৮ শতাংশ। বিবিএসের তথ্য আরও বলছে, দেশে বাসাভাড়াও বাড়ছে অস্বাভাবিক হারে। গত বছরের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর সময়ে শহরে বাড়িভাড়া বেড়েছে ৫ দশমিক ৮৯ শতাংশ। দেশের মোট জনসংখ্যার ১৫ শতাংশ মানুষ ভাড়া বাড়িতে থাকেন। যার মধ্যে গ্রামে ৩ দশমিক ৯৩ শতাংশ, শহরে ১৭ দশমিক ৯৯ শতাংশ আর সিটি করপোরেশনে ৭২ দশমিক শূন্য ৭ শতাংশ। দেশে ভাড়া বাড়িতে থাকে ১ দশমিক ৯৬ শতাংশ মানুষ। … মগবাজার চান বেকারির গলির বাসিন্দা রফিকুল ইসলাম বলেন, 'আমার মেইনটেন্যান্স খরচ বেড়েছে। নিরাপত্তা প্রহরীদের বাড়তি খরচ দিতে হচ্ছে। বাড়িটি নতুন করে রঙ করতে হবে। ভাড়া না বাড়ালে আমি চলবো কিভাবে। সব মিলে আমাকেও চলতে হবে।' একই কথা বলেন ব্যাপারী গলির বাসামালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক রিপন। তিনি বলেন, 'কদিন আগেই গ্যাস লাইন মিটারে কনভার্ট করলাম, বিদ্যুতের কাজও চলমান। বাসার কিছু সংস্কার করেছি। আমার বাড়তি টাকা নেই। বাসাভাড়ার ওপরেই চলতে হয়। তাহলে এই বাড়তি অর্থ কোথায় পাবো?' ভাড়া বাড়ানোর আইন থাকলেও প্রয়োগ নেই : ২০০৭ সালে ঢাকা সিটি করপোরেশনের ৭৭৫টি এলাকায় ১০টি রাজস্ব আবাসিক, বাণিজ্যিক, শিল্প, কাঁচাবাড়ি, পাকা ঘর, সেমি পাকা, মেইন রোডের তিনশ ফিট ভেতরে এবং বাইরে পাঁচ থেকে ৩০ টাকা পর্যন্ত প্রতি বর্গফুট ভাড়া নির্ধারণ করা করে দেওয়া হয়। এটির প্রয়োগ কোথাও দেখা যায়নি বা শোনা যায়নি। আবার বাড়িভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন-১৯৯১ এ রয়েছে সুনির্দিষ্ট বিধান। আইনের ১৬ ধারা মতে, বড় কোনো ধরনের নির্মাণকাজ বা পরিবর্তন আনা ছাড়া বাসার মালিক দুই বছরের মধ্যে মূল ভাড়া বাড়াতে পারবেন না। এটা মানা হয় না বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই। হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুসারে ২০২৫ সালে বাড়িভাড়া বাস্তবায়ন ও স্বাভাবিক রাখার দাবি জানিয়েছেন বাংলাদেশ মেস সংঘের (বিএমও) মহাসচিব মো. আয়াতুল্লাহ আকতার। তিনি বলেন, 'চাকরিজীবী, শ্রমজীবী, শিক্ষার্থীরা প্রতি নতুন বছরে বাসাভাড়া নিয়ে বিড়ম্বনায় পড়েন। তাদের আয়ের সিংহভাগ বাসাভাড়ায় চলে যায়। নতুন বছরে লাগামহীন বাড়িভাড়া বাড়ানো কারও কাম্য নয়। অযৌক্তিকভাবে কোনো অবস্থায়ই বাড়িভাড়া বাড়ানো যাবে না। বাড়িভাড়া নির্ধারণের ক্ষেত্রে নির্দেশনা প্রতিপালন করতে হবে।' মালিকের ইচ্ছামতো বাসাভাড়া বাড়ানোর বিষয়ে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া যায় কি না-এ বিষয়ে ঢাকার চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতের সিনিয়র আইনজীবী আক্তারুজ্জামান ডালিম বলেন, 'বাড়িভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন আছে, যেটা ভাড়াটিয়া কিংবা মালিক কেউ ফলো করেন না। মালিক খেয়ালখুশি মতো ভাড়া বাড়াতে পারবেন না। আইনের বিধান সাপেক্ষে, কোনো বাড়ির ভাড়া মানসম্মত ভাড়ার বেশি বাড়ালে সেই অধিক ভাড়া কোনো চুক্তিতে ভিন্নরূপ কিছু থাকা সত্ত্বেও, তা আদায়যোগ্য হবে না। তবে সুনির্দিষ্ট চুক্তি না থাকলে বাড়ির মালিক ভাড়া বাড়াতে পারবেন, কিন্তু সেটা যৌক্তিক হতে হবে।' আর্থিক সংকটে বাড়ছে সাবলেট : প্রতিনিয়ত বাড়ছে খাদ্যপণ্যের দাম, এর প্রভাব পড়ছে অন্য পণ্যেও। অথচ সেভাবে বাড়ছে না আয়। এতে নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে খাদ্যপণ্য। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সবশেষ হিসাবে, গত নভেম্বর মাসে খাদ্য মূল্যস্ফীতি বেড়ে দাঁড়ায় ১৩ দশমিক ৮০ শতাংশ। এটি গত সাড়ে ১৩ বছরের মধ্যে খাদ্য মূল্যস্ফীতির দ্বিতীয় সর্বোচ্চ হার। ডিসেম্বরেও প্রায় ১৩ শতাংশ ছিল। গত জুলাই মাসে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ১৪ দশমিক ১০ শতাংশে উঠেছিল। আর এসবের প্রভাব পড়ছে নগরের অধিবাসীদের বিশেষ করে নিম্ন ও মধ্যবিত্তের ওপর। এতে অনেকেই বাধ্য হচ্ছেন সাবলেট নিতে। কথা হয় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আহসান হাবীবের সঙ্গে। তিনি বলেন, 'প্রায় দুই বছর ধরে ছোটো ফ্ল্যাট নিয়ে ছিলাম। এখন আর আয় ও ব্যয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পেরে উঠছি না। বাচ্চাকে এবার স্কুলে ভর্তি করতে হবে। খরচ বাড়বে সেখানেও। সব দিক বিবেচনায় নিয়ে সাবলেট বেছে নিয়েছি।' শফিউল্লাহ কারওয়ান বাজারে সবজির ব্যবসা করেন। তিনি গত মাসে পরিবারকে গ্রামে পাঠিয়ে চলতি মাস থেকে সাবলেট নিয়ে থাকছেন। শফিউল্লাহ বলেন, 'অনেকেই সাবলেট ছেড়ে ফ্ল্যাটে ওঠেন, আমি এখন ছোট ফ্ল্যাট ছেড়ে সাবলেটে উঠেছি। এতদিন চলেছি, এখন পারছি না। গ্রামে বাবা-মা রয়েছেন, বাচ্চাটার স্কুল খরচ, পরিবারের বাজার-সদাই নিয়ে আর চলে না। খাওয়া খরচ এখন দ্বিগুণ হয়েছে। এখন দুই ভাই মিলে সাবলেট নিয়েছি আর পরিবারকে গ্রামে পাঠিয়েছি।' সাবলেট নিয়েও স্বস্তিতে নেই অনেকে। সেখানেও মুখোমুখি হতে হচ্ছে বাড়তি ঝামেলা। আজিমপুর এলাকায় সাবলেট নিয়ে থাকা ফেরদৌস বলেন, 'সাবলেট নিয়ে থাকা মানে অন্য একটি পরিবার কিংবা অন্য সংস্কৃতির কিছু মানুষের সঙ্গে থাকা। এটা বেশ কষ্টের। নতুন বছরে নিরাপত্তা বিল বাবদ অতিরিক্ত ৫০০ টাকা দিতে বলেন ফ্ল্যাটের মালিক। এর সঙ্গে অতিরিক্ত আরও ৫০০ টাকা বাড়ানো হয়েছে ভাড়া। এটি অমানবিক।'

অর্থাভাবে নগরে বসবাসকারীদের 'কোয়ালিটি লাইফ' কমে যাচ্ছে। এতে নগরজীবনে আর্থিক সংকটে চাহিদা বাড়ছে সাবলেটের। আনিসুর রহমান একটি সরকারি সংস্থায় চাকরি করেন। প্রায় ২৪ হাজার টাকা বেতন তার। তিনি থাকছেন রাজধানীর রেলওয়ে কলোনিতে একটি সাবলেট রুমে। আনিসুর রহমান বলেন, 'আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের হিসাব মেলাতে পারছি না। এ কারণে একটা ভালো বাসায় রাতযাপন করবো সেটাও হয়ে ওঠে না। পরিবার গ্রামে থাকে, মাঝে মধ্যে আত্মীয় আসে ঢাকায়। তাদের কথা ভেবে মেসে থাকতে পারছি না। একটা সাবলেট বাসায় থাকতে হচ্ছে। সেখানেও প্রায় আট হাজার টাকা চলে যাচ্ছে।' এ বিষয়ে বাংলাদেশ ভাড়াটিয়া পরিষদের সভাপতি বাহারায়ে সুলতান বাহার বলেন, 'রাজধানীর বাসার মালিকের অবস্থা মনে হয় খুবই করুণ। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে ভাড়া দিয়েই তার সংসার চলে। ভাড়া কম হলে চলতে পারবেন না, তাই প্রতি বছরই বাড়াতে হবে। দেশের অর্থনীতি আগের মতো নেই, এ অবস্থা থেকে সরে আসা উচিত। এখন মানবিক হওয়া উচিত। মানবিকতার পরিচয় দেওয়া উচিত। মানুষের হাতে টাকা এলে বা নিত্যপণ্যের দাম কম হলে তখন বাড়াতে পারেন, এখন বাড়ানোটা অমানবিক।' মেসেও মিলছে না স্বস্তি : সুমাইয়া আক্তার পাখি, ধোলাইখাল এলাকায় একটি মেসে থাকেন। পড়াশোনা করেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে। টিউশনি করার পাশাপাশি একটি কোচিং সেন্টারেও খণ্ডকালীন চাকরি করেন। চারজন মিলে এক রুমের মেসে থাকছেন। খাওয়া ও মেসভাড়া বাবদ মাসে প্রায় সাড়ে ছয় হাজার টাকা চলে যায়। তার মাসিক আয় গড়ে সাত হাজার টাকার কিছু বেশি। পাখি বলেন, 'একটা সময় ছিল পাঁচ হাজার টাকার মধ্যে সব খরচ হয়ে যেত। হাতে বাড়তি দেড়-দুই হাজার টাকা থাকতো। এখন মাস যায়, খরচ বাড়ে। মালিক ভাড়া বাড়িয়েছেন, এতে এক ধাপে মেস খরচ ৫০০ টাকা বেড়েছে। চাল-তেলের দামও বাড়তি। এখন সব খরচ শেষে আর হাতে টাকা থাকে না।' সোহরাওয়ার্দী কলেজের ছাত্র নাসিরুল ইসলাম থাকেন লালবাগ এলাকার একটি মেসে। একটা সময় বাড়ি থেকে টাকা এনে পড়াশোনা চললেও প্রায় তিন বছর ধরে নিজের টাকায় চলতে হয়। পার্টটাইম চাকরির পাশাপাশি চলছে চাকরির পড়া। মেসের ভাড়া, খাবার খরচ জোগাতে এখন চাইলেও ভালো খাবার বা কোথাও বেড়াতে যাওয়া হয় না তার। নাসিরুল ইসলাম বলেন, 'আমাদের সব কিছুর দাম বেড়েছে দেখে মেসের মালিক নিজেই মেসের ভাড়া বাড়িয়েছেন। আগে মেসের ভাড়ার সঙ্গে পানি-বিদ্যুৎ থাকলেও এখন আলাদা করে আরও ৫৫০ টাকা নেওয়া হচ্ছে। বাড়ি থেকেও টাকা নিতে পারি না, আবার আয়ও বাড়েনি। চাইলেও বাড়তি কাজ করতে পারছি না, চাকরির প্রস্তুতির কারণে। সবমিলিয়ে একটা কঠিন সময় পার করছি।' ঢাকায় আয় অনুযায়ী যেসব বাসায় থাকেন ভাড়াটিয়ারা : রাজধানীর যাত্রাবাড়ী, খিলগাঁও, ধানমন্ডি, হাজারীবাগ, মিরপুর, গুলশান, বনানী ও উত্তরার বিভিন্ন এলাকায় পরিচালিত গবেষণায় উঠে এসেছে, ২০ হাজার টাকা আয়েও থাকতে হচ্ছে ঝুপড়ি ঘরে। অর্ধলাখ টাকা আয় না হলে মানসম্মত আবাসনে থাকার ব্যবস্থা নেই। গবেষণাটি পরিচালনা করেছে আবাসন ব্যবসায়ীদের সংগঠন রিয়েল এস্টেটস অ্যান্ড হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন বা রিহ্যাব। রিহ্যাব গবেষণা সেলের তথ্য বলছে, রাজধানী ঢাকায় যাদের আয় ২০ হাজার বা ২০ হাজার টাকার মধ্যে তাদের ভরসা তিন থেকে পাঁচ হাজার টাকার কোনো ঝুপড়ি ঘর। এ ঘরে পরিবার নিয়ে কোনোরকমে থাকছেন তারা। যাদের আয় ২১ হাজার থেকে ৩০ হাজার টাকা তারা থাকছেন ছয় থেকে ১০ হাজার টাকায়, সাবলেট। ৩১ থেকে ৪০ হাজার টাকা যাদের আয়, তারা থাকছেন ছোট আকারের কোনো ফ্ল্যাটে। যেগুলোর ভাড়া ১১ থেকে ১৪ হাজার টাকার মধ্যে।

যাদের আয় ৪১ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকার মধ্যে তারা থাকছেন ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকার ফ্ল্যাটে। যেগুলোর আয়তন ১১০০ থেকে ১১৫০ বর্গফুট। ৫১ থেকে ৮০ হাজার টাকা আয়ের মানুষের ভরসা ১১৫০ থেকে ১২০০ বর্গফুটের কোনো ফ্ল্যাট, যেগুলোর ভাড়া ২১ থেকে ৩০ হাজার টাকার মধ্যে। ৮০ থেকে এক লাখ টাকা আয়ের মানুষ থাকছেন ১২০০ থেকে ১৫০০ বর্গফুটের ফ্ল্যাটে- যেগুলোর ভাড়া ৩১ থেকে ৪০ হাজার টাকার মধ্যে। তবে ভালো মানের ১৫০০ বর্গফুট বা তারচেয়ে একটু বড় কোনো বাসায় থাকতে হলে অবশ্যই একলাখ টাকার বেশি তাকে আয় করতে হবে। যেগুলোর ভাড়া ৪০ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কিছুটা বেশি। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের (বিআইপি) সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আদিল মুহাম্মদ খান বলেন, 'ঢাকাকে বাসযোগ্য নগরী হিসেবে গড়তে এলাকাভিত্তিক ম্যাপিং করে বসবাসের উপযোগী করা যায়। ওয়ার্ডভিত্তিক নগর পরিকল্পনা প্রণয়নে টেকসই নগর গড়ে তোলাও সম্ভব। যেখানে সব শ্রেণির আয়ের মানুষের জন্য বাসযোগ্য নগর প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে লাখ লাখ মানুষের বসবাস এড়িয়ে কোনো উন্নয়ন সম্ভব হবে না। নগরে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের মানুষের আবাসনের প্রতিও গুরুত্ব দিতে হবে।'

শহীদ আসাদের আত্মদান গণতন্ত্রের

আসাদুজ্জামানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে তার তার রুহের মাগফিরাত কামনা করেছেন তিনি। তিনি বলেন, আমাদের স্বাধিকার ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে শহীদ আসাদ এক অবিস্মরণীয় নাম। তারেক রহমান বলেন, সামরিক স্বৈরশাসনের কবল থেকে গণতন্ত্রকে মুক্ত করতে অকুতোভয় এ বীর সেনানী রাজপথে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তার শোণিতের ধারা বেয়ে স্বৈরশাসনের পতন ত্বরান্বিত হয়েছিল, অর্জিত হয়েছিল এ দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার। গণতন্ত্রের জন্য শহীদ আসাদের আত্মদান পরবর্তীকালে বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছে বলে উল্লেখ করে তারেক রহমান বলেন, আজকের এই দিনে আমি স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা, মানুষের স্বাধীনতা নিশ্চিত ও গণতন্ত্রকে শক্তিশালীকরণই সবচেয়ে জরুরি কাজ বলে মনে করি। এ জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে আমি দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানাই।

অন্তর্বর্তী সরকারের সমালোচনা করে

প্রকাশ করা হচ্ছে না এবং একজন লেবার এমপি হাউস অব কমন্সে এ সম্পর্কে অভিযোগ করার পরে এটি 'পর্যালোচনার অধীনে' রয়েছে। এটি ব্যাপকভাবে প্রচারের উদ্দেশ্যে করা হয়নি এবং এপিপিজি বিষয়টিকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে না বা কোনো ফলো-আপ করবে না।"

এর আগে, এপিপিজির এই 'বিতর্কিত' প্রতিবেদন নিয়ে সমালোচনা করেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ সংসদ সদস্য (এমপি) রূপা হক। সামাজিকমাধ্যম এক্সে এক পোস্টে তিনি লেখেন, "এপিপিজি ফর দ্য কমনওয়েলথের নামে বাংলাদেশের ইউনুস সরকার সম্পর্কে প্রকাশিত 'একতরফা বর্ণনা' ভুল তথ্য প্রচার করেছে এবং এটি যুক্তরাজ্য সরকারের নীতিকেও বিভ্রান্ত করেছে।"স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের মুখে শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার তিন মাস পর গত নভেম্বরে 'দ্য অনগোয়িং সিচুয়েশন ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়। ওই বিক্ষোভে আনুমানিক ১ হাজার জন নিহত হয়েছিল। প্রতিবেদনে শেখ হাসিনার উত্তরসূরি নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী মুহাম্মদ ইউনূসকে নিয়ে একের পর এক সমালোচনা করা হয়। এপিপিজির কনজারভেটিভ চেয়ার অ্যান্ড্রু রোজিনডেল এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে লিখেছেন, "বাংলাদেশের একটি চমৎকার ভবিষ্যৎ থাকা উচিত যেখানে সবার জন্য সুযোগ উন্মুক্ত থাকবে। তাৎক্ষণিক পরিবর্তন না হলে নতুন সরকার আন্তর্জাতিকভাবে যে সুনাম অর্জন করছে তা উড়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হবে।"প্রতিবেদনে ড. ইউনূসের প্রশাসনের বিরুদ্ধে 'আইনকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার' এবং 'কট্টর ইসলামপন্থীদের' ক্ষমতায়নের অভিযোগ আনা হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, "আমরা প্রমাণ পেয়েছি যে, সাবেক মন্ত্রী, আওয়ামী লীগ নেতা, এমপি, সাবেক বিচারক, বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী এবং সাংবাদিকদের ওপর এত বেশি সংখ্যক হত্যার অভিযোগ আনা হচ্ছে, যা এসবের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে।"

মূলত নয়াদিল্লিভিত্তিক একটি থিংকট্যাংকের দেওয়া তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয় ওই প্রতিবেদনটি।

প্রতিবেদনে বলা হয়, বিক্ষোভে মৃত্যুর বেশিরভাগই ঘটেছে ৫ আগস্টের পর, যখন লাখ লাখ মানুষ আওয়ামী লীগ সরকারের সমর্থকদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য রাস্তায় নেমে আসে। এই প্রতিবেদনটি জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনারের পূর্ববর্তী একটি প্রতিবেদনের বিপরীত। গত আগস্টে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনারের প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, "বেশিরভাগ মৃত্যু ও আহতের জন্য নিরাপত্তা বাহিনী এবং আওয়ামী লীগের সঙ্গে যুক্ত ছাত্র সংগঠন দায়ী।"সম্প্রতি বাংলাদেশ ঘুরে গেছেন লেবার পার্টির এমপি রূপা হক। চলতি সপ্তাহে কমন্সে প্রকাশিত প্রতিবেদনের সমালোচনা করে একে 'বাংলাদেশের অন্তর্বর্‌তীকালীন সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক কাজ' বলে অভিহিত করেছেন তিনি। রূপা হক দাবি করেন, প্রফেসর ইউনূস ব্যক্তিগতভাবে তার কাছে প্রতিবেদনটি উত্থাপন করে প্রশ্ন তুলেছেন, 'আপনার সরকার সংসদের নামে এসব মিথ্যাচার প্রকাশ করছে?' লন্ডনের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজের অধ্যাপক নাওমী হোসেন এ বিষয়ে বলেন, "প্রতিবেদনটি হয় মারাত্মক পক্ষপাতদুষ্ট কিংবা অত্যন্ত খারাপ বিশ্লেষণ। জবাবদিহিতার হাতিয়ার হিসেবে এটি সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ।" এপিপিজি'র একজন মুখপাত্র বলেছেন, "এই দলটি একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে কমনওয়েলথ অব নেশনসের দিকে একচেটিয়াভাবে মনোযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আর সেজন্য, দেশ-নির্দিষ্ট প্রতিবেদন তৈরি করবে না।"

অন্তর্বর্তী সরকারকে সহায়তার

দ্য অ্যাফেয়ার্স প্রতিবেশীদের সঙ্গে ঢাকার সম্পর্ক, রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে অগ্রগতি এবং মিয়ানমারের নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা করেছেন বলে জানানো হয়েছে। এই বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন এসডিজি বিষয়ক সিনিয়র সচিব লামিয়া মোরশেদ।

সমস্যা পোশাকে নয়, পুরো সিস্টেমে

নিয়ে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক প্রোফাইলে একটি পোস্ট দিয়েছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন, 'স্বভাব, চরিত্র, খাসলত পরিবর্তন না করে পোশাক পরিবর্তনে কোনো লাভ নাই। সমস্যা পোশাকে না, পুরো সিস্টেমে।'এদিকে, সোমবার (২০ জানুয়ারি) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পোশাক পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে। পোশাক পরিবর্তন নিয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা গণমাধ্যমকে জানান, পোশাকের সঙ্গে আমাদের সবার মন মানসিকতারও পরিবর্তন হতে হবে। আমাদের সবাইকে দুর্নীতি প্রতিরোধ করতে হবে। তাহলেই অনেক কিছুই পরিবর্তন হবে। গত ১৫ বছর তাদের যে ট্রেনিং ছিল সেই ট্রেনিংও পরিবর্তন করতে হবে, তাদের মানবিক হতে হবে।

দেশে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সর্বোচ্চ

দুর্বিষহ করে তুলেছে। সোমবার (২০ জানুয়ারি) এক বিবৃতিতে জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান তিনি এ মন্তব্য করেছেন। তিনি আরও বলেন, নির্বাচন বা সংস্কার নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে। মানুষের জীবন ও জীবিকা নিয়ে চিন্তা করার যেন কেউ নেই। টিসিবি'র ট্রাকের সামনে লাইন দিনে দিনে বড় হচ্ছে। এখন প্যান্ট-শার্ট পড়েও স্বল্প দামে চাল-ডাল কিনতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অসংখ্য মানুষ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকছে। চাহিদার চেয়ে সরবরাহ কম হওয়ায় অনেকেই ট্রাক থেকে পণ্য কিনতে না পেরে একবুক কষ্ট নিয়ে খালি হাতে ঘরে ফিরছে। তিনি বলেন, সাধারণ মানুষের কাছে মাছ, মাংস, দুধ ও ডিম কেনা দুঃস্বপ্নের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। অভিভাবকরা সন্তান ও পরিজনের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারছেন না। সাধারণ মানুষ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নিতে পারছেন না, কিনতে পারছেন না জীবনরক্ষাকারী ঔষধ। এমন বাস্তবতায় সরকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে দ্রব্যমূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে আসা জরুরি। আমরা দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য রাজনীতি করি। আমরা মানুষের দুঃখ-কষ্টের কথা বলেই যাবো। এ বিষয়ে সরকার দ্রুত কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করবেন বলেও আশা করেছেন জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান।

ফ্যাসিবাদের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা

পোস্টে তিনি এই মন্তব্য করেছেন। ফ্যাসিবাদের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা আবার সক্রিয় হচ্ছে মন্তব্য করে মাহফুজ আলম লিখেছেন, পুরানো ভাবাদর্শিক বন্দোবস্ত সক্রিয় হয়ে গেছে। সরকারের দায় দিন, অসুবিধা নেই। আমরা চেষ্টা করছি। কেন পারিনি বা আপনাদের প্রত্যাশামতন পারছি না, সেসব ব্যাখ্যা আমরা দেবো। কিন্তু, কালচারাল ফ্যাসিজম এবং পুরাতন অর্থনৈতিক বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে আপনাদের আমাদের নিরন্তর লড়াই প্রয়োজন। সামাজিক ফ্যাসিবাদ বনাম সেকুলারিস্ট শক্তির ছদ্মখেলা নস্যাৎ করে দেওয়া দরকার। নইলে এ দুই শক্তি এ প্রজন্মকে হত্যাযোগ্য করে তুলবে। ফিফথ আগস্ট ডিভিশনকে প্রশ্ন করুন। (যারা পাঁচ তারিখে এসে আন্দোলনে অংশ নিলেন, কিন্তু জুলাইয়ের চেতনাকে ধারণ করেননি!) জুলাই একটা মিলনবিন্দু ছিল উল্লেখ করে এই উপদেষ্টা বলেন, ভাবাদর্শিক লড়াই নিয়ে আপনাদের সতর্ক করেছিলাম। পাঁচ মাস পরে তা সত্য হয়ে উঠছে। শাপলা- শাহবাগ ফেরত আনার চেষ্টা হচ্ছে। মুজিববাদী পেরাডাইম আর ইতিহাসতত্ত্ব আবার সক্রিয় হচ্ছে। বিপরীতে সৃজনের বদলে প্রতিক্রিয়াই শক্তিশালী হচ্ছে। নূতনভাবে এ রাজনৈতিক জনগোষ্ঠীকে গঠনের ঐতিহাসিক সম্ভাবনা নস্যাৎ হয়ে যাচ্ছে পুরোনো বন্দোবস্তের সাথে অসম প্রতিযোগিতায়! এগুলো কি একা সরকারের দায় বলে মনে করেন? কিংবা একা মাহফুজ আলমের দায়? সরকার ১৫০ এর বেশি আন্দোলন মোকাবিলা করেছে! অর্থনীতিকে খাদের কিনারে যাওয়া থেকে রক্ষা করেছে বলেও দাবি করেন তিনি। বলেন, আগ্রাসী পররাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জুলাই শহীদ ও আহতদের অর্থদান ও পুনর্বাসন থেকে শুরু করে বিচার ও সংস্কারের জন্যে আমরা নিরন্তর কাজ করছি। এখনও জনগণের যেকোনও ন্যায্য দাবি সময়সাপেক্ষ হলেও পূরণ হচ্ছে। সরকার শুনছে, কাজ করছে। কিন্তু, ভাবাদর্শিক গোঁড়ামি করে এবং বিদেশি প্রেসক্রিপশন নিয়ে যারা এ রাষ্ট্রের পুনর্গঠনের সম্ভাবনাকে নস্যাতে দাঁড়িয়ে গেছেন, তাদের সবার খতিয়ান আমাদের প্রজন্মের কাছে আছে। কালচারাল শক্তি ও 'গণ'মাধ্যমগুলো নিছক ভাবাদর্শিক লাভক্ষতির জায়গা থেকে যেভাবে শহীদ ও আহতদের সাথে বেইমানি করছেন, তাও আমাদের প্রজন্ম মনে রাখবে। এই উপদেষ্টা আরও লিখেছেন, আমরা যেদিন আবার রাজপথে নেমে আসবো, সেদিন প্রতিদিনের ডায়েরিতে টুকে রাখা আমাদের দিন রাতের কাজগুলোর আমলনামা নিয়ে জনগণের সামনে আসবো। কিন্তু, আপনারা জুলাইবিরোধী শক্তি যাবেন কোথায়? জুলাইয়ের মিত্র সেজে জুলাইয়ের পিঠে ছুরি চালানো হন্তারকেরা পালাবেন কোথায়? আপনাদের আমলনামাও আমরা রাখছি। ভাবাদর্শ আর ভিনদেশের পাতানো খেলায় নেমে যেভাবে আচ্ছন্ন করে রাখলেন বাংলাদেশের সম্ভাবনাকে, এটার জবাব দেবে জনগণ! সবশেষে তিনি লেখেন, মিত্রদের জড়ো করুন, শত্রুদের চিহ্নিত করুন।

লক্ষ্মীপুরে ট্রাকচাপাায় ২ জন নিহত, গাড়ি ভাঙচুর-পুলিশের ওপর হামলা

স্টাফ রিপোর্টার : লক্ষ্মীপুরে দ্রুতগামী ডাম্পট্রাকের চাপায় অটোরিকশার দুই যাত্রী নিহত হয়েছে। আহত হয়েছেন অপর এক যাত্রী। গতকাল সোমবার দুপুরে লক্ষ্মীপুরের মজু চৌধুরী হাট টু ভোলা-বরিশাল সড়কের কালিরচর রাস্তার মাথায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, এ ঘটনায় বিক্ষুব্ধ জনতা বেশ কিছু গাড়ি ভাঙচুর করেন। হামলা করেন এক চালকের ওপর। পুলিশ সদস্যরা তাকে রক্ষা করতে গেলে এসআই নুরুল ইসলামকে মারধর করেন বিক্ষুব্ধরা। ওই সময় একটি ডাম্পট্রাক ভাঙচুর করার ভিডিও ধারণ করতে গেলে দুটি বেসরকারি টেলিভিশনের ক্যামেরাপারসন সুমন ও আকাশের ওপর হামলা করে কয়েকজন দুষ্কৃতকারী। ঘটনার পর থেকে অটোরিকশা চালকের সন্ধান নেই। লক্ষ্মীপুর সদর মডেল থানার ওসি আব্দুল মোন্নাফ দুই জন নিহতের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। নিহতরা হলেন- সদর উপজেলার টুমচর ইউনিয়নের জগৎবাড়ী গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে মুরাদ (৪৫); একই উপজেলার চর রহমনী মোহন ইউনিয়নের চর আলী হাসান গ্রামের মুনসুর আহেমের ছেলে মুরাদ হোসেন। আহত যাত্রীর নাম আজাদ হোসেন। পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, বেলা সাড়ে ১১টার দিকে চর আলী হাসান থেকে একটি অটোরিকশা যাত্রী নিয়ে মজু চৌধুরী হাট সড়কে প্রবেশ করলে বিপরীত দিকে থেকে ছেড়ে আসা একটি বালুভর্তি ডাম্পট্রাক চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই যাত্রী মুরাদ হোসেন মারা যান। গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে যাত্রী আনোয়ার ও আজাদকে সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। উন্নত চিকিৎসার জন্য আজাদকে ঢাকা মেডিকেলে কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

চীনের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে এলডিপি মহাসচিবের বৈঠক

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকায় নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) মহাসচিব ড. রেদোয়ান আহমেদ। গতকাল সোমবারসকালে চীন দূতাবাসে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে চীনের রাষ্ট্রদূতের নেতৃত্বে দুই জন প্রতিনিধি ও এলডিপির পাঁচ জন নেতা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষে ড. রেদোয়ান আহমেদ বলেন, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়াদি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। দুই দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় ও চীনকে বাংলাদেশে সরাসরি বিনিয়োগের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। তাদের সঙ্গে রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে এলডিপির মহাসচিব জাতীয় সংসদ নির্বাচনের গুরুত্ব তুলে ধরেন। অন্তর্বর্তী সরকারকে সর্বাত্মক সহযোগিতা এবং ন্যাশনাল ইউনিটি সুদৃঢ় করার বিষয়টিও রাষ্ট্রদূতকে আশ্বস্ত করেন।

ভারত থেকে সুদানের নাগরিকের

সকালে পরশুরাম উপজেলার সীমান্ত পিলার ২১৫৯/১-এস থেকে আনুমানিক ৩০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পূর্ব নিজকালিকাপুর নামক এলাকা থেকে সুদানের নাগরিক ইলমা ভারত থেকে অবৈধভাবে বাংলাদেশে প্রবেশের সময় বিজিবির টহল দল আটক করে।

সিএনজি অটোরিকশা চালকদের

সিএনজি অটোরিকশা চালকের নামে অনুমোদন দিতে হবে; সিএনজি অটোরিকশা চালক কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করলে রাষ্ট্রপক্ষ থেকে ১০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এছাড়া আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) কনভেনশন-৮৭ অনুযায়ী অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার দিতে হবে; প্রশাসনের সব ধরনের চালক হয়রানি বন্ধ করতে হবে; পার্কিংয়ের পর্যাপ্ত স্থান নির্ধারণ না করে নো পার্কিং মামলা বন্ধ করতে হবে; লেন বা বাইলেন করে মহাসড়কে অটোরিকশা চলাচল করতে দিতে হবে এবং সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ ও বিধিমালা ২০২৩ এর শ্রমিক স্বার্থবিরোধী ধারা ও বিধি বাতিল করতে হবে।

অস্ত্র মামলায় গিয়াস উদ্দিন আল

ভাওয়াল গ্রুপের চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বন্ধু ও মেসার্স ওয়ান স্পিনিং মিলস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) গিয়াস উদ্দিন আল মামুন। গাজীপুরের কাশিমপুর কারাগার থেকে মুক্তি পান তিনি। মহানগর দায়রা জজ মোহাম্মদ আসসামছ জগলুল হোসেনের আদালত দুর্নীতির মামলায় কারাগারে থাকা গিয়াস উদ্দিন আল মামুনের জামিন মঞ্জুর করেন। গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় ২০০৭ সালের ৩০ জানুয়ারি যৌথ বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হন গিয়াস উদ্দিন আল মামুন। এরপর থেকে তিনি কারাগারেই ছিলেন। তার বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি, দুর্নীতি, মানিলন্ডারিং, কর ফাঁকিসহ বিভিন্ন অভিযোগে ২০টির বেশি মামলা হয়।

সাবেক এমপি বাহার ও তার স্ত্রী

দ্বিতীয় মামলায় মেয়র তাহসীন বাহারকে আসামি করা হয়েছে। তার জ্ঞাত আয়ের উৎসের অসঙ্গতিপূর্ণ ৩ কোটি ৪ লাখ ৫০ হাজার ৭৭০ টাকার সম্পদ অর্জনের তথ্য পাওয়া গেছে। আর তার ১৫টি ব্যাংক হিসাবে ৪২ কোটি ৫৮ লাখ ৭৩ হাজার ১৯৩ টাকা লেনদেনের অভিযোগ আনা হয়েছে। তৃতীয় মামলায় আসামি হয়েছেন সাবেক এমপি বাহাউদ্দিন বাহার ও তার স্ত্রী মেহেরুন্নেসা। একজন গৃহিনী হয়ে তার স্বামীর অবৈধ সম্পদ বৈধ করার চেষ্টার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে দুদক। তার বিরুদ্ধে ২ কোটি ৩৭ লাখ ৪৯ হাজার ৪৭ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়েছে। এছাড়া আসামি বাহাউদ্দিনের দুই মেয়ে যথাক্রমে আয়মান বাহারের বিরুদ্ধে ১ কোটি ৪৭ লাখ ৮৫ হাজার টাকার জ্ঞাত আয়ের উৎসের অসংগতিপূর্ণ সম্পদ অর্জন ও আজিজা বাহারের বিরুদ্ধে ৬৫ লাখ ৫৫ হাজার ২২২ টাকার জ্ঞাত আয়ের উৎসের অসংগতিপূর্ণ সম্পদ অর্জনের তথ্য পেয়েছে দুদক। তথ্যের সঠিকতা বা যথার্থতা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিরুপণের নিমিত্ত তাদের প্রতি দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৬(১) ধারা মোতাবেক পৃথক পৃথক সম্পদ বিবরণী নোটিশ জারি করেছে দুদক। ক্ষমতার পট পরিবর্তনের পর আত্মগোপনে আছে বাহার পরিবার। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনের গুলি ও হত্যাচেষ্টার অভিযোগে কুমিল্লার সাবেক সংসদ সদস্য আ ক ম বাহাউদ্দিন ওরফে বাহারকে প্রধান আসামি করে আদালতে একটি মামলা হয়েছে।

কোটা বাতিল করে মেডিকেলের ফল

ডাবল মার্ক পেয়েও অনেকে চান্স পাননি, এটা কি বৈষম্য না? স্বৈরাচারের লোকেরা প্রশাসনের বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে আর তাদের কুকীর্তির প্রকাশ হলো গতকালের রেজাল্ট। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, তোমরা যেহেতু রাজপথে নামতে শিখেছো, সেহেতু রাজপথ থেকেই তোমাকে অধিকার আদায় করে নিতে হবে। এছাড়াও সোমবারে মধ্যে সব ধরনের কোটার বিলুপ্তি ও ফল পুনঃপ্রকাশ করতে হবে বলে দাবির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেন তিনি। ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থী দোহা বলেন, বৈষম্য বাতিল চেয়ে, কোটার সংস্কার চেয়ে একটি সফল আন্দোলনের পরও মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষায় এ ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণের কোনো দরকারই ছিল না। যেখানে পাস নম্বরই ৪০ সেখানে ৩৭ বা ৩৮ পেয়ে কীভাবে কেউ মেডিকেলে পড়তে পারে। আমরা আজকের (গতকাল সোমবার) মধ্যে এই বৈষম্যের সমাপ্তি দেখতে চাই। স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থী আবির হোসেন বলেন, আগে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় কোটা বহাল থাকলেও সেখানে কাট মার্কের চেয়ে এক থেকে দুই মার্কের কম পেলে কোটায় চান্স পেতো, কিন্তু এ বছর নাতি-নাতনি কোটায় কাট মার্কের চেয়ে ৩০ থেকে ৩৫ নম্বর কম পেয়েও সরকারি মেডিকেলে চান্স পেয়েছে, যা আমরা মেনে নিতে পারি না। আমরা মুক্তিযোদ্ধা কোটাসহ সব ধরনের কোটার বিলুপ্তি চাই। আজকের মধ্যে কোটা বৈষম্য বাতিল করে পুনরায় ফলাফল প্রকাশ করার দাবি জানাচ্ছি। মেডিকেল শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক মাহিন সরকার বলেন, ২৪ এর গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশে আমরা এখনও দেখতে পাচ্ছি মেডিকেলে বৈষম্যমূলক কোটা চালু রয়েছে। অনেকে ৭২ নম্বর পেয়েও চান্স পাননি অথচ অনেকে ৪০ পেয়েও চান্স পেয়েছেন। অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও পোষ্য কোটাসহ অযৌক্তিক কিছু কোটা রয়ে গেছে। আমরা চাই, অতি দ্রুত যেন মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষার ফল পুনঃপ্রকাশ করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা থেকে সব ধরনের অযৌক্তিক কোটা বিলুপ্ত করতে হবে। কবি জসিম উদদীন হলের শিক্ষার্থী নুরুল গণি সগীর বলেন, ২৪ এর রক্তের দাগ এখনও শুকায়নি, এখনই আমরা পুনরায় বৈষম্যমূলক নীতির বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এত রক্তের পরও আমাদের আবার মাঠে নামতে হচ্ছে। এ সময় তিনি উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ ও নাহিদ ইসলামকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আপনাদের ডাকে আমাদের হাজার হাজার ভাই আহত ও নিহত হয়েছেন। তাদের যে দাবি ছিল, সেই দাবি পূরণ করতেই আপনাদের আমরা উপদেষ্টা বানিয়েছি, আপনারা যদি সেই শিক্ষার্থীদের ভাষা না বোঝেন তাহলে আপনাদের সেখানে থাকার দরকার নেই। আপনারা ওখানে বসে থাকার পরও কেন আজ আমাদের কোটা নিরসনের দাবিতে রাস্তায় নামতে হচ্ছে?

পুঁজিবাজারে সূচকের উত্থান

হয়েছে। এর মধ্যে শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে ১১২টি কোম্পানির, কমেছে ৬১টির এবং অপরিবর্তিত আছে ২৭টির। দিনশেষে সিএসইতে ২ কোটি ৫৮ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয়েছিল ৩ কোটি ২৬ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট।

ভোটার হতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছ

অফিসের প্রত্যয়ন অথবা স্থানীয় জনপ্রতিনিধির প্রত্যয়নের ভিত্তিতে নিবন্ধন করতে হবে। এ বিষয়ে যথাযথ দৃষ্টি রাখতে হবে, তারা যেন ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে কোনোভাবেই বঞ্চিত না হয়। ২০১৩ সালের ১৩ নভেম্বর মন্ত্রিসভায় হিজড়াদের স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়টি অনুমোদন দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ২০১৪ সালের ২৬ জানুয়ারি হিজড়া জনগোষ্ঠীকে 'হিজড়া লিঙ্গ' হিসেবে স্বীকৃত দেওয়ার প্রজ্ঞাপন জারি করে সরকার। তার ধারাবাহিকতায় নির্বাচন কমিশনও ভোটার তালিকা আইনে পরিবর্তন এনে হিজড়াদের স্বীকৃতি দেয়। ২০১৯ সালে সে অনুযায়ী ভোটার হওয়ার ফর সংশোধন করে নারী ও পুরুষের পাশাপাশি হিজড়া শব্দটিও অন্তর্ভুক্ত করে। এর আগে তাদের নারী বা পুরুষ হিসেবে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতো। এরপরও হিজড়া শনাক্তকরণে সিভিল সার্জনের প্রত্যয়ন লাগতো। সেখানে তারা অনেক হয়রানির শিকার হওয়ার অভিযোগ আনলে সমাজসেবা বা স্থানীয় প্রতিনিধির প্রত্যয়ন বাধ্যতামূলক করে ইসি। বর্তমান ভোটার তালিকায় এক হাজারের মতো হিজড়া রয়েছেন। ইসির নির্বাচন সহায়তা শাখার সিনিয়র সহকারী সচিব মো. নাসির উদ্দিন চৌধুরী জানিয়েছেন, ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহের কাজ চলবে। তথ্য সংগ্রহের কাজ শেষ হলে ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে ছবি তোলে নিবন্ধন সম্পন্ন করার কাজ। ১১ এপ্রিল পর্যন্ত নিবন্ধন কার্যক্রম চলবে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএমএম নাসির উদ্দিন বলেন, আগামী ছয় মাসের মধ্যে নিবন্ধন কার্যক্রম শেষ করা। পুরো কর্মযজ্ঞে নিয়োজিত থাকবে ৬৫ হাজার লোকবল। যারা ১ দশমিক ৫২ শতাংশ নাগরিককে ভোটার তালিকায় যুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করবেন। এদিকে ২০২২ সালে নেওয়া তিন বছরের তথ্যের শেষ ধাপের হালনাগাদ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এতে ১৮ লাখের মতো ভোটার আগামী মার্চে যোগ হতে পারে। সর্বশেষ হালনাগাদ অনুযায়ী, দেশে ভোটার সংখ্যা ১২ কোটি ১৮ লাখ ৫০ হাজার ১৬০ জন। বাড়ি বাড়ি হালনাগাদে ১৯ লাখ নতুন ভোটার তালিকায় যোগ হতে পারে। ২০০৭-২০০৮ সালে ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা প্রণয়নের পর এর আগে ভোটার তালিকা হালানাগাদ করা হয়েছে ছয়বার। ২০০৯-২০১০ সাল, ২০১২-২০১৩ সাল, ২০১৫-২০১৬ সাল, ২০১৭-২০১৮ সাল, ২০১৯-২০২০ ও ২০২২-২০২৩ সালে বাড়ি বাড়ি গিয়ে হালনাগাদ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে ইসি। ভোটার তালিকা হালনাগাদে নতুন ভোটার হওয়ার জন্য যেসব কাগজপত্র তথ্য সংগ্রহকারীদের দিতে হবে– ক) ১৭ ডিজিটের অনলাইন জন্মসনদের কপি। খ) জাতীয়তা/নাগরিকত্ব সনদের কপি। গ) নিকট আত্মীয়ের এনআইডির ফটোকপি (পিতা-মাতা, ভাই-বোন প্রভৃতি)। ঘ) এসএসসি/দাখিল/সমমান, অষ্টম শ্রেণি পাশের সনদের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। ঙ) ইউটিলিটি বিলের কপি (বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি/চৌকিদারি রশিদের ফটোকপি)।

ভোটার হওয়ার সময় যেসব বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে: ক) নিজের নাম, পিতা-মাতার নাম, জন্ম নিবন্ধন বা শিক্ষা সনদের সাথে হুবহু মিলিয়ে লিখতে হবে। খ) জন্ম তারিখ অবশ্যই জন্ম নিবন্ধন বা শিক্ষা সনদ অনুযায়ী হতে হবে। গ) স্থায়ী ঠিকানা লেখার ক্ষেত্রে অবশ্যই ভোটারের প্রকৃত স্থায়ী ঠিকানা লিখতে হবে। ঘ) কোনো অবস্থাতেই দ্বৈত বা দুইবার ভোটার হওয়া যাবে না। এক বিজ্ঞপ্তিতে ইসি জানিয়েছে, একাধিকবার ভোটার হওয়া আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। কেউ একাধিকবার ভোটার হলে আঙুলের ছাপ পরীক্ষার মাধ্যমে তা সহজেই শনাক্ত করা যায়।

শুল্ক ফাঁকি দিয়ে আনা অর্ধ কোটি

বাসার সামনে থেকে একটি কাভার্ড ভ্যানও জব্দ করা হয়। এইসব পণ্য আখাউড়া সীমান্ত দিয়ে চোরাই পথে আনা হয়েছে। এর মধ্যে রঙ ফরসাকারী চার ধরনের পণ্য রয়েছে। এর আনুমানিক বাজারমূল্য ৪৮ লাখ টাকা। এই পণ্যে আনুমানিক ৬ লাখ টাকার শুল্ক ফাঁকি দেওয়া হয়েছে। এসব তথ্য স্থানী-য়ভাবে যাচাই করেছে ডিবি। তিনি বলেন, এই পণ্যগুলো দেশের স্থানীয় বাজার ও অনলাইনে বিক্রি করা হতো। এসব পণ্যের গুণগত মান যাচাইয়ের সুযোগ থাকছে না। ফলে গ্রাহকদের ক্ষতি আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে। বিভিন্ন সময় চোরাইমাল আটক হয় কিন্তু এর সঙ্গে জড়িত মূলহোতারা আড়ালে থাকছে। তাদের গ্রেপ্তারের বিষয় জানতে চাইলে ডিসি মিজান বলেন, ফিরোজ আমাদের জানিয়েছে, একটি চক্রের মাধ্যমে স্থলবন্দর এড়িয়ে সীমান্ত দিয়ে পণ্য আসে। পরে সেটি ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন বাজারে যায়। তবে এ ক্ষেত্রে স্থানীয় কিছু লোক জড়িত আছে। এই চক্রের প্রতিটি ধাপে লোক আছে। মামলার তদন্তে আরও তথ্য বেরিয়ে আসবে। মূলহোতাকে গ্রেপ্তার করা হবে। সীমান্তে কোনো দুর্বলতা আছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমাদের সীমান্তে বিজিবি আছে। তারা সীমান্ত সুরক্ষায় কাজ করছে। দেশের তিন দিক দিয়ে ভারতের সঙ্গে সীমান্ত। এই বিশাল সীমান্তটি বিজিবিসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সুরক্ষা দিচ্ছে। তবে যারা অপরাধী তাদের ভিন্ন ভিন্ন কৌশল থাকে। সময়ের সঙ্গে তারা কৌশল পরিবর্তন করে। গ্রেপ্তার আসামির বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা করা হয়েছে বলেও জানান ডিবির এই কর্মকর্তা।

উন্নয়ন বাজেট কমিয়ে ওই অর্থে

চাকরি করে তারা বেশি হারে এ ভাতা পাবে। অর্থাৎ কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা বেশি হবে। আর সামনের দিকের গ্রেডে চাকরির কারণে কর্মকর্তারা কম হারে ভাতা পাবে। অর্থ মন্ত্রণালয় এ-সংক্রান্ত একটি প্রস্তাবের খসড়া চূড়ান্ত করেছে, যা অনুমোদনের জন্য প্রধান উপদেষ্টার কাছে পাঠানো হচ্ছে। ১ থেকে ৩য় গ্রেডে মহার্ঘ ভাতা হবে মূল বেতনের ১০ শতাংশ, ৪ থেকে ১০ গ্রেডের চাকরিজীবীরা ২০, ১১ থেকে ২০ গ্রেডধারীরা ২৫ শতাংশ হারে মহার্ঘ ভাতা পাবে। তাতে সর্বনিম্ন ৪ হাজার থেকে সর্বোচ্চ ৭ হাজার ৮০০ টাকা বেতন বাড়বে। তবে স্কেলের মারপ্যাঁচের কারণেও কেউ ৪ হাজার টাকার কম এ ভাতা পাবে না। যদিও মহার্ঘ ভাতা কার্যকর হওয়ার পর আগের সরকারের দেয়া ৫ শতাংশ বিশেষ প্রণোদনা সুবিধাটি আর বহাল থাকবে না। আর পেনশন ভোগরত কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও মহার্ঘ ভাতা পাবে। সূত্র জানায়, বেতন বা ভাতা বাড়ানোর প্রস্তাব সরকারপ্রধানের কাছে দিতে হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে বাড়তি অর্থের জোগান কীভাবে হবে তা উল্লেখ করতে হয়। মহার্ঘ ভাতা বাড়ানোর পক্ষে অর্থ মন্ত্রণালয়ের যুক্তি হচ্ছে– রাজস্ব খাতে ব্যয় কমিয়ে রাখা খুবই কঠিন। কাজেই সবকিছু উন্নয়ন বাজেটের ওপর গিয়ে পড়বে। উন্নয়ন বাজেট কমানো হবে এবং ওই অর্থ দিয়েই বর্ধিত বেতনভাতা দেয়া হবে। আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের বেতনের সঙ্গেই অর্থ মন্ত্রণালয়ের মহার্ঘ ভাতা দেয়ার প্রস্তাব রয়েছে। সূত্র আরো জানায়, পাঁচ বছর অন্তর সরকার সাধারণত একটি নতুন বেতন স্কেল ঘোষণা করে। কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় ২০১৫ সালের পর আর কোনো নতুন পে-স্কেল দেয়া হয়নি। সর্বশেষ পে-কমিশনের চেয়ারম্যান নতুন পে-কমিশন না করে মূল্যস্ফীতি বিবেচনায় নিয়ে বেতন কমিশন গঠনের সুপারিশ করলেও তৎকালীন সরকার ওই সুপারিশ বাস্তবায়ন করেনি। কিন্তু সরকারি চাকরিজীবীরা বাড়তি মূল্যস্ফীতিতে বেতন বাড়াতে নতুন পে-স্কেল ঘোষণাসহ বেশ কিছু দাবি জানিয়ে আসছিলো। এদিকে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, দপ্তর, করপোরেশন ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে প্রায় ১৪ লাখ কর্মচারী কর্মরত। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে তাদের বেতনভাতা বাবদ ৮১ হাজার ৫৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বাজেটে মহার্ঘ ভাতায় কোনো বরাদ্দ নেই। তবে কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ওই হার চূড়ান্ত করে পরিচালন বাজেটের অন্য খাতের সঙ্গে সমন্বয় করা হবে। এর আগে গত ২৩ ডিসেম্বর সরকারি কর্মচারীদের জন্য সংশোধিত বাজেটে মহার্ঘ ভাতার বরাদ্দ রাখার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন পরিকল্পনা ও শিক্ষা উপদেষ্টা। ওইদিনের একনেক বৈঠক শেষে তিনি বলেছিলেন, সরকারি কর্মচারীদের বহু ধরনের দাবিদাওয়া মেটাতে গিয়ে বেতনভাতা বাড়ানোর বিষয় আছে। মহার্ঘ ভাতার বিষয় আছে। তাই রাজস্ব খাতে ব্যয় কমিয়ে রাখা খুবই কঠিন। কাজেই সবকিছু উন্নয়ন বাজেটের ওপর এসে পড়ে। উন্নয়ন বাজেট কমাতে হবে। বাজেট-ঘাটতি সহনীয় পর্যায়ে রাখতে উন্নয়ন বাজেট সমন্বয় করতে হবে। সর্বশেষ ২০১৩ সালে সরকার ২০ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা দিয়েছিল। যার আওতায় সর্বোচ্চ ৬ হাজার আর সর্বনিম্ন ১ হাজার ৩০০ টাকা বেড়েছিল। তিন বছর পর যখন বেতন শতভাগ বাড়ানোর ঘোষণা দেয়া হলো, তখন কার্যত বেতন বেড়েছে ৮০ শতাংশ। গত বেতন স্কেলে টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেড কর্তন করা হয়েছিল। ১৯৭৭ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত মোট আটটি পে-স্কেল দেয়া হয়। আর সরকারের সব সেক্টরে মহার্ঘ ভাতা দেয়ার প্রভাব বেসরকারি চাকরিজীবী ও সাধারণ মানুষের ওপর পড়ে। কারণ সরকার কর্মচারীদের ভাতা বাড়ালেও বেসরকারি চাকরিজীবীর বেতন বাড়ানোর কোনো দায়িত্ব নেয় না। যে কারণে ২১ লাখ সামরিক-বেসামরিক কর্মচারীর বেতন বৃদ্ধির জাঁতাকলে পিষ্ট হয় সাধারণ মানুষ। অন্যদিকে এ অর্থবছরই মহার্ঘ ভাতা দেয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোখলেস উর রহমান জানান, আগামী ৩০ জুনের মধ্যেই কর্মচারীদের জন্য মহার্ঘ ভাতা ঘোষণা করা হবে। মহার্ঘ ভাতা নিয়ে দুটি সভা হয়েছে। এবার যারা পেনশনে গিয়েছেন তাদেরও মহার্ঘ ভাতা দেয়া হবে। যারা মহার্ঘ ভাতা পাবেন, ইনক্রিমেন্টের সময় সেই ভাতা বেসিকের সঙ্গে যোগ হবে।

কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অ্যাডহক

এইচএসসি (ভোকেশনাল), এইচএসসি (বিএমটি, ডিপ্লোমা ইন কমার্স এবং ডিপ্লোমা ইন অ্যাগ্রিকালচার পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে স্নাতকোত্তর এবং এসএসসি (ভোকেশনাল), এইচএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে স্নাতক পাস হতে হবে।

সম্মিলিতভাবে ১৮ কোটি মানুষের

আজ থেকে সারাদেশে শুরু হলো ভোটার তালিকা হালনাগাদের কার্যক্রম। এসময় প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ অন্যান্য কমিশনারগন হালনাগাদ কার্যক্রম নিয়ে বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেন এবং সুষ্ঠ ও নির্ভুল তথ্য নিয়ে হালনাগাদ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন। পরে বেলা ১২টায় সাভার উপজেলা পরিষদে বেলুন ও কবুতর উড়িয়ে তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম উদ্বোধন ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার। নির্বাচন কমিশনারগণ তাদের বক্তব্যে, হালনাগাদের সময় জন্মনিবন্ধন বা শিক্ষা সনদ অনুযায়ী নাম, বয়স ও স্থায়ী ঠিকানা সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা এবং দ্বৈত ভোটার বা দুইবার ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত না করার বিষয়ে তথ্য সংগ্রহকারীদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। শতভাগ নির্ভুল হালনাগাদ ভোটার তালিকা করতে সকলের সহযোগীতা কামনা করেন তারা। এদিকে প্রথমবারের মতো ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করতে পেরে উচ্ছসিত নতুন ভোটাররা। সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগের প্রত্যাশা তাদের। এবারের তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রমে ২০০৮ সালের ১ জানুয়ারি বা তার পূর্বে জন্মগ্রহণকারী নাগরিক এবং বিগত সময়ে যারা হালনাগাদে বাদ পড়েছেন তাদের তথ্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে সংগ্রহ করবে নির্বাচন কমিশনের নিয়োগপ্রাপ্ত তথ্য সংগ্রহকারীরা। এজন্য দেশব্যাপী ৬০ হাজার তথ্য সংগ্রহকারী কাজ করবে। আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে এই কার্যক্রম। সুষ্ঠুভাবে কাজ সম্পন্ন করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন তথ্য সংগ্রহকারীরা। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের অতিরিক্ত সচিব কে এম আলী নেওয়াজের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন- পুলিশের ঢাকা রেঞ্জ ডিআইজি একেএম আওলাদ হোসেন, ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার শরফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরীসহ নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ (অব.), আনোয়ারুল ইসলাম সরকার, বেগম তাহমিদা আহমদ এবং আব্দুর রহমানেল মাছউদ।

সাবেক এমপি মোস্তফা জালাল

বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান। তিনি বলেন, সাবেক সংসদ সদস্য মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিনকে আজ ভোরে আদাবর থানার মনসুরাবাদ এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়। তার বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনের ঘটনায় হত্যাসহ একাধিক মামলা রয়েছে। দুপুরে তাকে আদালতে পাঠানো হয়েছে। মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন নিষিদ্ধ ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ১৯৮১-১৯৮৩ পর্যন্ত সভাপতি ছিলেন। ২০০৮ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে ঢাকা-৭ থেকে সংসদে নির্বাচিত হন। ২০২২ সাল থেকে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের (বিএমএ) সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন।

চাকরিতে প্রবেশে ৩৫ বছর

একজন প্রার্থী সর্বোচ্চ তিনবার বিসিএসে বসতে পারবেন, এমন ধারা সংযোজিত হবে বলেও উপদেষ্টা পরিষদের সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন চাকরিপ্রত্যাশীরা।

দেশে খাদ্যপণ্যের বাজার দিন দিন

বাড়ে। আবার গমের উপজাত ভুসি প্রাণী ও পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। কিছু ক্ষেত্রে প্রাণী ও পশুখাদ্য হিসেবে সাধারণ আমিষযুক্ত গমেরও ব্যবহার হচ্ছে। অন্যদিকে বিশেষজ্ঞদের মতে, গম আমদানি বাড়ার বিষয়টি ইতিবাচক। সরকার গতবছর খাদ্য নিরাপত্তার জন্য গম আমদানি বাড়িয়েছে। আবার বেসরকারি খাতেও গমের ব্যবহার বেড়েছে। গমের তৈরি পণ্যে মূল্য সংযোজন হচ্ছে।

সুনামগঞ্জ সীমান্তে কোটি টাকার ভারতীয় পণ্য জব্দ

স্টাফ রিপোর্টার : সুনামগঞ্জের বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার ছাতারকোনা সীমান্তে অভিযান চালিয়ে চিনাকান্দি বিওপির বিজিবি সদস্যরা ভারত থেকে চোরাচালানের মাধ্যমে আনা বিপুল পরিমাণ পণ্য জব্দ করেছে বিজিবি। বিজিবি জানায়, গতকাল সোমবার ভোরে ছাতারকোনা সীমান্ত এলাকা দিয়ে চালকবিহীন চারটি মিনিট্রাক আটক করেন বিজিবির টহল দলের সদস্যরা। ট্রাক থেকে ১০ হাজার ৪৯৪ কেজি ভারতীয় চিনি, ৯ হাজার ৯২০ প্যাকেট বিড়ি, ৯২ কেজি জিরা জব্দ করা হয়। জব্দ পণ্যের আনুমানিক মূল্য এক কোটি ১৭ হাজার টাকা। সুনামগঞ্জ-২৮ বিজিবির অধিনায়ক একেএম জাকারিয়া কাদির বলেন, সীমান্ত এলাকায় বিজিবির টহল জোরদার করা হয়েছে। পাশাপাশি চোরাচালানের পণ্য আটক করতে বিজিবি সার্বক্ষণিক কাজ করছে। জব্দ পণ্য শুল্ক কার্যালয়ে জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

গাজীপুরে কারখানায় বয়লার বিস্ফোরণে ১৫ শ্রমিক আহত

স্টাফ রিপোর্টার : গাজীপুরের শ্রীপুরে কারখানায় ইলেকট্রনিক মিনি বয়লার বিস্ফোরণে ১৫ শ্রমিক আহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার সকাল ৯টায় উপজেলার জৈনাবাজার এলাকায় এইচডিএফ অ্যাপারেলস লিমিটেড নামে কারখানার স্যাম্পল রুমে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন- স্যাম্পল সুপারভাইজার রইস উদ্দিন (২৮), সুজন মিয়া (২৬), রহিজ উদ্দিন (২৭), শুক্কুর (৩০), ইয়াসিন আলী (২০), শাহজাহান (২৪), সোনিয়া (২৩), সারজিনা (২৫), কুলসুম (২৭), আমেনা (২৯), লিমা (২৯), রইস উদ্দিন (২৬), ইকবাল হোসেন (৩০), রনি (২৩) এবং আরিফুল ইসলাম (২৪)। তাদের মাওনা চৌরাস্তার আল হেরা হাসপাতালসহ স্থানীয় বিভিন্ন ক্লিনিকে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। গুরুতর আহত ইয়াসিন আলীকে তার স্বজনরা ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে। আহত সুইং রিসিভম্যান শাহজাহান জানান, কারখানার উৎপাদন শেডের প্রবেশ ফটকের পাশে মিনি বয়লারের অবস্থান। সকাল ৯টার দিকে স্যাম্পল বিভাগের মিনি বয়লারে হঠাৎ বিস্ফোরণ ঘটে। বিকট শব্দে বয়লার বিস্ফোরণে পুরো কক্ষের জানালার কাচ, আসবাব, ফ্যান, লাইট ও অন্যান্য সরঞ্জাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কাচের আঘাতে এবং দৌড়ে বের হওয়ার সময় কয়েকজন শ্রমিক আহত হয়েছেন। কারখানার শ্রমিক তাইজ উদ্দিন, কামাল হোসেন বলেন, আমরা সকালে কাজ করছিলাম। হঠাৎ স্যাম্পল সেকশনে বিকট শব্দ পাই। পরে শুনি বিস্ফোরণ হয়েছে। কারখানার উপরের টিনের ছাউনি ছিদ্র হয়ে উড়ে গেছে। ভাঙা কাচের আঘাতে বেশ কয়েকজন আহত হন। আল হেরা হাসপাতালের চিকিৎসক আলিম বিশ্বাস বলেন, আমাদের হাসপাতালে কয়েকজনকে আনা হয়েছে। তাদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। তবে, তেমন বড় ধরনের আঘাত পাননি তারা। কারখানার ইলেকট্রিক ইনচার্জ সোহেল রানা বলেন, স্যাম্পল রুমের মিনি বয়লার অপারেটর সকাল ৮টার দিকে এসে সুইচ অন করে। মেশিন পানি না নেওয়ায় বয়লার হিট হয়ে স্টিম বিস্ফোরণ ঘটে। ট্যাংকিতে পানি না থাকার কারণে অথবা মোটর পানি টানার কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। এইচডিএফ অ্যাপারেলস লিমিটেড কারখানার সহকারী মহাব্যবস্থাপক (এজিএম) ইমতিয়াজ আলম বলেন, বয়লার বিস্ফোরণে ১৫ জন শ্রমিক সামান্য আহত হয়েছেন। কারখানার পক্ষ থেকে প্রত্যেকের চিকিৎসার খোঁজ নেওয়া হচ্ছে। শ্রীপুর থানার ওসি জয়নাল আবেদীন মন্ডল বলেন, এইচডিএফ অ্যাপারেলস লিমিটেড কারখানায় বয়লার বিস্ফোরণে কয়েকজন শ্রমিক আহত হয়েছেন। থানা পুলিশ ও শিল্পপুলিশ ঘটনাস্থলে রয়েছে। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানাতে পারবেন।

৪ দিন পর টেকনাফমুখী পণ্যবাহী কার্গো ছেড়ে দিলো আরাকান আর্মি

স্টাফ রিপোর্টার : মিয়ানমারের বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মির হেফাজতে থাকা পণ্যবাহী কার্গো বোটগুলো চার দিন পর ছেড়ে দিয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। মিয়ানমারের ইয়াঙ্গুন থেকে বিভিন্ন পণ্য নিয়ে কক্সবাজারের টেকনাফ স্থলবন্দরে আসার পথে বৃহস্পতিবার তিনটি কার্গো আটক করা হয়েছিল। গতকাল সোমবার সকাল ১০টায় আটক কার্গোর মধ্য দুটি বাংলাদেশ-মিয়ানমার নাফ নদের জলসীমা নাইক্ষ্যংদিয়া থেকে টেকনাফ স্থলবন্দরের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে। বাকিগুলো এখানে সেখানে রয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে মিয়ানমারের ইয়াঙ্গুন থেকে টেকনাফে আসার পথে নাফ নদের মোহনায় পণ্যবাহী ওই তিনটি কার্গো বোট আটকে রাখে আরাকান আর্মি। এসব কার্গোতে ৫০ হাজার বস্তা শুঁটকি মাছ, সুপারি, কফিসহ বিভিন্ন মালামাল রয়েছে। এসব তথ্য জানিয়ে টেকনাফ স্থলবন্দর ইউনাইটেড ল্যান্ড পোর্টের ম্যানেজার সৈয়দ মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন বলেন, সকালে আটক কার্গো বোটের দুটি ছেড়ে দিয়েছে আরাকান আর্মি। ইতোমধ্যে একটি স্থলবন্দর ঘাটে পৌঁছেছে। বাকিগুলোর বিষয়ে বিস্তারিত পরে জানা যাবে।

তাপমাত্রা বাড়লেও ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন পঞ্চগড়ের আকাশ

স্টাফ রিপোর্টার : পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় গতকাল সোমবার সকাল ৯টায় ১০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। বাতাসের আর্দ্রতা ৯৯% শতাংশ। বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় ১০ থেকে ১২ কিলোমিটার। গত রোববার জেলায় তাপমাত্রা নেমে গিয়েছিল ৭ ডিগ্রির ঘরে। গতকাল সোমবার সকাল থেকেই ঘন কুয়াশায় এই অঞ্চলের আকাশ আচ্ছন্ন রয়েছে। হালকা বাতাস বয়ে যাচ্ছে। জরুরি প্রয়োজন ছাড়া কেউ ঘর থেকে বের হচ্ছে না। আগের দিনের তুলনায় তাপমাত্রা বাড়লেও ঘন কুয়াশা ও বাতাসের কারণে শীত বেশি অনুভূত হচ্ছে। এখন পর্যন্ত সূর্যের মুখ দেখা যায়নি। হাটবাজার রাস্তাঘাট যানবাহন ও মানুষের চলাচল কম দেখা যাচ্ছে। শীতে অসহায় ছিন্নমূল দরিদ্র মানুষ শীতবস্ত্রের অভাবে দুর্ভোগে পড়েছেন। তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের পর্যবেক্ষক মো. রোকনুজ্জামান জানান, গতকাল সোমবার সকাল ৬টায় ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সকাল ৯টায় ১০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার রেকর্ড করা হয়েছে।

শিশুর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার, পরিবারের দাবি আত্মহত্যা

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর হাতিরঝিল থানাধীন মধুবাগে সোহানি আক্তার (১০) নামে এক শিশুর গলায় ফাঁস দেওয়া লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। পরিবারের দাবি, মায়ের সঙ্গে অভিমান করে আত্মহত্যা করেছে সে। গত রোববার সন্ধ্যা ৭টার দিকে হাতিরঝিল থানাধীন মধুবাগ ভাড়া বাসায় এ ঘটনা ঘটে। অচেতন অবস্থায় স্বজনরা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় কমিউনিটি হাসপাতাল হয়ে রাত সাড়ে ৮টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কল্যাজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক পপরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ঢামেক পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, লাশটি হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে। ঢামেক হাসপাতালে নিয়ে আসা শিশুটির মা মারুফা আক্তার বিলাপ করতে করতে বলেন, মেয়েটি আমার কাছে কিছু টাকা চেয়েছিল বাইরে গিয়ে কিছু খাবার কিনে খাবে। আমার কাছে টাকা না থাকায় দিতে পারিনি। তার বাবা ঠিক মতো সাংসারিক হাত খরচ দিতো না। ঘটনার বিবরণ দিয়ে তিনি বলেন, সন্ধ্যায় মেয়েসহ পাশে আমার এক বোনের বাসায় গিয়েছিলাম। মেয়ে সেখান থেকে বাসার চাবি নিয়ে বাসায় চলে আসে। পরে আমি বাসায় গিয়ে দেখি রুমের ভেতর থেকে দরজা বন্ধ তার কোনো সাড়াশব্দ নাই। পরে দরজা ভেঙে রুমে গিয়ে দেখি সোহানি ফিলিং ফ্যানের সাথে ওড়না পেচিয়ে গলায় ফাঁস দিয়েছে। ময়মনসিংহ ফুলপুর উপজেলার পয়ারি গ্রামের সিকিউরিটি গার্ড মো. সোহেলের মেয়ে সোহানি। এক ভাই এক বোনের মধ্যে সে ছিল বড়।

নরসিংদীতে রেলক্রসিংয়ে অটোরিকশায় ট্রেনের ধাক্কায় নিহত ২

স্টাফ রিপোর্টার : নরসিংদীর রায়পুরায় অরক্ষিত একটি রেলক্রসিংয়ে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশায় ট্রেনের ধাক্কায় চালকসহ দুজন নিহত হয়েছেন। গত রোববার রাত সাড়ে ৮টার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথের আমীরগঞ্জ রেলস্টেশনের অরক্ষিত রেলক্রসিংয়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের বিস্তারিত পরিচয় জানা যায়নি। তবে তারা একে অপরের প্রতিবেশী বলে জানিয়েছেন স্থানীয় লোকজন। রেলওয়ে পুলিশ এবং স্থানীয়রা জানায়, আমীরগঞ্জ রেলস্টেশনের ওই রেলক্রসিংটি দীর্ঘদিন ধরে অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে আছে। সেখানে কোনো গার্ড নেই। গত রোববার রাতে যাত্রীসহ একটি অটোরিকশা রেলক্রসিং পার হচ্ছিল। এ সময় চট্টগ্রাম থেকে আসা ঢাকাগামী কক্সবাজার এক্সপ্রেস ট্রেনটি অটোরিকশাটিকে ধাক্কা দিলে দুমড়েমুচড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই অটোরিকশার চালক ও যাত্রী নিহত হন। রাত ১০টার দিকে রেলওয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠায়। নরসিংদী রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ জহিরুল ইসলাম (এসআই) বলেন, রেলক্রসিংটি অরক্ষিত ছিল। অসাবধানতাবশত অটোরিকশাটি রেলক্রসিং পার হওয়ায় এমন ঘটনা ঘটেছে। দুজনের লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়েছে। তাদের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

জুতার শোরুমে আগুন

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর মিরপুর-৬ নম্বরে বাটা জুতার শো-রুমে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। ফায়ার সার্ভিসের ছয়টি ইউনিট তিন ঘণ্টারও বেশি সময় চেষ্টা চালিয়ে রাত সোয়া ৩টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে আগুন নেভানোর কাজ এরপরও চলছে। ফায়ার সার্ভিসের সদরদফতরে ডিউটি অফিসার রাফি আল ফারুক জানিয়েছেন, গত রোববার দিবাগত রাত ১১টা ৫৫ মিনিটে আগুন লাগার খবর পায় ফায়ার সার্ভিস। পরে মিরপুর ফায়ার স্টেশন, কল্যাণপুর ফায়ার স্টেশন ও সিদ্দিকবাজার থেকে ছয়টি ইউনিট এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। ফায়ার সার্ভিস জানায়, প্রচন্ড ধোঁয়ার কারণে আগুন নেভাতে বেগ পেতে হয়েছে। শ্বাস নিতে কষ্ট হয়েছে ফায়ার ফাইটারদের। ভবনটির নিচ তলায় বাটা শোরুমের দোকান ও ওপরে দুটি রেস্টুরেন্ট রয়েছে। তবে তাৎক্ষণিকভাবে আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি বলেও জানান ফায়ার সার্ভিসের এই কর্মকর্তা।

চার শিক্ষা বোর্ডে নতুন চেয়ারম্যান

স্টাফ রিপোর্টার : যশোর, কুমিল্লা, সিলেট ও দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডে নতুন চেয়ারম্যান নিয়োগ দিয়েছে সরকার। বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের এসব কর্মকর্তাকে প্রেষণে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আদেশে রাজধানীর সরকারি তিতুমীর কলেজের রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. আসমা বেগমকে যশোর শিক্ষা বোর্ড, মৌলভীবাজার সরকারি কলেজের উপাধ্যক্ষ (গণিতের অধ্যাপক) মো. আনোয়ার হোসেন চৌধুরীকে সিলেট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ (ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক) ?মুহা. তৌহিদুল ইসলামকে দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। আর সিলেট শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান (গণিতের অধ্যাপক) মো. শামসুল ইসলাম কুমিল্লা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন।

সুন্দরবন থেকে ২৫ কেজি হরিণের মাংস জব্দ

স্টাফ রিপোর্টার : বাগেরহাটের সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের জোংড়া এলাকা থেকে ২৫ কেজি হরিণের মাংস ও হরিণ শিকারের ফাঁদ জব্দ করেছে বনবিভাগ। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জোংড়া টহল ক্যাম্পের পেছনের বনের গহীনে অভিযান চালিয়ে এসব মাংস জব্দ করা হয়। তবে এসময় কাউকে আটক করতে পারেনি বনরক্ষীরা। গতকাল সোমবার দুপুরে সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের চাঁদপাই রেঞ্জ কর্মকর্তা দীপন চন্দ্র দাস বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত রোববার সন্ধ্যার আগ মুহূর্তে জোংড়া টহল ক্যাম্পের পেছনের বনের ভেতরে অভিযান চালানো হয়। এ সময় অভিযানকারীদের উপস্থিতি টের পেয়ে চোরা শিকারিরা দ্রুত বনের গহীনে পালিয়ে যান। পরে ঘটনাস্থল তল্লাশি করে ২৫ কেজি হরিণের মাংস জব্দ করা হয়। জব্দকৃত মাংসের সঙ্গে হরিণের মাথা, পা এবং চামড়াও রয়েছে। এসময় হরিণ শিকারে ব্যবহৃত আধা কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ফাঁদ (সুতা বা দড়ি) জব্দ; করা হয়। তিনি আরও বলেন, এ ঘটনায় বন আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। চোরা শিকারিদের শনাক্তে ও আটক করতে অভিযান চালানো হচ্ছে।

দেশব্যাপী সিপিবির 'গণতন্ত্র অভিযাত্রা' কর্মসূচি

স্টাফ রিপোর্টার : জুলাই আগস্ট হত্যাকাণ্ডের বিচার, আহতদের চিকিৎসা, ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের দাবিতে আজ ২১ থেকে আগামী ২৭ জানুয়ারি দেশব্যাপী 'গণতন্ত্র অভিযাত্রা' কর্মসূচি পালন করবে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)। গতকাল সোমবার সিপিবি কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিবৃতিতে এ কথা জানানো হয়। এতে বলা হয়, জুলাই আগস্ট ২০২৪ হত্যাকাণ্ডের বিচার, আহতদের চিকিৎসা, ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, বর্ধিত ভ্যাট-ট্যাক্স প্রত্যাহার, জান-মালের নিরাপত্তা প্রদান, চাঁদাবাজি-দখলদারিত্ব-দুর্নীতি-হামলা বন্ধ, জাতীয় সংসদের সুনির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণাসহ শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের দাবি মেনে নিতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহ্বান জানাতে এবং গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ব্যবস্থা বদলের সংগ্রাম এগিয়ে নেওয়া ও নীতিনিষ্ঠ রাজনীতির পতাকা তলে দেশবাসীকে সমবেত হবার আহ্বান জানাতে ২১ থেকে আগামী ২৭ জানুয়ারি দেশব্যাপী 'গণতন্ত্র অভিযাত্রা' করবে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)। সিপিবির কেন্দ্রীয় নেতারা সারাদেশে এসব পদযাত্রা ও গণসংযোগ কর্মসূচিতে অংশ নেবেন। ঢাকায় কেন্দ্রীয় কর্মসূচি: গণতন্ত্র অভিযাত্রার প্রথম দিন অর্থাৎ ২১ জানুয়ারি (আজ মঙ্গলবার) বিকেল সাড়ে ৩টায় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে বাহাদুর শাহ পার্ক পর্যন্ত পদযাত্রা ও গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হবে। সিপিবি সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স, সহকারী সাধারণ সম্পাদক মিহির ঘোষসহ কেন্দ্রীয় নেতারা এ পদযাত্রায় অংশ নেবেন।

জুলাই হত্যা: পুলিশের সাবেক এসি ও দুই কনস্টেবল কারাগারে

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় ছাত্র জনতার উপত গুলি চালিয়ে হত্যার অভিযোগে দায়ের করা এক মামলায় পুলিশের সাবেক ৩ সদস্যকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে। গতকাল সোমবার দুপুরে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এ আদেশ দেন। ওই তিন আসামি হলেন, যাত্রাবাড়ী এলাকায় ইমাম হোসেন তাইমকে গুলি করে হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার পুলিশের সাবেক সহকারী কমিশনার তানজিল আহমেদসহ গাজীপুরের কোনাবাড়িতে কলেজ শিক্ষার্থী হৃদয়কে হত্যার মামলায় গ্রেপ্তার পুলিশ কনস্টেবল আকরাম হোসেন এবং উত্তরার একটি হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার পুলিশ কনস্টেবল হোসেন আলী। শুনানি শেষে এক ব্রিফে ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম বলেন, এই তিন জনের বিরুদ্ধেই আদালত গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন। এরমধ্যে দুজনের ব্যাপারে নতুন গ্রেপ্তারি পরোয়ান এবং একজনের ব্যাপারে আগেই পরোয়ানা ইস্যু হয়েছিল। তাদের সবাইকে গতকাল সোমবার আদালতে হাজির করা হলে গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়।

কুড়িগ্রামে বাসচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরীতে বাসচাপায় আব্দুস সাত্তার (৪০) নামের এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আব্দুস সাত্তার ভুরুঙ্গামারী উপজেলার তিলাই ইউনিয়নের পাগলাহাট চর এলাকায়। তিনি কুড়িগ্রাম জজ কোর্টের মুহুরি ছিলেন। স্থানীয়রা জানান, সকালে ঢাকা থেকে ভুরুঙ্গামারীগামী একটি বাস বিপরীত দিক থেকে আসা একটি মোটরসাইকেলকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই আরোহীর মৃত্যু হয়। নাগেশ্বরী থানার ওসি রেজাউল করিম রেজা বলেন, প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, ঘন কুয়াশার কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ ঘাতক বাসটি জব্দ করেছে। লাশ উদ্ধার করে হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। পরবর্তী আইনি কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

৫০ বছর পূর্তিতে চীনের কাছে ২৪ প্রস্তাব দিচ্ছে বাংলাদেশ

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ ও চীনের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তিতে উভয় পক্ষ বিভিন্ন কর্মসূচি নিতে আগ্রহী। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে চীনকে ২৪ টি প্রস্তাব দেয়া হচ্ছে। উভয় পক্ষের সম্মতিতে এসব প্রস্তাব গৃহীত হতে পারে। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা এম তৌহিদ হোসেন বেইজিং সফরকালে আজ মঙ্গলবার চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রী ওয়াং ইয়ের সঙ্গে তিনি বৈঠক করবেন। বৈঠকে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে চীনকে ২৪ টি প্রস্তাব দেয়া হচ্ছে। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে শীর্ষ পর্যায়ের সফর বিনিময়, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রদর্শনী, ক্রীড়া অনুষ্ঠান ইত্যাদি আয়োজনের প্রস্তাব দেয়া হচ্ছে। অপরদিকে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে আগামী মার্চ মাসে সফরের প্রস্তাব দিয়েছে চীন। আগামী ২৭-২৮ মার্চ বেইজিংয়ে বাও ফোরাম ফর এশিয়া সম্মেলনে যোগ দেয়ার জন্য ইতোমধ্যেই চীন আমন্ত্রণ জানিয়েছে। পররাষ্ট্র উপদেষ্টার সফরকালে বিষয়টি চূড়ান্ত হতে পারে। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে চীনের কাছে যে ২৪ প্রস্তাব দেয়া হচ্ছে, সেগুলো হলো:

১. উচ্চ পর্যায়ের সফর বিনিময়। পররাষ্ট্রমন্ত্রী, উপদেষ্টা ও অন্যান্য মন্ত্রী পর্যায়ের সফর বিনিময়।
২. বাংলাদেশের তরুণ নেতাদের চীনে, চীনা তরুণ নেতাদের বাংলাদেশে সফর।
৩. বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী/নাগরিক সমাজের সদস্যদের চীন সফর বিনিময়।
৪. বাংলাদেশ ও চীনের মিডিয়া/থিঙ্কট্যাঙ্ক সদস্যদের সফর বিনিময়।
৫. বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে ক্রীড়া দলের সফর বিনিময় ।
৬. বাংলাদেশ ও চীনা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি।
৭. চীনা হাসপাতালে বাংলাদেশি রোগীদের চিকিৎসা সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক সই।
৮. পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে একে অপরের রাজধানীতে সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা।
৯. বাংলাদেশ এবং চীনা শহরগুলোর মধ্যে সিস্টার সিটি চুক্তি।
১০. বেইজিং, সাংহাই, কুনমিংয়ে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক প্রদর্শনী। বাংলাদেশ থেকে চীনে সাংস্কৃতিক দলের সফর।
১১. চীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অনুষ্ঠানের আয়োজন।
১২. আগামী ৪ অক্টোবর ঢাকা এবং বেইজিং উভয় স্থানে একযোগে স্মারক ডাকটিকিট এবং খামের যৌথ প্রকাশ।
১৩. বাংলাদেশ-চীন কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০তম বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ঢাকায় সিম্পোজিয়াম আয়োজন।
১৪. চীনের জাতীয় নারী ক্রিকেট দলের সাথে প্রীতি ম্যাচ অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে জাতীয় নারী ক্রিকেট দলকে চীনে পাঠানো।
১৫. বেইজিং, কুনমিং, সাংহাই, হংকংয়ে খাদ্য উৎসব আয়োজন।
১৬. দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ তম বার্ষিকীতে আগামী ৪ অক্টোবর চায়না ডেইলি বা অন্য কোনো চীনা সংবাদপত্রে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা।
১৭. চীনে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজন।
১৮. মেঘনা/পদ্মা নদীতে নৌকা বাইচ আয়োজন।
১৯. ঢাকায় চীনা দূতাবাসের সাথে যৌথভাবে ঘুড়ি উৎসব আয়োজন।
২০. বেইজিং/হংকংয়ে বাংলাদেশ সঙ্গীত উৎসব আয়োজন।
২১. বেইজিং এবং সাংহাইয়ে একক দেশের বাণিজ্য মেলা আয়োজন।
২২. কুনমিং/সাংহাইয়ে বাণিজ্য প্রদর্শনীর আয়োজন।
২৩. চীনা বিনিয়োগকারী/তরুণ চীনা ব্যবসায়ী নেতাদের বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানানো।
২৪. চীনা বিনিয়োগ বাংলাদেশে আনতে সাংহাইয়ে বাংলাদেশ বিনিয়োগ সেমিনার আয়োজন।

ফেব্রুয়ারিতে কক্সবাজার-চট্টগ্রাম রুটে চলবে দুই জোড়া ট্রেন

স্টাফ রিপোর্টার : কক্সবাজার-চট্টগ্রাম রেলপথে ১ ফেব্রুয়ারি থেকে সৈকত ও প্রবাল এক্সপ্রেস নামে দুই জোড়া নতুন ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ রেলওয়ে। এ সিদ্ধান্তে খুশি কক্সবাজারের স্থানীয় বাসিন্দা এবং পর্যটকরা।

সম্পাদকীয়

তীব্র গ্যাস সংকট
প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিন

দেশে বেশ কিছুদিন ধরে গ্যাসের তীব্র সংকট বিরাজ করছে। চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম হওয়াই গ্যাস সংকটের কারণ। গত প্রায় এক সপ্তাহ ধরে এ সংকট ভয়াবহ আকার ধারণ করায় বাসাবাড়িতে যেমন চুলা জ্বলছে না, তেমনি ঘুরছে না শিল্পকারখানার চাকাও। সিএনজি ফিলিং স্টেশনেও গ্যাসের চাপ নেই। গ্যাস নিতে গাড়ির দীর্ঘ লাইন রাজধানীজুড়ে যানজট সৃষ্টি করছে। এদিকে ক্রেতা ধরে রাখতে ভর্তুকি দিয়ে বিকল্প ব্যবস্থায় কারখানা চালু রাখছেন শিল্প মালিকরা। তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, মাতারবাড়ীর মহেশখালীতে একটি ভাসমান রিগ্যাসিফিকেশন ইউনিট (এফএসআরইউ) গত এক সপ্তাহ ধরে বন্ধ থাকায় এই সংকট বেড়েছে। এ কারণে ১ জানুয়ারি থেকে ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস কম পাওয়া যাচ্ছে। সব মিলিয়ে ১০০০ থেকে ১২০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের ঘাটতি রয়েছে। বস্তুত, শীতের সময়ে গ্যাসের চাহিদা যেমন বেড়ে যায়, গ্যাসের চাপও কিছুটা কমতে দেখা যায়। তবে গ্যাস সংকটের কারণ হয় তখনই, যখন চাহিদার বিপরীতে জোগান কম থাকে। পেট্রোবাংলার তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে দেশে দৈনিক গ্যাসের চাহিদা ৩৮০০ মিলিয়ন ঘনফুটের বিপরীতে সরবরাহ রয়েছে ২৫৫০ মিলিয়ন ঘনফুট। পেট্রোবাংলাসহ জ্বালানি বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, গ্যাস সংকটের কারণে ২০২০ সালের এপ্রিলের পর এবারই দেশে এর সরবরাহ সর্বনিম্ন। এই সরবরাহ ২০২১ সালের শেষ ছয় মাসের গড় সরবরাহ থেকেও কম। ফলাফল, বর্তমানে বাসাবাড়িতে দিনে মাত্র ২-৩ ঘণ্টা গ্যাস থাকছে। সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশনগুলোতেও গ্যাসের অপেক্ষায় তৈরি হচ্ছে দীর্ঘ লাইন। অন্যদিকে, শিল্প-কারখানাগুলোয় সীমিত পরিসরে কার্যক্রম চলছে। পুরোদমে চালানোর মতো চাপ নেই গ্যাসের সরবরাহ লাইনে। গ্যাস সংকটে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেশের গার্মেন্টের মতো রপ্তানিপণ্য তৈরির প্রতিষ্ঠানগুলো। পর্যাপ্ত জ্বালানি সরবরাহ না হওয়ায় তারা বিদেশি ক্রেতাদের কাছে সময়মতো অর্ডার সাপ্লাই করতে পারছে না। ফলে প্রতিষ্ঠানের সুনাম ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, অর্ডার কমে যাচ্ছে। গ্রাহকদের ভোগান্তি হ্রাসে এবং শিল্প রক্ষার স্বার্থে গ্যাস সংকট কাটাতে দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর জোর দেওয়া উচিত বলে মনে করি আমরা। পাশাপাশি এলএনজি আমদানির পরিমাণও প্রয়োজনমাফিক বাড়াতে হবে। আমরা আশা করি, সরকার দ্রুত গ্যাস সংকট নিরসনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।

জ্বালানি বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, গ্যাস সংকটের কারণে ২০২০ সালের এপ্রিলের পর এবারই দেশে এর সরবরাহ সর্বনিম্ন। এই সরবরাহ ২০২১ সালের শেষ ছয় মাসের গড় সরবরাহ থেকেও কম। ফলাফল, বর্তমানে বাসাবাড়িতে দিনে মাত্র ২-৩ ঘণ্টা গ্যাস থাকছে। সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশনগুলোতেও গ্যাসের অপেক্ষায় তৈরি হচ্ছে দীর্ঘ লাইন

স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার দ্রুত সংস্কার করা হোক

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা বর্তমানে সংকটের এমন এক খাদের কিনারায় পৌঁছে গেছে, যেখান থেকে অবিলম্বে ঘুরে দাঁড়ানো অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। স্বাস্থ্য-ব্যবস্থায় বিদ্যমান অসংখ্য এবং বহুমুখী চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে অন্যতম পদ্ধতিগত অদক্ষতা ও অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা পরিকাঠামো ছাড়াও রয়েছে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে বাধা ও বৈষম্য, বিশেষ করে গ্রামীণ এবং সুবিধাবঞ্চিত অঞ্চলগুলোতে। এ সমস্যাগুলোর কারণে স্বাস্থ্য খাতে টেকসই অর্থায়নের মডেলগুলো বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, যা জনসাধারণের ওপর আর্থিক বোঝা চাপিয়ে দিয়ে তাদের দুর্ভাগ্যজনক স্বাস্থ্য ব্যয়ের দিকে চালিত করে যার ফলে অনেক পরিবার ক্রমেই দরিদ্র থেকে দরিদ্রতম অবস্থার দিকে ধাবিত হয়। জনবহুল বাংলাদেশে জনসংখ্যার তুলনায় সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালের সুবিধা অপ্রতুল। অগণিত রোগীর বেসামাল অবস্থায় সরকারি হাসপাতালগুলো বিপর্যস্ত। প্রয়োজনীয় ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য লোকবল, ওষুধপত্র, চিকিৎসা সরঞ্জাম ইত্যাদির সংকটে পর্যাপ্ত সেবাপ্রদান প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। সক্ষমতার তুলনায় তিন-চারগুণ বেশি রোগীকে সেবাদান সর্বত্রই কঠিন রূপ পরিগ্রহ করেছে। এই সুযোগে অধিকাংশ বেসরকারি হাসপাতাল রমরমা ব্যবসা করে যাচ্ছে। সেবাগ্রহীতার জন্য এসব হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যয় অসহনীয় পর্যায়ে ঠেকেছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিষেবায় অভিজ্ঞ-প্রশিক্ষিত কতিপয় চিকিৎসকের আকাশছোঁয়া ফি পরিশোধে জনগণের নাভিশ্বাস উঠছে। অবৈধ-অসাধু উপায়ে অর্থ উপার্জনকারী ছাড়া মধ্য-নিম্নবিত্ত নাগরিকদের পক্ষেও চিকিৎসা ব্যয় মেটানো দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, স্বাস্থ্য খাত দেশের সর্বাধিক দুর্দশাগ্রস্ত খাতগুলোর একটি। কম বাজেট বরাদ্দ, প্রশাসনিক সুশাসনের অভাব, অনিয়ম-দুর্নীতি, চিকিৎসকদের মূল্যবোধের অভাব, অত্যধিক বাণিজ্য প্রবণতা ইত্যাদি দেশের স্বাস্থ্য খাতকে দুর্দশাগ্রস্ত করে তুলেছে। পতিত সরকারের আমলে বিভিন্ন সময় স্বাস্থ্য খাতের নানা বিষয় সংস্কারে অর্ধশতাধিক সুপারিশমালা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে জমা দেওয়া হয়। কিন্তু এসব সুপারিশের মধ্যে যেগুলো শুধু ক্ষমতাসীনদের স্বার্থরক্ষা করেছে, সেগুলোই বাস্তবায়িত হয়েছে। এ খাতে সমস্যার মূলে রয়েছে সরকারি-বেসরকারি খাতে যত্রতত্র মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় দুভাগে বিভক্ত থাকা, স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাপনা থেকে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি ব্যবস্থাপনা আলাদা করা, বেসরকারি খাতে ব্যাঙের ছাতার মতো ক্লিনিক-ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেওয়া, ব্যবস্থাপনার ত্রুটি, স্বাস্থ্যসেবার গুণগত মান নিয়ন্ত্রণে মাঠ প্রশাসনকে শক্তিশালী না করা, ওষুধের গুণগতমান রক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না নেওয়াসহ নানা অব্যবস্থা ও ভুল নীতি। বর্তমান সরকারের অধীনে রাষ্ট্র মেরামতের সব অঙ্গের মধ্যে স্বাস্থ্য খাতকে অধিকতর প্রাধান্য দেওয়া আবশ্যক। পর্যাপ্ত সময় নিয়ে গভীর-পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে চলমান সংকটগুলো চিহ্নিত করা অপরিহার্য।

বনে কেন করাতকল

আইন অনুযায়ী বনের সীমানার ১০ কিলোমিটারের মধ্যে কোনো করাতকল স্থাপন করা যাবে না। বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার সংরক্ষিত বনাঞ্চলে মানা হয়নি এই আইন। বন বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় ২৫টি করাতকল রয়েছে এর মধ্যে ১৭টির কোনো অনুমোদন নেই। অভিযোগ আছে, অনৈতিক সুবিধা নিয়ে করাতকলগুলো চালাতে দিচ্ছেন সংশ্লিষ্টদের। শুধু দেশের এই একটি স্থানেই নয়, এরকম অবৈধ করাতকল রয়েছে দেশের আরও অনেক বনাঞ্চলে। সংরক্ষিত বনের আশপাশেই এগুলো গড়ে ওঠে এবং চলে বহাল তবিয়তে। দিব্যি বন থেকে গাছ কাটা হয়, প্রশাসনের নাকের ডগায় বসে সেসব গাছ করাতকলে চেরাই করা হয়। বাধা দেয়ার কেউ নেই। এক-দুদিন নয়, বছরের পর বছর ধরে চলছে এ অনিয়ম। করাতকল বিধিমালা-২০১২ তে বলা আছে, কোনো সরকারি অফিস-আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বিনোদন পার্ক, উদ্যান ও জনস্বাস্থ্য বা পরিবেশের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করে এমন স্থান থেকে কমপক্ষে ২০০ মিটার এবং সরকারি বনভূমির সীমানা থেকে কমপক্ষে ১০ কিলোমিটারের মধ্যে করাতকল স্থাপন করা যাবে না। বন আইন অনুযায়ী, যে কোন গাছ এমনকি ব্যক্তি মালিকানায় লাগানো বড় গাছ কাটতেও বন বিভাগের অনুমতি নিতে হয় এবং কোনো করাতকল মালিক অনুমোদন না নিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবেন না এবং করাতকল স্থাপনের জন্য বন বিভাগের অনুমোদন পাওয়ার পর আবার পরিবেশ অধিদপ্তর থেকেও ছাড়পত্র নিতে হয়। প্রশ্ন হচ্ছে–প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে বনের আশপাশে ডজন ডজন করাতকল গড়ে ওঠে কিভাবে। বন রক্ষায় আইন আছে কিন্তু আইনের প্রয়োগ নেই। অবৈধ করাতকল উচ্ছেদে মাঝে মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনকে অভিযান চালাতে দেখা যায়। তবে এর টেকসই সমাধান মিলছে না। আমরা বলতে চাই, সংরক্ষিত বনে করাতকল গড়ে তোলার যে অভিযোগ পাওয়া গেছে তা আমলে নিতে হবে।

দেশের অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদের অবদান

ড. মো: মিজানুর রহমান

কৃষির অনেক খাত থাকলেও অন্যতম খাত হলো শস্য, সবজি, ফল, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ এবং বনায়ন। আমার আজকের লেখা কৃষি সেক্টরের প্রাণিসম্পদ খাতের ব্যবস্থাপনা, তার চ্যালেঞ্জ এবং অর্থনীতিতে তার অবদান নিয়ে। প্রাণিসম্পদের কাজ প্রাথমিকভাবে একটি পারিবারিক উদ্যোগ ছিল এবং এখনো তা বেশির ভাগ দেশেই রয়েছে। তবে উন্নত অঞ্চলে আরো বড় আকারের দক্ষ অপারেশনগুলো ছোট পারিবারিক খামারের গণ্ডি ছাড়িয়ে বাণিজ্যিক ফার্মিংয়ের দিকে এগিয়েছে। বিশ্বে পশুসম্পদকাজের বিশাল পরিসর রয়েছে। কিছু দেশ উচ্চ প্রযুক্তি এবং উন্নত পদ্ধতি ব্যবহার করে, পশুসম্পদ তাদের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি উৎপাদন করে। অন্যরা, যারা কম উন্নত এবং দরিদ্র তারা তাদের দেশের জনসংখ্যার প্রয়োজন অনুযায়ী পর্যাপ্ত উৎপাদন করে না। ফলে উন্নত প্রাণিসম্পদ উৎপাদনের দেশগুলো প্রায়ই কম উন্নত অঞ্চলের উৎপাদনশীলতা উন্নত করতে সহায়তা করে।

প্রাণিসম্পদ খাতের সফলতা : মানুষের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে প্রাণিজ খাদ্যের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। প্রাণিসম্পদ যেমন মুরগি, গরু ও ছাগল পালনেও বাংলাদেশে বিপ্লব হয়েছে। কয়েক বছর ধরে প্রাণিজ আমিষ যেমন দুধ, গোশত ও ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের মোট জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান মাত্র ১ দশমিক ৪৪ শতাংশ। বর্তমানে দেশের প্রক্রিয়াজাত শিল্পে পোলট্রি ও দুধজাতীয় খাদ্য রফতানি করা হয়। বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় ২০ শতাংশ গবাদি প্রাণী, হাঁস-মুরগি পালন ও প্রজনন কর্মসূচির আওতায় জীবিকা নির্বাহ করে। জমিচাষ, ভারবহন এবং গোবরের সার ও জ্বালানি সরবরাহ প্রাণিসম্পদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান। প্রাণিসম্পদ চামড়া ও সারের জোগান দেয় যা রফতানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব। বাংলাদেশের ৮৩ দশমিক ৯ শতাংশ পরিবার গৃহপালিত প্রাণী পালন করছে। প্রতিটি পরিবারে গড়ে ১.৫ গরু-মহিষ, ০.৯টি ছাগল-ভেড়া ও ৬.৮ হাঁস-মুরগি রয়েছে। বর্তমানে দেশে প্রতি একর আবাদযোগ্য জমিতে প্রাণী-পাখির ঘনত্ব ৭.৩৭ যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। পৃথিবীর অনেক দেশের তুলনায় হেক্টর-প্রতি প্রাণী-পাখির ঘনত্ব বাংলাদেশে বেশি। বাংলাদেশে পোলট্রি খাতে গত এক দশকে প্রায় ১৮ শতাংশ করে প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। এ ক্ষেত্রে আরো উন্নয়ন সম্ভব। এই প্রবৃদ্ধির মূল কারণ হচ্ছে দেশে মুরগির গোশত ও ডিমের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাণিসম্পদ খাতের দুগ্ধশিল্পও দেশের টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। দুধে রয়েছে উন্নতমানের আমিষ, রয়েছে ৪০ শতাংশ অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড ও অপরিহার্য ফ্যাটি এসিড যা শরীরকে শক্তি জোগায়। অস্থি গঠনে ভিটামিন ডি ও ক্যালসিয়ামের অবদান অনস্বীকার্য। বাংলাদেশে প্রতি বছর ১৫৪ লাখ মেট্রিক টন দুধের চাহিদা রয়েছে। বর্তমানে দুধের ঘাটতি বছরে ২৩ লাখ মেট্রিক টনের কিছু বেশি। দেশে প্রথম সারির ১৪টি দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাত কোম্পানি প্রতিদিন সাত-আট লাখ টন তরল দুধ প্রক্রিয়াজাত করে পাস্তুরিত দুধ, মিল্ক পাউডার, মিষ্টি, দই, ঘি, পনির, চিজ ও বাটার ইত্যাদি উৎপাদন করছে। এ ছাড়াও লাখ লাখ মানুষ এসব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। দেশে গবাদিপশু ও পোলট্রি সম্পদের একমাত্র জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই); এ প্রতিষ্ঠানটি দেশের প্রাণিসম্পদ উন্নয়নসম্পর্কিত প্রযুক্তি উদ্ভাবনে কাজ করে যাচ্ছে। এর মধ্যে অন্যতম আবিষ্কার গরু মোটাতাজাকরণ, উন্নত গরুর জাত উদ্ভাবন, ঘাস সংরক্ষণের প্রযুক্তি, উচ্চফলনশীল ঘাসের জাত উদ্ভাবন, বিভিন্ন ভ্যাকসিন আবিষ্কার, দেশী মুরগির জাতের উন্নয়ন, মাল্টি কালার মিট টাইপ চিকেন ইত্যাদি কৃষকপর্যায়ে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এ ছাড়াও গোশত, দুধ এবং ডিম উৎপাদনেও প্রতিষ্ঠানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কৃত্রিম প্রজনন কৌশলে জেনেটিক্যালি উচ্চতর ষাঁড়ের শুক্রাণু হাজার হাজার গাভীর গর্ভধারণের জন্য ব্যবহার করা হয়। আশির দশকের মাঝামাঝি ইউনিসেফের আর্থিক সহায়তায় অনেক বাড়িতে হাঁস-মুরগি পালন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সরকার ও হাঁস-মুরগি ব্যবসায়ীদের গৃহীত সম্প্রসারণ উদ্যোগের ফলে দেশে এই জাতীয় খামার ক্রমাগত বাড়ছে। প্রাণী-পাখির গবেষণা ও সম্প্রসারণ খাতে প্রতি এক টাকা বিনিয়োগ করা হলে বছরে গড়ে আয় হবে পণ্যভেদে এক টাকা ৪২ পয়সা থেকে তিন টাকা ১৫ পয়সা। দুধ, গোশত ও ডিমের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ এবং গ্রামের দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ সরকার প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে অগ্রাধিকার দিয়েছে। এই কর্মকাণ্ডের প্রায়োগিক দিকগুলো কার্যকর করার জন্য বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও দেশের অন্যান্য প্রাণিবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের মতো নানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় দক্ষ কর্মীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।

দেশের গোশত ও দুধের চাহিদা পূরণের জন্য বিদেশী গরুর ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হলে চলবে না। আমাদের দেশীয় গরুর জাত যেমন চিটাগাং ক্যাটেল, মুন্সীগঞ্জ ক্যাটেল, পাবনা, এনজিবি ও হিলব্ল্যাক নেত্রকোনা, এই জাতগুলোর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে কাজ করতে হবে। বাংলাদেশে রেড মিটের উৎস হলো গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া যা দেশের মোট গোশতের চাহিদার ৫২ শতাংশ। ঈদুল আজহা এবং ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে রেড মিটের চাহিদা এ ক্ষেত্রে বড় অবদান রাখে। মানুষের খাদ্য বৃদ্ধির সাথে সাথে শস্যের প্রয়োজনীয়তা গবাদিপশু এবং অন্যান্য গবাদিপশুর খাদ্যের নতুন উৎস উদ্ভব হতে পারে। বিগত এক দশকে বাংলাদেশে রেড মিট উৎপাদনে নীরব বিপ্লব ঘটেছে। ভারতে সরকার জীবিত গরু রফতানি না করার সিদ্ধান্ত নিলে কোরবানির সময় আমাদের দেশে ভারতীয় গরু আসা বন্ধ হয়ে যায়। ব্যাপক চাহিদা থাকায় সারা দেশে ব্যাপক হারে গরু পালন শুরু হয়। ফলে আমরা উৎপাদনে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণতার কাছাকাছি চলে এসেছি। পোলট্রি খাতে সরাসরি ও পরোক্ষভাবে বর্তমানে প্রায় ৬৬ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হচ্ছে। ২০৩০ সাল নাগাদ এই সংখ্যা এক কোটি ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই বিরাট কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাময় একটি খাতকে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিতে হলে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা, সহজলভ্যতা, নির্ভরযোগ্যতা ও টেকসই উন্নয়ন প্রয়োজন। সব খামারকে নিবন্ধনের আওতায় এনে সেগুলোকে সঠিক নীতিমালায় মেনে পোলট্রি উৎপাদন করতে সহায়তা করতে হবে। প্রাণিদেহ থেকে যেসব রোগ মানবদেহে সংক্রমিত হয়, সেগুলো যদি আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে চাই, তাহলে এই খাতের সাথে সংশ্লিষ্টদের সচেতন হলেই হবে না; বরং ভোক্তাদেরকেও সচেতন করতে হবে। সারা বিশ্বের মানুষেরই অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স হয়ে ওঠার ঝুঁকি রয়েছে। এর জন্য মানুষের খাদ্যাভ্যাস অনেকাংশে দায়ী। কোনো প্রাণী যদি নির্দিষ্ট কোনো অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ প্রতিরোধী হয়ে থাকে, তাহলে সেই প্রাণীর প্রোটিন খেয়ে মানুষেরও একই সমস্যায় আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। নতুন নতুন যে জাত উদ্ভাবন হচ্ছে, তা খামারিপর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার কোনো বিকল্প নেই। প্রাণিসম্পদ খাতে টেকসই উন্নয়নের জন্য সরকারি কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি বেসরকারি বিনিয়োগকেও উৎসাহিত করতে হবে। এর জন্য প্রাণিসম্পদ গবেষণায় বাজেট বরাদ্দ বাড়ানো ছাড়া এই খাতে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। দেশের মানুষ এবং অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদের অবদান অপরিসীম। এই অবদান ধরে রেখে চাহিদামাফিক আরো বৃদ্ধির জন্য প্রাণীর জাত উন্নয়নে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম জোরদারকরণ ও দেশী উন্নত জাতগুলো সংরক্ষণ করা প্রয়োজন

বর্ধিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার দুধের গাভী পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের বিভিন্ন সহায়তা দিয়ে থাকে। টিকা ও কৃত্রিম গর্ভধারণেও সরকার যথেষ্ট সহযোগিতা করে। **প্রাণিসম্পদ খাতের চ্যালেঞ্জ :** বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্যমুক্ত জাতি গঠন, সবার জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও আমিষের চাহিদা নিশ্চিতকরণের মতো লক্ষ্যগুলোর সাথে প্রাণিসম্পদ সরাসরি সম্পৃক্ত। তবে প্রাণিজ খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও বণ্টন-প্রক্রিয়া অন্যান্য খাতের চেয়ে ভিন্ন ও জটিল। এ প্রক্রিয়া সমন্বিতভাবে গড়ে তুলতে না পারলে জনস্বাস্থ্যের ঝুঁকি অনেক বেড়ে যাবে। নতুন রোগ উদ্ভব হবে, মারাত্মক রোগ ও ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দেবে। দেশ গোশত ও দুধের চাহিদা পূরণের জন্য বিদেশী গরুর জাতের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। গো-খাদ্যের দাম অত্যন্ত চড়া হওয়ার ফলে দুধ উৎপাদনে মোট ব্যয়ের ৭০ শতাংশ পর্যন্ত চলে যায়। দেশের গাভীগুলোর দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা গড়ে পাঁচ-ছয় লিটার যা উন্নত দেশগুলোর তুলনায় অনেক কম। প্রান্তিক পর্যায়ে দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ সুবিধার অভাব রয়েছে, ফলে গ্রামের দুধ উৎপাদনকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হন। বাংলাদেশে জলবায়ু নিয়ন্ত্রণের ওপর গবেষণা এবং একাধিক জন্মের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে গরুর গোশতের উৎপাদন উন্নত হচ্ছে। খামারের পশুদের সামগ্রিক স্বাস্থ্য সরকার, শিল্প এবং ভোক্তাদের উদ্বেগের বিষয় হয়ে উঠেছে। চ্যালেঞ্জ উত্তরণে করণীয় এসব চ্যালেঞ্জ উত্তরণে সুপরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন। আশার কথা, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান এ লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। পোলট্রি খাতে নতুন বিনিয়োগকারী আকৃষ্ট করতে এ খাতের ব্যবসায়ীদের কথা ভেবে এই খাতকে শুল্কমুক্ত করে আগের স্থানে নিয়ে যাওয়া উচিত। সারা দেশের পোলট্রি খামারগুলো নিয়ে একটি জেলাভিত্তিক ডেটাবেস তৈরি করা দরকার। কোনো খামারে কী পরিমাণ মুরগি রয়েছে সে বিষয়ে সঠিক তথ্য না থাকলে এত বিশাল খাতের সমস্যা মোকাবেলা ভবিষ্যতে কঠিন হয়ে পড়বে। পোলট্রি খাতের দ্রুত ও টেকসই উন্নয়নের জন্য একটি পোলট্রি বোর্ড গঠন করা অত্যন্ত জরুরি। হাঁস-মুরগির নতুন জাত উদ্ভাবন করতে হবে যে মুরগি অনেক বেশি ডিম দেয় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি। গবাদিপশুর বিভিন্ন মারাত্মক রোগের জন্য বিদেশী প্রতিষেধকের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনতে সরকারি-বেসরকারি ও ব্যক্তিগত খাতসহ বাংলাদেশে নানা সংস্থার প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। বিশ্বব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমে শরিক হতে পারে। ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের জন্য যে ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা আমাদের সামনে রয়েছে, এর ৯টির সাথে প্রাণিসম্পদ সরাসরি বা পরোক্ষভাবে জড়িত। ক্ষুধা দূরীকরণ, দারিদ্র্যমুক্ত জাতি গঠন, সবার জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি নিশ্চিতকরণের মতো লক্ষ্যগুলোর সাথে প্রাণিসম্পদ সরাসরি সম্পৃক্ত। দেশের সার্বিক উন্নয়নে এবং টেকসই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ খাতের গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তোলার জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদফতরকে কাজ করতে হবে। দেশের গোশত ও দুধের চাহিদা পূরণের জন্য বিদেশী গরুর ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হলে চলবে না। আমাদের দেশীয় গরুর জাত যেমন চিটাগাং ক্যাটেল, মুন্সীগঞ্জ ক্যাটেল, পাবনা, এনজিবি ও হিলব্ল্যাক নেত্রকোনা, এই জাতগুলোর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে কাজ করতে হবে। বাংলাদেশে রেড মিটের উৎস হলো গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া যা দেশের মোট গোশতের চাহিদার ৫২ শতাংশ। ঈদুল আজহা এবং ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে রেড মিটের চাহিদা এ ক্ষেত্রে বড় অবদান রাখে। মানুষের খাদ্য বৃদ্ধির সাথে সাথে শস্যের প্রয়োজনীয়তা গবাদিপশু এবং অন্যান্য গবাদিপশুর খাদ্যের নতুন উৎস উদ্ভব হতে পারে। বিগত এক দশকে বাংলাদেশে রেড মিট উৎপাদনে নীরব বিপ্লব ঘটেছে। ভারতে সরকার জীবিত গরু রফতানি না করার সিদ্ধান্ত নিলে কোরবানির সময় আমাদের দেশে ভারতীয় গরু আসা বন্ধ হয়ে যায়। ব্যাপক চাহিদা থাকায় সারা দেশে ব্যাপক হারে গরু পালন শুরু হয়। ফলে আমরা উৎপাদনে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণতার কাছাকাছি চলে এসেছি। পোলট্রি খাতে সরাসরি ও পরোক্ষভাবে বর্তমানে প্রায় ৬৬ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হচ্ছে। ২০৩০ সাল নাগাদ এই সংখ্যা এক কোটি ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই বিরাট কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাময় একটি খাতকে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিতে হলে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা, সহজলভ্যতা, নির্ভরযোগ্যতা ও টেকসই উন্নয়ন প্রয়োজন। সব খামারকে নিবন্ধনের আওতায় এনে সেগুলোকে সঠিক নীতিমালায় মেনে পোলট্রি উৎপাদন করতে সহায়তা করতে হবে। প্রাণিদেহ থেকে যেসব রোগ মানবদেহে সংক্রমিত হয়, সেগুলো যদি আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে চাই, তাহলে এই খাতের সাথে সংশ্লিষ্টদের সচেতন হলেই হবে না; বরং ভোক্তাদেরকেও সচেতন করতে হবে। সারা বিশ্বের মানুষেরই অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স হয়ে ওঠার ঝুঁকি রয়েছে। এর জন্য মানুষের খাদ্যাভ্যাস অনেকাংশে দায়ী। কোনো প্রাণী যদি নির্দিষ্ট কোনো অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ প্রতিরোধী হয়ে থাকে, তাহলে সেই প্রাণীর প্রোটিন খেয়ে মানুষেরও একই সমস্যায় আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। নতুন নতুন যে জাত উদ্ভাবন হচ্ছে, তা খামারিপর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার কোনো বিকল্প নেই। প্রাণিসম্পদ খাতে টেকসই উন্নয়নের জন্য সরকারি কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি বেসরকারি বিনিয়োগকেও উৎসাহিত করতে হবে। এর জন্য প্রাণিসম্পদ গবেষণায় বাজেট বরাদ্দ বাড়ানো ছাড়া এই খাতে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। দেশের মানুষ এবং অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদের অবদান অপরিসীম। এই অবদান ধরে রেখে চাহিদামাফিক আরো বৃদ্ধির জন্য প্রাণীর জাত উন্নয়নে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম জোরদারকরণ ও দেশী উন্নত জাতগুলো সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। উন্নত ঘাস চাষ সম্প্রসারণ ও প্রাণিখাদ্য প্রস্তুতকারী কারখানা স্থাপনে উৎসাহ প্রদান; টিকা উৎপাদন, প্রদান ও চিকিৎসাব্যবস্থা সম্প্রসারণ দরকার। প্রাণিজাত সামগ্রীর চাহিদা ও সরবরাহ ঘাটতি এখনো অনেক বেশি এবং যেহেতু জনপ্রতি আয় ক্রমেই বাড়ছে, সেহেতু এই খাত আরো অনেক দিন লাভজনক থাকবে; সুতরাং বাণিজ্যিক উৎপাদন আরো বৃদ্ধি করা লাভজনক হবে। পশুর রোগগুলো সরকার ও বিজ্ঞানীদের প্রকৃত উদ্বেগ, কারণ তাদের ঘটনা মানবস্বাস্থ্য এবং বিশ্ব-অর্থনীতিতে মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে। বিশ্বজুড়ে গবেষকরা বর্তমানে আরো ভালো ডায়াগনস্টিক পদ্ধতি ও ভ্যাকসিন বিকাশের চেষ্টা করছে যেন গবাদিপশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়। পাশাপাশি চর্বিহীন গরুর গোশত এবং আরো পুষ্টিকর ডিম ও মাছ উৎপাদনের চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

লেখক : ড. মো: মিজানুর রহমান; অর্থনীতিবিদ, গবেষক ও কলামিস্ট

আপনি কেমন স্বাস্থ্যব্যবস্থা চান?

ড. আনোয়ার খসরু পারভেজ

আপনি কেমন স্বাস্থ্য চান? সবাই বলবে সুস্বাস্থ্যের কথা। কিন্তু প্রশ্নটায় যদি একটা শব্দ যোগ করি, আপনি কেমন স্বাস্থ্যব্যবস্থা চান? বোধ করি এই প্রশ্নের উত্তর সহজ না। আমরা এমন এক স্বাস্থ্যব্যবস্থা চাই, যা প্রত্যেক মানুষের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করে ও জীবনের যথাযথ মর্যাদা দেয়। আমরা এমন এক স্বাস্থ্যব্যবস্থা চাই, যেখানে মানুষের আর্থিক অবস্থা, সামাজিক পরিচয় বা তার ভৌগোলিক অবস্থান স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। আমরা এমন স্বাস্থ্যব্যবস্থা চাই, যা শুধু চিকিৎসার ওপরে নয় বরং সুস্থ থাকার ওপর গুরুত্ব দেয়। স্বাস্থ্য খাতকে আমরা প্রাধান্য দিই না, স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দিই না। এর প্রমাণ, স্বাস্থ্য খাতে আমাদের অপ্রতুল বরাদ্দ। জনপ্রতি মোট দেশজ উৎপাদনের দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের ১৫২তম দেশ। অথচ স্বাস্থ্যের জন্য জনপ্রতি খরচের দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বে ১৬৫তম। স্বাস্থ্যের জন্য এ খরচের বেশিরভাগ আবার জনগণকে জোগাড় করতে হয় নিজেদের পকেট থেকে। এই সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে ১৮২তম। যদি আসলেই আমরা স্বাস্থ্য খাতকে প্রাধান্য দিতাম, তাহলে স্বাস্থ্যের জন্য জনপ্রতি খরচের দিক থেকে বিশ্বে আমাদের অবস্থান আর যা-ই হোক জিডিপিতে অবস্থানের চেয়ে পেছনে থাকত না। আমাদের দেশের স্বাস্থ্যসেবার বর্তমান চিত্রটি খুবই হতাশাজনক। সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবার প্রকৃত ধারণাটি আমরা অনেকেই ঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারি না। সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক মানের তুলনায় এখনো যথাযথ দক্ষতার মিশ্রণের অভাব রয়েছে। মাঠ পর্যায়ে বিপুলসংখ্যক স্বাস্থ্যসেবা কর্মীর ব্যবস্থাপনা, দুর্গম এলাকায় পদায়ন ও উপস্থিতির সমস্যা এবং কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি রয়েছে স্বল্প ব্যয়ে চিকিৎসা সেবাদান, ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণের মতো বহুবিধ চ্যালেঞ্জ। সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষাড়সবার জন্য স্বাস্থ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সবার জন্য সমানভাবে স্বাস্থ্যসেবা বিনা মূল্যে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী এগিয়ে চলছে। বাংলাদেশও এই ধারায় এগিয়ে চলছে। এর সঙ্গে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, প্রতিবন্ধীরাও আছে, তাদেরও যুক্ত করার কথা হচ্ছে। চিকিৎসাসেবা সব মানুষের অধিকার হলেও এখন এটা পেতে মানুষকে ক্ষেত্রবিশেষে তদবির করতে হয়। সারা দেশের নিম্নবিত্ত মানুষ, খেটে খাওয়া মানুষ কিংবা যারা প্রতিদিনের জীবন-জীবিকা প্রতিদিন নির্বাহ করে, তাদের ক্ষেত্রে এই সেবাটা কিন্তু এক রকমের নয়। তাদের স্বাস্থ্যসেবার জায়গাটা নিয়ে যদি আমরা ভাবি, তাহলে সেখানে আমরা অনেক বিরূপ চিত্র দেখতে পাই। আমরা যদি আমাদের হাসপাতালগুলোর দিকে তাকাই, তাহলেও আমরা সেই দৃশ্য দেখতে পাই। এর বাইরে যে ক্লিনিকগুলো আছে, সেখানেও তো আমাদের নিম্নবিত্ত বা মধ্যবিত্ত আয়ের মানুষ পৌঁছতে পারে না। কমিউনিটি ক্লিনিক, পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরড়এ তিনটি একত্র করে একটি ছাতার নিচে নিয়ে আসতে হবে। স্বাস্থ্য খাতে জনবল-সংকট একটি বড় চ্যালেঞ্জ। আর সারা বিশ্বের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা তাদের সরকার বা রাষ্ট্রের কাছ থেকে যে ধরনের স্বাস্থ্যসেবা পেয়ে থাকে, তারা যে ধরনের নাগরিক সুবিধা পেয়ে থাকে বা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তাদের জন্য যা যা করা হয়, তার বেশিরভাগই আমরা আমাদের দেশের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য করতে পারি না বা তাদের সেই সেবাটা আমরা দিতে পারি না। কিন্তু আমরা যদি একটা উন্নত দেশের কথা ভাবি, দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবি, দেশকে বড় জায়গায় নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবিড়তাহলে কিন্তু সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে নিয়েই এগিয়ে যেতে হবে। দেশের স্বাস্থ্য খাতে একটা বড় বিভাজন রয়েছে। এ বিভাজন শহর ও গ্রামীণ অঞ্চলের। শহরেও অনেক ধরনের হাসপাতাল রয়েছে। গ্রামীণ পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক সেবা দিচ্ছে। তবে সব কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্যকর্মীদের সঠিক প্রশিক্ষণ নেই। প্রতিটা ইউনিয়ন পরিষদে একটা ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কেন্দ্র সুবিধা আছে। এগুলো ১০ থেকে ২০ শয্যাবিশিষ্ট করা হয়েছে। অনেক ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কেন্দ্রে জনবল সংকট রয়েছে। উপজেলা বা থানা পর্যায়ে ডাক্তারের অভাব, সাধারণ রোগের জন্য রক্তের পরীক্ষা, অন্যান্য ডায়াগনোসিস/টেস্ট হয় না। ফলে রোগীদের জেলা বা বড় শহরের হাসপাতালে আসতে হয়। জেলা হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা সরকারি হাসপাতালের তুলনায় প্রাইভেট চেম্বারে বেশি আগ্রহী, সব শ্রেণির মানুষের জন্য ন্যূনতম ওষুধও পাওয়া যায় না। ওষুধ বাইরে বেশি দামে কিনতে হয়। প্রত্যন্ত অঞ্চলের স্বাস্থ্যকর্মীদের উপস্থিতি ও তাদের গুণগত মান নিশ্চিত করতে দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে। সব পদক্ষেপ মিলিয়ে রোগীদের প্রতি সংবেদনশীল ও আধুনিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে। বাংলাদেশ ১৯৭৮ সালের আলমা-আটা (Declaration of Alma-Ata) ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরকারী দেশ। ২০৩০ সালভিত্তিক পরিকল্পনা বদলে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করতে হবে। বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো স্বাস্থ্য কমিশন হয়েছে। স্বাস্থ্য কমিশনের কাছে একটি মাস্টারপ্ল্যান প্রত্যাশা করছি। স্বাস্থ্য কমিশনের এ পরিকল্পনা ২০ থেকে ৩০ বছর মেয়াদি হতে হবে।

আমরা স্বাস্থ্যবিমাভিত্তিক পদ্ধতিতে এখনই যেতে পারছি না। এ ক্ষেত্রে আমাদের অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত বড় বাধা। দেশের ৮৭ শতাংশ মানুষ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত। এখান থেকে টাকা আদায় করা সম্ভব নয়। প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করতে হবে। কমিউনিটি ক্লিনিক, পরিবার পরিকল্পনা ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরড়এ তিনটি একত্র করে একটি ছাতার নিচে নিয়ে আসতে হবে। স্বাস্থ্য খাতে জনবল-সংকট একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ সংকট মোকাবিলায় টাস্ক শেয়ারিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবার

স্বাস্থ্য খাতে জনবল-সংকট একটি বড় চ্যালেঞ্জ। আর সারা বিশ্বের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা তাদের সরকার বা রাষ্ট্রের কাছ থেকে যে ধরনের স্বাস্থ্যসেবা পেয়ে থাকে, তারা যে ধরনের নাগরিক সুবিধা পেয়ে থাকে বা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তাদের জন্য যা যা করা হয়, তার বেশিরভাগই আমরা আমাদের দেশের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য করতে পারি না বা তাদের সেই সেবাটা আমরা দিতে পারি না। কিন্তু আমরা যদি একটা উন্নত দেশের কথা ভাবি, দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবি, দেশকে বড় জায়গায় নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবিড়তাহলে কিন্তু সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে নিয়েই এগিয়ে যেতে হবে। দেশের স্বাস্থ্য খাতে একটা বড় বিভাজন রয়েছে। এ বিভাজন শহর ও গ্রামীণ অঞ্চলের। শহরেও অনেক ধরনের হাসপাতাল রয়েছে। গ্রামীণ পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক সেবা দিচ্ছে। তবে সব কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্যকর্মীদের সঠিক প্রশিক্ষণ নেই। প্রতিটা ইউনিয়ন পরিষদে একটা ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কেন্দ্র সুবিধা আছে। এগুলো ১০ থেকে ২০ শয্যাবিশিষ্ট করা হয়েছে। অনেক ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কেন্দ্রে জনবল সংকট রয়েছে। উপজেলা বা থানা পর্যায়ে ডাক্তারের অভাব, সাধারণ রোগের জন্য রক্তের পরীক্ষা, অন্যান্য ডায়াগনোসিস/টেস্ট হয় না

মান নিশ্চিত করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেবার মান উন্নত করতে স্বাস্থ্যখাত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সেবা প্রদানের মানসিকতায় পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। রোগীদের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন ও সেবা প্রদানে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। সঠিক সময়ে সঠিক স্থানে চিকিৎসক, নার্স ও অন্য পেশাজীবীদের উপস্থিতি; প্রয়োজনীয় ওষুধ ও সরঞ্জামের প্রাপ্যতা এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

নতুন ভাবনার ক্ষেত্রে আমাদের সক্ষমতার বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। সক্ষমতার দুটো দিক আছে। একটি জনবল ও কারিগরি সক্ষমতা, অন্যটি অর্থনৈতিক সক্ষমতা। তবে এখানে কারিগরি সক্ষমতার বিষয়টি আগে আসবে। আমাদের স্বাস্থ্যসেবায় অনলাইনের মাধ্যমে ওয়ান-স্টপ সার্ভিস করা দরকার। আমাদের রোগীরা এত টাকা খরচ করে কেন বিদেশে যাচ্ছে, তা ভাবতে হবে। একই মানের সেবা নিতে দেশের বাইরে বেশি খরচ হলে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই দেশে সেবা নেবে। সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালগুলোর স্বীকৃতি ও তালিকাভুক্তি জরুরি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি বাস্তবায়নের জন্য এখন একটি উপযুক্ত সময়। রোগীদের স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার পর তাদের মতামত সংগ্রহের একটি শক্তিশালী ফিডব্যাক মেকানিজম তৈরি করতে হবে। এর মাধ্যমে একদিকে জনগণের মতামত সরাসরি নীতিনির্ধারকদের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হবে, অন্যদিকে সেবার মান নিয়ে অসন্তোষ থাকলে তা সমাধান করা যাবে। বাংলাদেশের মোট মৃত্যুর ৬৭ শতাংশ ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও ক্যানসারের মতো অসংক্রামক রোগে হয়ে থাকে। তা সত্ত্বে জাতীয় স্বাস্থ্য বরাদ্দের মাত্র ৪ দশমিক ২ শতাংশ অসংক্রামক রোগ ব্যবস্থাপনায় ব্যয় করা হয়। অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স [অহঃরসরপৎড়নরধষ জবংরংঃধহপব (অগজ)] একটি বৈশ্বিক স্বাস্থ্য সংকট। এর কারণে ২০১৯ সালে বাংলাদেশে ২৬ হাজার ২০০ মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে। অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্সের কারণে হওয়া এসব মৃত্যু কমাতে 'ওয়ান হেলথ অ্যাপ্রোচ' গ্রহণ করা জরুরি।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় আমাদের স্বাস্থ্যব্যবস্থার অবকাঠামো এবং চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে স্বাস্থ্যব্যবস্থার ওপর সম্ভাব্য প্রভাব বিবেচনায় রেখে যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ এবং বাজেট বরাদ্দ বাড়ানো জরুরি। জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে স্বাস্থ্যব্যবস্থা আধুনিক করতে 'ওয়ান হেলথ অ্যাপ্রোচ' গ্রহণ করা হয়েছে, যা মানুষ, প্রাণী ও উদ্ভিদের স্বাস্থ্যকে একটি সমন্বিত পদ্ধতিতে দেখার ওপর গুরুত্ব দেয়। বাংলাদেশের ভিশন হলো, 'সুস্থ জাতি সমৃদ্ধ দেশ'। মিশন হলো, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়নের মাধ্যমে সবার জন্য গুণগত স্বাস্থ্যসেবা ও পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিত করা। তা নিশ্চিত করতে নিম্নলিখিত সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। যেমনড়

১। স্বাস্থ্য খাতে সরকারি বাজেট বরাদ্দ বাড়ানো দরকার।

২। রোগীর চিকিৎসা-সংশ্লিষ্ট সব তথ্য নিয়ে কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডার করা প্রয়োজন।

৩। সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে 'ওয়ান হেলথ অ্যাপ্রোচ' গ্রহণ করতে হবে।

৪। সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাত ও এনজিওকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৫। স্বাস্থ্যসেবা-সংশ্লিষ্ট সবার দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন।

৬। সংবেদনশীল ও আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা-ব্যবস্থা তৈরি করতে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৭। দেশের প্রতিটি মানুষের জন্য স্বাস্থ্যবিমা পলিসির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সরকার প্রয়োজনে এ পলিসির প্রদানের উদ্যোগ নিতে পারে। এই প্রিমিয়ামের অর্থ চিকিৎসকসহ অন্যান্যদের বেতন ভাতা বাবদ বাজেটে বরাদ্দ দেওয়া যেতে পারে। এ পদ্ধতিতে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা প্রার্থী নাগরিকের অধিকার ও চিকিৎসকের ইতিবাচক মনোভাব তৈরি হবে।

৮। হাসপাতালগুলোয় দালালের দৌরাত্ম্য বন্ধ ও গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নিয়মিত গণশুনানির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৯। ডাক্তারদের স্বতন্ত্র বেতন-কাঠামো তৈরি করে তাদের উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে আর্থিক নিশ্চয়তার বিধান করলে তাদের প্রাইভেট প্র্যাকটিসে অনেক সময় যে নৈরাজ্য চলে তা কিছুটা হলেও কমবে।

১০। উপজেলা ও জেলা হাসপাতালগুলোয় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিয়োগের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১১। আত্মীয়করণ বদলি প্রথা বন্ধ করা প্রয়োজন।

১২। তরুণ চিকিৎসকের বিদেশে উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য প্রেষণা প্রদান প্রয়োজন।

১৩। ওষুধ, খাবার ও অন্যান্য সব কেমিকেল, মেডিকেল মালামাল ক্রয়ে পিপিআর-৮ (ই-টেন্ডার) প্রক্রিয়া অনুসরণ করা যেতে পারে। বাৎসরিক প্রয়োজন নির্ধারণ করতে হবে যেন ঘাটতি না পড়ে।

আমরা মনে করি, চিকিৎসক, জনস্বাস্থ্যবিদ, মাইক্রোবায়োলজিস্ট, পেশাজীবী সংগঠন, নাগরিক সমাজ বসে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মকৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের এখনই উপযুক্ত সময়।

বৈশ্বিক সর্বনিম্ন ১৫ শতাংশ করপোরেট ট্যাক্স চালু করলো ইন্দোনেশিয়া

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: বৈশ্বিক সর্বনিম্ন ১৫ শতাংশ করপোরেট ট্যাক্স চালু করেছে ইন্দোনেশিয়া। ১ জানুয়ারি থেকে দেশটিতে এই নিয়ম কার্যকর কর হয়েছে। গতকাল ইন্দোনেশিয়ার অর্থ মন্ত্রাণালয় এই ট্যাক্স বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একটি নির্দেশিকা জারি করেছে। ২০২১ সালে ইন্দোনেশিয়াসহ বিশ্বের ১৪০টি দেশ একটি ঐতিহাসিক চুক্তিতে পৌঁছায়। এতে সরকারগুলোকে করপোরেট মুনাফার ওপর ১৫ শতাংশ স্তরে ট্যাক্স আরোপের অনুমোদন দেওয়া হয়। অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থা (ওইসিডি) এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই ট্যাক্স সিস্টেম বহুজাতিক কোম্পানির ওপর আরোপ করা হয়। যাদের বার্ষিক টার্নওয়াভার ৭৫০ মিলিয়ন ইউরো বা ৭৭০ মিলিয়ন ডলারের বেশি। ইন্দোনেশিয়ার অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক নীতি এজেন্সির প্রধান ফেব্রিও ক্যাকারিবো এই ট্যাক্স ব্যবস্থার মাধ্যমে ট্যাক্স ফাঁকির প্রবণতাকে প্রতিহত করা সম্ভব। বিশেষ করে ট্যাক্স হ্যাভেনের মাধ্যমে যে ট্যাক্স ফাঁকির বিষয়টি রয়েছে সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। তিনি বলেন, এই নীতিকে আমরা স্বাগত জানাই। কারণ বৈশ্বিক ন্যায্য ট্যাক্স ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এটা অনেক ইতিবাচক। এই ট্যাক্স নীতির ফলে বিনিয়োগে কোনো ক্ষতি হবে না উল্লেখ করে তিনি বলেন, প্রবৃদ্ধিতে সহায়তা হতে পারে এমনখাতকে প্রণোদনা দেওয়া হবে। তবে এ ব্যাপারে বিস্তারিত কোনো তথ্য জানাননি তিনি।

লস অ্যাঞ্জেলেসে এবার আগুনে টর্নেডোর শঙ্কা!

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলেস ইতিহাসের ভয়াবহ দাবানলে ৯ দিন ধরে জ্বলছে। দাবানলে প্রাণ হারিয়েছে অন্তত ২৫ জন। নিখোঁজ রয়েছেন বেশ কয়েকজন। এদিকে, স্থানীয় সময় গত বুধবার থেকে শুরু হওয়া সান্তা অ্যানা নামের ঝড়ো বাতাসে আগুন নিয়ন্ত্রণে নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে অগ্নিনির্বাপণ কর্মীরা। এর মধ্যেই আগুনের টর্নেডোর আশঙ্কা করছেন আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা। লস অ্যাঞ্জেলেসে দাবানল শুরু হয় ৭ জানুয়ারি। পরে তা ছড়িয়ে পড়ে বিস্তীর্ণ এলাকায়। এরমধ্যে ছোট-বড় প্রায় ১২টি দাবানলের ঘটনা ঘটে। আগুনে অভিজাত এলাকা হিসেবে পরিচিত প্যাসিফিক প্যালিসেডসের বাসিন্দাদের প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বিলাসবহুল বাড়িঘর ও স্থাপনা ধ্বংস হয়েছে। এছাড়া প্যালিসেডসের ৪০ কিলোমিটার পূর্বে আলটাডেনা এলাকার ইটনে পুড়ে গেছে আরো পাঁচ হাজারের বেশি স্থাপনা। এই দুই এলাকার আগুন এখনও নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি। এই দুই এলাকায় এখনো ৪০ হাজার একর জমি জ্বলছে। এমন পরিস্থিতিতে ‘সান্তা অ্যানা’ নামে ঝড়ো বাতাস বইতে শুরু করায় আবারও আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আবহাওয়া দফতরের এক বার্তায় বলা হয়েছে, দাবানল ছড়িয়ে পড়া এলাকায় বাতাসের তীব্রতা বেশি ও খুবই শুষ্ক। এই দুইয়ে মিলে সৃষ্টি হয়েছে বিপজ্জনক পরিস্থিতি। এতে দেখা দিতে পারে নতুন করে আরো ভয়াবহ দাবানল। আবহাওয়াবিদরা বলছেন, বর্তমান চরম ভাবাপন্ন আবহাওয়ায় ‘আগুন টর্নেডো’ সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। গত আট মাস ধরে বৃষ্টি না হওয়ায় দাবানলের কারণে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার বাতাসের মান ও গতি আরও খারাপের দিকে। সর্বোচ্চ সতর্কতা ‘সর্বোচ্চ সতর্কতা’ জারি করে এই অঞ্চলে আরো এক সপ্তাহ তীব্র বাতাস বয়ে যেতে পারে বলে জানিয়েছে জাতীয় আবহাওয়া দফতর। এদিকে লস অ্যাঞ্জেলেসের দমকল বাহিনীর প্রধান ক্রিস্টিন ক্রাউলি সাংবাদিকদের বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকো থেকে দমকলকর্মীরা লস অ্যাঞ্জেলেসের ভয়াবহ দাবানল নিয়ন্ত্রণে আনার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। আমেরিকার দ্বিতীয় বৃহত্তম এই শহরের লাখো মানুষ দাবানলের কারণে এখনো বাস্তুচ্যুত হয়েছে। জীবনযাত্রা স্বাভাবিক হতে আরো অনেক সময় লাগবে। এদিকে শিশুদের স্কুল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তাদের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে পাঠানো হচ্ছে।

গাজায় সামরিক লক্ষ্য অর্জনে ইসরাইল ব্যর্থ: হামাস

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: প্রায় ১৫ মাসেরও বেশি সময় ধরে চলা গাজা যুদ্ধে ইসরাইল সামরিক লক্ষ্য অর্জনে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন হামাসের সিনিয়র নেতা খলিল আল-হাইয়া। গত বুধবার ইসরাইলের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পর্কে দেওয়া এক বিবৃতিতে এই মন্তব্য করেন যুদ্ধবিরতি নিয়ে হামাস প্রতিনিধি দলে নেতৃত্বদানকারী খলিল। খলিল আল-হাইয়া বলেন, যুদ্ধের সময় গাজায় দুর্ভোগের জন্য হামাস ইসরাইলকে কখনো ‘ক্ষমা করবে না’। তিনি বলেন, গাজার সকল ভুক্তভোগীর পক্ষ থেকে প্রতিটি রক্তের ফোঁটা এবং প্রতিটি অশ্রু বেদনা ও নিপীড়নের জন্য বলছি; আমরা ভুলব না এবং ক্ষমা করব না। ইসরাইলি বাহিনী গাজা ভূখণ্ডে তাদের সামরিক লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে বলেও মনে করেন হামাসের এই সিনিয়র নেতা। যুদ্ধবিরতিতে হামাসের সব শর্ত পূরণ হয়েছে বলে দাবি করেছেন হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য ইজ্জত আল-রিশেক। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, যুদ্ধের শুরুতে হামাস যে সমস্ত শর্ত দিয়েছিল তা পূরণ করেই চুক্তি হয়েছে। শর্তগুলো ছিল ইসরাইলি বাহিনী সম্পূর্ণ প্রত্যাহার, বাস্তুচ্যুতদের বাড়িতে ফিরিয়ে নেওয়া এবং গাজায় যুদ্ধের স্থায়ী অবসান। যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্তের ব্যাপারটিকে ফিলিস্তিনি জনগণের ধৈর্য্যের ফল হিসেবে উল্লেখ করেছে হামাস। সংগঠনটির ভাষায়, ‘যুদ্ধবিরতি চুক্তিটি আমাদের মহান ফিলিস্তিনি জনগণের অবিচল ধৈর্য্য এবং গাজা উপত্যকায় ১৫ মাসেরও বেশি সময় ধরে আমাদের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের ফল। এটা আমাদের জনগণের মুক্তির আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নের পথকে প্রশস্ত করেছে। যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্তে মধ্যস্থতা করছে তিনটি দেশ- কাতার, মিশর ও যুক্তরাষ্ট্র। গত বুধবার রাতে কাতারের প্রধানমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ বিন আবদুল রহমান বিন জসিম আল-থানি দোহায় এক সংবাদ সম্মেলনে যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্তের কথা নিশ্চিত করেন। কাতারের প্রধানমন্ত্রী বলেন, গাজায় যুদ্ধবিরতির যে চুক্তি হয়েছে তা আগামী রোববার থেকে কার্যকর হবে। চুক্তি অনুযায়ী প্রথম ধাপে ৩৩ জন ইসরাইলি বন্দিকে মুক্তি দেবে হামাস, যাদের মধ্যে সব নারী, শিশু ও ৫০ বছরের বেশি বয়সি পুরুষরা রয়েছেন। গাজার জনবহুল এলাকা থেকে ইসরাইলের সাথে গাজার সীমান্তের ৭০০ মিটারের বেশি দূরে অবস্থিত এলাকায় ইসরাইল তাদের বাহিনী প্রত্যাহার করবে।

‘যুক্তরাষ্ট্রে বিপজ্জনক গোষ্ঠীশাসন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে’-বিদায়ী ভাষণে বাইডেন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের বিদায়ী প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন, বিপুল সম্পদ, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি নিয়ে একটি গোষ্ঠীর শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এটি দেশের অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের জন্য হুমকি। আমাদের মৌলিক অধিকার, স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সবাইকে এগিয়ে যেতে হবে। গত বুধবার হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিস থেকে এই ভাষণ দেন বাইডেন। মার্কিনদের মধ্যে ভুল তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে ভাষণে সতর্ক করেছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা খর্ব হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। বাইডেন বলেন, মার্কিনরা ভুল তথ্য ও অপতথ্যের নিচে চাপা পড়েছে। এতে ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ তৈরি হবে। ভাষণে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়েও কথা বলেন বাইডেন। তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন রোধে আমরা যে পদক্ষেপ নিয়েছি, ক্ষমতাশালীরা তাদের অনিয়ন্ত্রিত প্রভাব খাঁটিয়ে সেগুলো নষ্ট করে দিতে চায়।

যুদ্ধবিরতি সত্ত্বেও গাজায় ইসরাইলি হামলায় ২৯ জন নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: প্রায় ১৫ মাস পর গাজায় যুদ্ধ বিরতিতে সম্মত হয়েছে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী হামাস যোদ্ধা ও ইসরাইল। আগামী রোববার থেকে এই যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার কথা রয়েছে। কিন্তু এর মধ্যেও ইসরাইলি সামরিক বাহিনীর বর্বরতা অব্যাহত রয়েছে। গতকাল ইসরাইলি মন্ত্রিসভায় যুদ্ধবিরতি চুক্তির ওপর ভোটাভুটির অনুষ্ঠিত হওয়ার কয়েক ঘন্টা আগে ফিলিস্তিন অঞ্চলে ইসরাইলি সেনাবাহিনীর নতুন করে বিমান হামলায় অন্তত সাত ফিলিস্তিনি নিহত হয়। হামাস নিয়ন্ত্রিত গাজার সিভির ডিফেন্স এজেন্সি জানিয়েছে, কাতারে গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি ঘোষণার পর গত বুধবার রাতে ইসরাইলি বিমান হামলায় ২০ জনেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, গাজা শহরের শেখ রাদওয়ান পাড়ার একটি আবাসিক ভবনে ১২ জন নিহত এবং ২০ জন আহত হয়েছে। এই হামলার ব্যাপারে ইসরাইলি বাহিনীর তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি। এছাড়া অধিকৃত পশ্চিম তীরে ইসরাইলি বোমা হামলায় পাঁচ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। হামাস নিয়ন্ত্রিত গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে পশ্চিম তীরের জেনিনে ইসরাইলি হামলায় নিহত পাঁচ জনের মরদেহ জেনিন সরকারি হাসাপাতালে পাঠানো হয়েছে। এর আগে গত মঙ্গলবার জেনিনে ইসরাইলি বিমান হামলায় ৬ ফিলিস্তিনি নিহত হয়। যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্তে মধ্যস্থতা করছে কাতার, মিশর ও যুক্তরাষ্ট্র। গত বুধবার রাতে কাতারের প্রধানমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ বিন আবদুল রহমান বিন জসীম আল-থানি এক সংবাদ সম্মেলনে যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্তের কথা নিশ্চিত করেন। কাতারের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আগামী রোববার থেকে যুদ্ধবিরতি চুক্তি কার্যকর হবে। চুক্তি অনুযায়ী প্রথম ধাপে ৩৩ জন ইসরাইলি জিম্মিকে মুক্তি দিবে হামাস। গাজার জনবহুল এলাকা থেকে ইসরাইলের সাথে গাজার সীমান্তের ৭শ’ মিটারের বেশি দুরে অবস্থিত এলাকা থেকে ইসরাইল তাদের বাহিনী প্রত্যাহার করবে। ইসরাইল বেসামরিক নাগরিকদের গাজার উত্তরে নির্বিঘ্নে তাদের বাড়িতে ফিরে যেতে দিবে এবং প্রতিদিন কমপক্ষে ৬শ’ ট্রাক ত্রাণ সামগ্রী প্রবেশের অনুমতি দিবে। শর্ত পূরণ হলে চুক্তির দ্বিতীয় ধাপে ইসরাইলের কারাগারে বন্দি ফিলিস্তিনিদের মুক্তির বিনিময়ে অবশিষ্ট সব জীবিত জিম্মিদের মুক্তি ও স্থায়ী যুদ্ধবিরতি এবং গাজা থেকে ইসরাইলি বাহিনী সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের বিষয় রয়েছে। তৃতীয় ধাপে অবশিষ্ট মৃতদেহগুলো ফেরত দেওয়া এবং গাজা পুনর্গঠনের কাজ শুরুর কথা বলা হয়েছে।

তদন্তকারীদের কোনও প্রশ্নের জবাব দেবেন না দ. কোরিয়ার অভিশংসিত প্রেসিডেন্ট

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: দক্ষিণ কোরিয়ার দুর্নীতি বিরোধী কর্মকর্তাদের জিজ্ঞাসাবাদে কোনও উত্তর দেবেন না দেশটির অভিশংসিত প্রেসিডেন্ট ইউন সুক ইওল। গতকাল তার আইনজীবীরা এ কথা বলেছেন। গত ৩ ডিসেম্বর সামরিক আইন জারি করাকে ঘিরে আটক হয়েছেন তিনি। মার্কিন বার্তাসংস্থা এপি এ খবর জানিয়েছে। গত বুধবার নিজ বাড়ি থেকে আটক হন ইউন। পরে তাকে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের দুর্নীতি তদন্ত কার্যালয়ে হেফাজতে নেওয়া হয়। সেখানে ১০ ঘণ্টার বেশি সময়ের জিজ্ঞাসাবাদে আইনি অধিকার অনুযায়ী পুরো সময় নীরব থাকার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। খুব দ্রুতই তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেফতার করার চেষ্টা করবেন তদন্তকারী কর্মকর্তারা। সামরিক আইন জারি করে দেশদ্রোহের অপরাধ করেছেন কিনা, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত চলছে ইউনের বিরুদ্ধে। পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর সঙ্গে দুর্নীতি বিরোধী কর্মকর্তারা এই তদন্ত পরিচালনা করছেন। আটকের পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আদলতের আদেশ পেলে তাকে গ্রেফতার দেখাতে পারবে কর্তৃপক্ষ। নইলে ৪৮ ঘণ্টা পর ইউনকে ছেড়ে দিতে হবে তাদের। এদিকে, পুরো তদন্ত প্রক্রিয়াটিকেই অবৈধ বলে অভিযোগ জানিয়ে আসছেন ইউনের আইনজীবীরা। সিউল ওয়েস্টার্ন ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের পরোয়ানা বলে ইউনকে আটক করা হয়েছে। এই পরোয়ানাকে অগ্রহণযোগ্য বলে দাবি করে ইউনের মুক্তির জন্য সিউল সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে আবেদন জানিয়েছেন তারা। অভিশংসন মামলায় সাংবিধানিক আদালতের শুনানিতে হাজির হননি ইউন। তার আইনজীবী সেওক ডং-হ্যেওনের দাবি, নিরাপত্তা শঙ্কায় আদালতে উপস্থিত হতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন তিনি। আদালত প্রাঙ্গণে ইউনের মুক্তির দাবিতে তার হাজারো সমর্থক জড়ো হয়েছিলেন। কড়া পুলিশি নিরাপত্তার মধ্যেও ব্যানার উড়িয়ে ও স্লোগান দিয়ে অভিশংসিত প্রেসিডেন্টের প্রতি সমর্থন প্রকাশ করেছেন তারা। আদলত থেকে গ্রেফতারের অনুমতি দিলে ইউনকে ২০ দিন পর্যন্ত হেফাজতে রাখার অনুমতি পাবেন দুর্নীতিবিরোধী কর্মকর্তারা। এসময় মামলাটি পাবলিক প্রসিকিউটররের কাছে হস্তান্তর করা হবে। দক্ষিণ কোরিয়ার ফৌজদারি আইনের একজন বিশিষ্ট অ্যাটর্নি পার্ক সুং বে বলেছেন, দেশদ্রোহ ও ক্ষমতার অপব্যবহারের জন্য যদি প্রসিকিউটররা অভিযোগ দায়ের করেন, তবে সাংবিধানিক আদালতের রায় আসা পর্যন্ত ছমাস আটক থাকতে পারেন ইউন। আইন অনুযায়ী, অভিযোগ প্রমাণিত হলে, বিদ্রোহী নেতার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা প্রাণদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে।

বিনোদন

আইসিইউতে নেওয়া হয়েছে সাইফ আলি খানকে

বিনোদন ডেস্ক : নিজ বাড়িতে ডাকাতির মুখে পড়ে হামলার শিকার হয়েছেন বলিউড অভিনেতা সাইফ আলি খান। গত বুধবার রাতে হামলাকারীরা ছয় বার ছুরিকাঘাত করে নায়ককে। এরপর তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। ইতোমধ্যে তার অস্ত্রোপচারও সম্পন্ন হয়েছে; এরপর তাকে নেওয়া হয়েছে আইসিইউতে। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, সাইফ শিরদাঁড়ার বেশ আঘাত পেয়েছেন। অস্ত্রোপচারের পর চিকিৎসকরা নিশ্চিত করেছেন, তার অবস্থা স্থিতিশীল এবং সুস্থ আছেন। দু-একদিনের মধ্যে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেতে পারেন তিনি। সাইফের চিকিৎসক নীরজ উত্তমণির বরাত দিয়ে ইন্ডিয়া টুডের খবরে বলা হয়েছে, সাইফ আলি খানের অস্ত্রোপচার সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে, তিনি সুস্থতার পথে। অপারেশন শেষ, তাকে আইসিইউতে স্থানান্তর করা হয়েছে। চিকিৎসক এও জানিয়েছেন, হয়ত দুই-একদিনের মধ্যে সাইফকে ওয়ার্ডে স্থানান্তর করা হবে। ইনজুরি গভীর ছিল, কিন্তু আমাদের দল পরিস্থিতি ভালোভাবে সামলেছে। এদিকে বৃহস্পতিবার দুপুরে সাইফের সহযোগী দলের সদস্যরা এক বিবৃতি প্রকাশ করে জানিয়েছে, সাইফ আলি খানের অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়েছে এবং এখন তিনি বিপদ মুক্ত। এই মুহূর্তে তিনি ধীরে ধীরে সেরে উঠছেন, চিকিৎসকেরা সব সময় নজর রাখছেন। পরিবারের সমস্ত সদস্য নিরাপদে রয়েছেন। এবং পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

প্রকাশ পেলো অ্যাভাটার ফায়ার অ্যান্ড অ্যাশ’র কনসেপ্ট আর্ট

বিনোদন ডেস্ক : চলতি বছরে দর্শকদের বেশ বড় চমক দিতে আসছে জেমস ক্যামেরনের অ্যাভাটার ফ্র্যাঞ্চাইজির তৃতীয় কিস্তি ‘অ্যাভাটার: ফায়ার অ্যান্ড অ্যাশ’। সম্প্রতি ডিজনি প্রকাশ করেছে সিনেমাটির কনসেপ্ট আর্ট, যা দর্শকদের পরিচয় করিয়ে দেবে ফ্রাঞ্চাইজির বিস্তৃত মহাবিশ্বের সঙ্গে। সিনেমার নতুন কনসেপ্ট আর্টে ডিলান কোল এবং স্টিভ মেসিংয়ের চিত্রে উন্মোচিত হয়েছে ছবির একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্য। যেমন, উপকূলীয় উপজাতিদের সঙ্গে তুলকুন উপজাতিদের একত্রিত করা এবং আকাশে উড়ন্ত এলিয়েন হট এয়ার বেলুনের চিত্র।

ঢাকা চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হবে ‘প্রিয় মালতী’

বিনোদন ডেস্ক : অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরী অভিনীত সিনেমা ‘প্রিয় মালতী’ দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পর এবার ঢাকা চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হবে। ছবির পরিচালক শঙ্খ দাশগুপ্ত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক পোস্ট দিয়ে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শঙ্খ দাশগুপ্ত লিখেছেন, ‘প্রিয় মালতী টিমের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, ২৩তম ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ‘প্রিয় মালতী’ ছবিটি প্রদর্শিত হতে যাচ্ছে।’ পোস্টে তিনি উল্লেখ করেছেন, আজ শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টায় জাতীয় জাদুঘরের মূল মিলনায়তনে দেখা যাবে ‘প্রিয় মালতী’। শঙ্খ দাশগুপ্ত পরিচালিত ছবি ‘প্রিয় মালতী’ যৌথ প্রযোজনায় রয়েছে ফ্রেম পার সেকেন্ড এবং চরকি। মেহজাবীন এর সাথে এই সিনেমায় অভিনয় করেছেন নাদের চৌধুরী, শাহজাহান সম্রাট, রিজভী রিজুসহ আরও অনেকে। উল্লেখ্য, মেহজাবীন চৌধুরী ২০০৯ সালে লাক্স চ্যানেল আই সুপারস্টার থেকে বিজয়ী হয়ে মিডিয়া জগতে আসেন। বর্তমানে তিনি বিভিন্ন টিভি বিজ্ঞাপন ও নাটকে নিয়মিত অভিনয় করছেন। মোবাইল ফোন অপারেটর বাংলালিংকের একটি টিভি বিজ্ঞাপনে অভিনয়ের মাধ্যমে মেহজাবীন পরিচিতি অর্জন করেন। এটিএন বাংলায় প্রচারিত টেলিভিশন নাটক ‘তুমি থাকো সিন্ধু পাড়ে’র মাধ্যমে তার ছোট পর্দায় আত্মপ্রকাশ ঘটে।

বন্ধু সাইফের ওপর হামলার খবরে হাসপাতালে ছুটে গেলেন শাহরুখ

বিনোদন ডেস্ক : নিজ বাড়িতে ডাকাতির মুখে পড়ে হামলার শিকার হয়েছেন বলিউড অভিনেতা সাইফ আলি খান। হামলাকারী ৬ বার ছুরিকাঘাত করেছে অভিনেতাকে। বর্তমানে মুম্বাইয়ের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন সাইফ। অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে অভিনেতার শরীর থেকে ছুরির অংশ বের করা হয়েছে। সাইফের স্নায়ুর অস্ত্রোপচারও সফলভাবে শেষ হয়েছে। পাশাপাশি অভিনেতার ‘কসমেটিক সার্জারি’ সম্পন্ন হয়েছে। সাইফের সঙ্গে শাহরুখের দীর্ঘ দিনের বন্ধুত্ব। ‘কাল হো না হো’র মতো ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেছেন দু’জন। তারপর থেকেই তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সাইফ ও কারিনা কাপূর খানের সঙ্গেও একাধিক ছবিতে কাজ করেছেন বলিউডের বাদশাহ। তাই বন্ধুর বিপদের খবর শুনেই তিনি সোজা ছুটে গেলেন হাসপাতালে। লীলাবতী হাসপাতালের সামনে পাপ-রাজ্জিদের ক্যামেরায় ধরা পড়েছে শাহরুখের গাড়ির ছবি। যদিও ক্যামেরার সামনে আসেননি শাহরুখ। সাইফের ওপর হামলার খবর প্রকাশ্যে আসার পরে উদ্বেগে গোটা বি টাউন। অনুরাগীরাও এই খবরে আঁতকে উঠেছেন। সাইফের মতো তারকার বাড়িতে কীভাবে দুষ্কৃতীরা ঢুকে পড়ে হামলা চালাতে পারে, সেই নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে বিভিন্ন মহলে। এ ঘটনায় সাইফ আহত হলেও তার পরিবারের বাকিরা ঠিক আছেন বলে জানানো হয়েছে কারিনার টিমের তরফ থেকে।

পঞ্চান্নতেও যেভাবে নিজেকে আকর্ষণীয় রাখেন জে-লো

বিনোদন ডেস্ক : হলিউডের জনপ্রিয় গায়িকা-অভিনেত্রী জেনিফার লোপেজের বয়স কত? নিশ্চয়ই দেখে বোঝার উপায় নেই তার বয়স এখন ৫৫! তার এই অসাধারণ ফিটনেস ও আকর্ষণীয় চেহারার পেছনে রয়েছে কঠোর পরিশ্রম ও নিয়ন্ত্রিত ডায়েট। ‘ইউএস উইকলি’-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে লোপেজ জানিয়েছিলেন, ফিট থাকতে হলে পরিশ্রম করতেই হবে। বিশেষ করে খাওয়া-দাওয়ার ওপর নজর রাখতে হবে। বলেছিলেন, ‘এটি এমন একটি দায়িত্ব যেটা ঠিকমতো পালন করতেই হবে।’ সেই সাক্ষাৎকারে জেনিফার লোপেজ জানান, তিনি তার দিন শুরু করেন কম ক্যালোরির ব্রেকফাস্ট দিয়ে। বলেন, ‘সকালে আমি ৯০ ক্যালোরির চকলেট বডি ল্যাব শেক দিয়ে দিন শুরু করি। যা আমি কিনোয়া মিল্ক বা পানির সঙ্গে মিশিয়ে নেই।’ এছাড়াও জেনিফার লোপেজ প্রতিদিন অন্তত সাত গ্লাস পানি পান করেন, সকালে এক গ্লাস লেবু পানি দিয়ে দিন শুরু করেন। ক্যাফেইন এড়িয়ে চলেন, তবে মাঝেমধ্যে অ্যালকোহল পান করেন লোপেজ। কয়েক বছর আগে এক ইনস্টাগ্রাম পোস্টে জানিয়েছিলেন, তিনি ‘অ্যাকশনাল ককটেল’ খান। তবে সবসময়ই তা একটা লিমিটের মধ্যে। এটাও মাথায় রাখেন, এত কিছুর পরে আবারও পরিশ্রম করে ফিট থাকতে হবে। লাঞ্চ ও ডিনারে আমিষ ও নানান ধরনের সবজির সালাদ খান লোপেজ। ব্রকলি, বেল পেপার আর জুকিনি খেতে ভালোবাসেন তিনি। সঙ্গে থাকে ভিনিগারেট। ডিনারে খান সাধারণত প্রোটিন ও কিনোয়া। তিনি বলেন, ‘এটি অনেকটা আমার ছোটবেলার চাল আর ডালের মতো। আমি বিশেষ করে পুয়েতোর্ রিকান স্টাইলে রান্না করা মুরগি বা শুকরের মাংস পছন্দ করি।’ এছাড়াও ফিটনেস ট্রেইনারের থেকে বেশ কিছু ডায়েট টিপস জেনিফার লোপেজ অনুসরণ করেন। অভিনেত্রীর মতে, তার ডায়েট ‘আলট্রা-ক্লিন’, যা মূলত প্রোটিন, সবজি, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট আর পানি দিয়ে তৈরি। লোপেজ তার ডায়েটে রাখেন ডিমের সাদা অংশ, টার্কির মাংস, চিকেন ব্রেস্ট। স্যামন আর সি বাস খাওয়ার কারণে তিনি পর্যাপ্ত ওমেগা-৩ এবং ৬ পান। এছাড়া তিনি মিষ্টি আলু, ব্রাউন রাইস, কিনোয়া, রাইস ব্রেড এবং ওটমিল খেতে পছন্দ করেন। জেনিফারের এই স্বাস্থ্যকর ডায়েট ও পরিশ্রম তার ফিটনেসের পেছনের রহস্য।

এবার ভক্তদের জন্য ইংলিশ গান গাইলেন ফারিণ

বিনোদন ডেস্ক : ঢালিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী তাসনিয়া ফারিণ অভিনয়ের পাশাপাশি মাঝেমধ্যে গানও গেয়ে থাকেন। ইতোমধ্যে গান গেয়ে তা প্রমাণ করেছেন জনপ্রিয় উপস্থাপক হানিফ সংকেতের ইত্যাদি অনুষ্ঠানে। অভিনেতা-সংগীতশিল্পী তাহসানের সঙ্গে ডুয়েট গান করেছিলেন তিনি। ইত্যাদির মতো জনপ্রিয় অনুষ্ঠানে একসঙ্গে গান গাইতে দেখা গিয়েছিল এ অভিনেত্রীকে। এবার গান গাইলেন ইংরেজিতে। মার্কিন সংগীতশিল্পী আরিয়ানা গ্রান্ডের ‘পপুলার’ গানটি শোনা যায় ফারিণের কণ্ঠে। গত বুধবার রাতে ১ মিনিট ২১ সেকেন্ডের একটি ভিডিওক্লিপ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে প্রকাশ করেন অভিনেত্রী। সেখানে ‘পপুলার’ গানটির কভার করতে দেখা যায় তাকে। সাধারণত বাংলায় গাইতে শোনা গেলেও এই প্রথম প্রকাশ্যে ইংরেজিতে গান গাইলেন অভিনেত্রী। ফারিণের কণ্ঠে ইংরেজি গান শুনে ভক্ত-অনুরাগীরাও বেশ পছন্দ করেছেন। অনেকেই তাকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন। সেই সঙ্গে তার মেধা ও কণ্ঠের জন্য বাহবা দিয়েছেন। এক নেটিজেন লিখেছেন– অভিনয়-গান দুটোই সমানতালে চালিয়ে নিতে পারেন তাসনিয়া ফারিণ। কারও মতে, অভিনয়ের পাশাপাশি চাইলে গানও মুক্তি দিতে পারেন অভিনেত্রী। অভিনয়ের পাশাপাশি নাচেও দক্ষতা রয়েছে ফারিণের। তবে গত বছর ফারিণ আরও যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় ছিলেন, সেটি হচ্ছে তার গান! নিজের কণ্ঠে দর্শক মাতিয়েছেন একাধিকবার। সেই ধারা নাকি নতুন বছরেও অব্যাহত রাখতে চান ফারিণ। চলতি বছরে কিছু গান নিয়েও হাজির হতে দেখা যেতে পারে তাকে। উল্লেখ্য, ক্যারিয়ারের সেরা সময়েই নতুন বছর শুরু করেছেন ফারিণ। বেশ কিছু কাজ নিয়ে রয়েছে তার ব্যস্ততা। এর মধ্যে রয়েছে নতুন একটি সিনেমা ও নতুন একটি গান।

নতুন প্রেমের গুঞ্জন নিয়ে যা বললেন পরীমনি

বিনোদন ডেস্ক : ঢালিউডের আলোচিত অভিনেত্রী পরীমনি। তার ব্যক্তিজীবন নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব থাকেন সব সময়। বিভিন্ন সময় পত্রিকার শিরোনামেও আসে তার নাম। পরীমনি মানেই নানা ঘটনা, নানা বিতর্ক। যে কারণে এই নায়িকার ব্যক্তিজীবন নিয়ে বরাবরই ভক্তদের আগ্রহটাও একটু বেশি। পরীমনি কার সঙ্গে প্রেম করছেন, কাকে বিয়ে করতে চলেছেন...এসব জানার চেষ্টায় মুখিয়ে থাকেন নেটিজেনরা। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন তারকা, ব্যক্তির সঙ্গে পরীকে ঘিরে প্রেমের গুঞ্জন রটে। সম্প্রতি অভিনেতা জয় চৌধুরীর সঙ্গে নায়িকাকে সিনেমার প্রচারে কিংবা বিভিন্ন আয়োজনে দেখা গেছে। বিষয়টি নিয়ে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম আনন্দবাজারের প্রশ্নের মুখে পড়েছিলেন পরী। যেখানে অভিনেত্রীর কাছে জানতে চাওয়া হয়, বাংলাদেশে-কলকাতায় যেখানে আপনি সেখানেই পাশে অভিনেতা জয় চৌধুরী....! জবাবে হেসে ওঠেন পরীমনি। বলেন, ‘আরে আরে! কী যে বলেন। ও তো আমার বান্ধবীর স্বামী। ওর বউ আমার বন্ধু, আমার বোন। জয় তাই ‘দুলাভাই’, আপনাদের ভাষায় জামাইবাবু।’ পরী চান না জয়ের সঙ্গে তাকে জড়িয়ে কোনো গুঞ্জনের সৃষ্টি হোক। আনন্দবাজারের পালটা প্রশ্নের জবাবে অভিনেত্রী আবারও বললেন, ‘সত্যিই আমাদের মধ্যে খুবই মিষ্টি সম্পর্ক। খুব মজা করি আমরা। দোহাই, কলকাতায় আবার এই গুঞ্জনটা যেন ছড়িয়ে দেবেন না! সাংবাদিকদের বড় ভয় (হাসি....)।

চারদিকে এখন বোরো ধান রোপণের মৌসুম। এ সময় দল বেঁধে ধানের চারা রোপণে ব্যস্ত সময় কাটান দিনমজুর কৃষিশ্রমিক। টেবুনিয়া, পাবনা।

আলুর কাংখিত দাম পাচ্ছেন না চাষিরা

চিরিরবন্দর, দিনাজপুর প্রতিনিধি : চিরিরবন্দরের চাষিরা আলুর কাংখিত দাম পাচ্ছেন না। গত বছরের তুলনায় এবার অর্ধেকে নেমে এসেছে আলুর দাম। কেজি প্রতি ২৫ টাকা খরচ করে ১৮ থেকে ২০ টাকায় বিক্রি হওয়ায় বিঘা প্রতি তাঁদের বড় অঙ্কের টাকা লোকসান গুনতে হচ্ছে। কৃষকেরা বলছেন, সার, কীটনাশক ও দিনমজুরের খরচ বেড়ে যাওয়ায় আলুর উৎপাদন ব্যয় অনেক বেড়েছে। ফলে বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী আলু বিক্রি করে লাভের পরিবর্তে লোকসান গুনছেন তাঁরা। কৃষি বিভাগের তথ্যমতে, গত বছর আলুতে ভালো লাভ হওয়ায় এবার আবাদ বেড়েছে। কিন্তু চাহিদার তুলনায় উৎপাদন বেশি হওয়ায় দাম কমেছে। উপজেলার নান্দেড়াই এলাকার কৃষক সাজ্জাদ হোসেন জানান, চলতি মৌসুমে ৪ বিঘা জমিতে আলু চাষ করেন তিনি। তাতে তাঁর বিঘা প্রতি খরচ হয়েছে ৭৫-৮০ হাজার টাকা। তিনি বলেন, আগাম জাতের এক বিঘা (৫০ শতক) জমিতে আলু উৎপাদিত হয়েছে ২৪০০ কেজি বা ৬০ মণ।। প্রতি কেজি মাঠে ব্যবসায়ীরা ১৮ টাকা দরে কেনেন। তাতে বিঘা প্রতি আলু বিক্রি হয় ৫৪ হাজার টাকা। সব মিলিয়ে তার ৪ বিঘা জমিতে লোকসান হয়েছে প্রায় ১৫ হাজার টাকা। আলুতে লোকসান হওয়ার কারণ জানিয়ে একই এলাকার কৃষক সাজ্জাদ হোসেন বলেন, এ বছর আলুবীজ ও সার বেশি দামে কিনতে হয়েছে। ফলে বাজারে ২৫ টাকা বা ২৬ টাকা দরে বিক্রি করেও লোকসান গুনতে হচ্ছে। অমরপুর ইউনিয়নের কৃষক শামসুল ইসলাম ও গোলাম মোস্তফা বলেন, 'আরও ১৫-২০ দিন পর আলু তুলব ভেবেছিলাম। কিন্তু অন্য ফসল লাগানোর জন্য তড়িঘড়ি করে আলু তুললাম। তাতে বিঘা প্রতি ৫-৬ মণ কম আলু পাওয়া যাচ্ছে। বাজারে দামও কম। যেসব মহিলারা আলুগুলি তুলে দেন, তাদের বিঘা প্রতি ২ হাজার টাকা করে দিতে হয়। মোকলেছ নামের আরেক কৃষক বলেন, গত বছর ৩ বিঘা জমির আলু আবাদে ৩৫ হাজার টাকা লাভ হয়েছে। এ বছর একই জমিতে ১০ হাজার টাকা লোকসান হলো। অমরপুর এলাকার আজিজুল হক শাহ নামের আলুচাষি বলেন, নিম্ন দরের কারণে সংরক্ষিত আলু বাজারজাত করা সম্ভব না হলে বিপুল আলু অবিক্রীত থেকে যাবে এবং আলু ফেলে দেওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না। সন্তোষপাড়া এলাকার মোকছেদ আলী নামের আরেক কৃষক বলেন, ৫০ শতক জমিতে আলু উৎপাদনে খরচ হয়েছে ৮০ থেকে ৮৫ হাজার টাকা। সেই হিসাবে ৩০ থেকে ৩২ টাকা কেজিতে বিক্রি করতে না পারলে লোকসান হবে। অথচ গত বছর এই সময়ে কেজিপ্রতি আলু বিক্রি হয়েছে ৪০ থেকে ৫০ টাকায়। বর্তমানে কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ যেখানে ২৫/২৬ টাকা, সেখানে ২০/২২ টাকায় সে পণ্য বিক্রি হওয়ায় হতাশ কৃষকেরা। উপজেলা কৃষি বিভাগের তথ্যমতে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে উপজেলায় ৩ হাজার ১৫০ হেক্টর জমিতে আলু আবাদের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হলেও চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে আবাদ হয়েছে ৩ হাজার ২৮৫ হেক্টর জমিতে; যা গত অর্থবছরের তুলনায় ১ শত ৩৫ হেক্টর বেশি। এর মধ্যে আগাম আলু চাষ হয়েছে ৫০/৫৫ হেক্টর জমিতে। এ বিষয়ে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কৃষি অফিসার কৃষিবিদ জোহরা সুলতানা শারমিন বলেন, গত বছর আলুর চাহিদা বেশি ছিল। সে তুলনায় জোগান ছিল কম। তাই ভালো দাম পেয়েছে কৃষক। গতবারের দেখাদেখি এবার আবাদ বাড়িয়ে একটু বেকায়দায় পড়েছেন চাষিরা। তবে সমস্যা উত্তোরণ হয়ে যাবে আশা করা হচ্ছে। কৃষি অফিস থেকে, বিক্রির পর অতিরিক্ত আলু হিমাগারে রাখার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।

ইবিতে তরুণ কলাম লেখক ফোরামের প্রশিক্ষণ কর্মশালা

ইবি, কুষ্টিয়া প্রতিনিধি : বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরাম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে 'নিউজপেপার অন কলাম রাইটিং: এ ফ্রেমওয়ার্ক ফর এলিভেটিং লার্নার্স' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংগঠনটির প্রায় দেড় শতাধিক তরুণ লেখকদের নিয়ে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় সংগঠনটির বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি খায়রুজ্জামান খান সানি'র সভাপতিত্বে এবং প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক মো: আবদুল্লাহ আল মুনাইমের সঞ্চালনায় বেলা ১০ টায় ফলিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনুষদে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক আশিকুর রহমানের স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে শুরু হয়। কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের খাদ্য প্রকৌশল ও পুষ্টি বিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক, বিশিষ্ট কলামিস্ট মো. বিল্লাল হোসেন। কর্মশালায় ইমেইল বিষয়ক প্রাথমিক ধারণা প্রদান করেন শাখা সহ-সভাপতি রুহুল আমিন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরামের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক রুখসানা খাতুন ইতি ও ইবি শাখার সাবেক তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক আবদুল্লাহ আল মাহমুদ। এ বিষয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা সভাপতি খায়রুজ্জামান খান সানি বলেন, 'বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরাম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা প্রতিবারের মত এবারও ভিন্ন কিছুর আয়োজন করে চলেছে। আশা করি সহযোগী সদস্যদের হাত ধরে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরাম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা। একইসাথে নতুন লেখকদের লেখনীর যাত্রা সুদীর্ঘ হবে বলে বিশ্বাস করি।' প্রসঙ্গত, বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরাম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা তরুণদের মাঝে লেখালেখির আগ্রহ জাগ্রত করে। এছাড়া বিভিন্ন সময় অসহায় ও দুঃস্থ মানুষের পাশে থেকে কাজ করে। লেখালেখির পাশাপাশি সংগঠনটি সমাজ বিনির্মাণে ও সংস্কারে কাজ করে আসছে। ২০১৯ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯ টি শাখার মধ্যে পরপর ৫ম বারের বর্ষসেরা শাখা নির্বাচিত হয় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা।

হারিয়ে যাচ্ছে ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্প

পাটকেলঘাটা, সাতক্ষীরা প্রতিনিধি : প্রাচীন কাল থেকে কুমার সম্প্রদায়ের কাজ মাটি দিয়ে। যা বলা হয় মৃৎশিল্প। কালের পরিবর্তনে বর্তমানে বাজারে সিলভার, এলোমোনিয়াম ও প্লাস্টিক সামগ্রীর দাপটে বাংলার ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পীদের মাটি দিয়ে তৈরি করা জিনিসপত্র প্রায় বিলুপ্তির পথে। কুমাররা প্রথমে ভূমি থেকে মাটি সংগ্রহ করে পরে হাত ও পায়ের সাহায্যে কাঠের পিটনা দিয়ে থেতলে পাত্র তৈরির উপযুক্ত করে তোলে। মাটিকে প্রস্তুত করে পাত্রের আকার ও আকৃতি সম্পন্ন করে। তারপর সূর্যের তাপে পাত্রটিকে শুকানো এবং সর্বশেষে তা আগুনে পুড়ানো ও প্রয়োজনে তাতে রং লাগানো হয়। কুমার সম্প্রদায়েরা মনের মাধুরী মিশিয়ে তৈরি করে বিভিন্ন ধরনের মাটির পাত্র। তারমধ্যে মাটির তৈরি জিনিসপত্র আগের মতো ব্যবহার করছে না মানুষ। প্লাস্টিক, এলোনিয়াম, সিলভারের বাহারি রকমের অত্যাধুনিক জিনিস বাজারে আসার কারণে মাটির তৈরি জিনিসপত্র দিন দিন ক্রেতাদের আগ্রহ কমে যাচ্ছে।এ কারণে কুমারদের জীবনে নেমে এসেছে চরম দুর্দিন। তালা উপজেলা ঘোনা, মাঝিয়াড়া, নারায়ণপুর, পার কুমিরা, সুরুলিয়া পাটকেলঘাটা কালিবাড়ি মৃৎশিল্পীরা এখন বেকার হয়ে পড়েছে।তাদের ঘরে এখন চলছে হাহাকার। সামান্য আয়ে চলছে না তাদের সংসার। কুমারদের মাটি দিয়ে তৈরি জিনিস বর্তমানে প্লাস্টিকের, সিলভার ও এলমোনিয়াম তৈরি সামগ্রীর সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পারার কারণে অনেকেই বাপ-দাদার পেশা ছেড়ে বাধ্য হয়ে চলে যাচ্ছে অন্য পেশায়। এ পেশার সাথে জড়িত রয়েছে তালা উপজেলা ১০ গ্রামের ১৩ শতাধিক কুমার পরিবার। সরেজমিন দেখা ঘোনা কুমারপাড়ায় কুমার-কুমারী ও তাদের পরিবার-পরিজনের দুঃখের করুন কাহিনী।কুমারদের অভাব অনটনের কারণে তাদের ছেলে-মেয়েদের পড়ালেখা করাতে হিমশিম খাচ্ছে। আবার অনেকের অভাবের কারণে লেখা পড়া বন্ধ করে দিয়েছে। পার কুমীরা গ্রামের ষষ্ঠী রানী পাল বলেন মাটি দিয়ে বিভিন্ন সামগ্রী তৈরির কাজে ফাঁকে বলছিলেন এখন আর আগের মতো আমাগো কুমার পাড়ার আয় রোজগার নেই। আগে আমরা চরকা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের জিনিস তৈরি করতাম। কিন্তু এখন চরকা ব্যবহার করা হয় না। কারণ চরকা দিয়ে জিনিসপত্র তৈরি করে ভালো দাম পাওয়া যায় না। তাছাড়া এখন আমাদের মাটি ও লাকড়ি কিনে আনতে হয়। কোনরকম খেয়ে না খেয়ে বেঁচে আছি। প্রিয়াঙ্কা পাল বলেন, সামান্য আয়ে সংসার টিকিয়ে রাখা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের তৈরি জিনিস আগের মত মানুষ ব্যবহার করে না। তিনি আরো বলেন আমার এক মেয়ে নবম শ্রেণীতে পড়ছে লেখাপড়ার খরচ যোগাতে খুব কষ্ট হচ্ছে ভিটা ছাড়া আর কোনো জমি নেই। আমি ও আমার স্বামী ১৪-১৫ বছর যাবত এ কাজ করে কোন রকম সংসার চালাচ্ছি। আমাদের দিন আনতে পান্তা ফুরায় কোন রকম বেঁচে আছি। আমাদের যদি সরকার একটু সাহায্য সহযোগিতা করতো তাহলে আমাদের এই পেশাটা আমরা ধরে রাখতে পারতাম। প্রবীর পাল বলেন, আমাদের বাপ দাদার ঐতিহ্যবাহী পেশা ছেড়ে আমি এখন মোটর গ্যারেজে কাজ করি। কারণ বাপ-দাদার পেশায় আগের মত আয় রোজগার হয় না। মাটির কলস হাঁড়ি-পাতিল, ব্যাংক পাত্র, বাচ্চাদের খেলনা, দইয়ের পাতিল, মুটকি, গুড়ের ভাড়, ভাপা পিঠার পাতিল, ফুলের টপ, এসব জিনিসপত্র এখন আগের মত মানুষ ব্যবহার করে না। তাই বাধ্য হয়ে এই পেশা ছেড়ে আমি এখন গ্যারেজে কাজ করে সংসার চালাই কানাই পাল নামে এক কুমার বলেন, আমাদের মৃৎশিল্প প্রাচীনকাল ঐতিহ্য রয়েছে। এলমোনিয়াম, প্লাস্টিক, সিলভার এসব জিনিসের কারণে। মাটির জিনিসপত্র এখন আগের মতো ব্যবহার হচ্ছে না। এ পেশা ছেড়ে অনেকেই আমার মত অন্য পেশায় চলে গেছে। আমি এখন চা, পান, সিগারেট বিক্রি করে স্ত্রী সন্তান নিয়ে বেঁচে আছি।

বাগান বিলাস ফুলে বাহারি রঙের মৌটুসী পাখি কাটাছড়ি, রাঙামাটি।

সাতকানিয়ায় টপ সয়েল কাটায় জরিমানা

সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম প্রতিনিধি : দক্ষিণ চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় কৃষি জমির উর্বর অংশ তথা টপ সয়েল কেটে ইট তৈরির প্রমাণ পাওয়ায় একটি ইট ভাটাকে নগদ ২ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। সাতকানিয়া উপজেলার ঢেমশা ইউনিয়নের নাপিতের চর এলাকায় অবস্থিত জিলানী ব্রিক ফিল্ডে মোবাইল কোর্টের অভিযান পরিচালনা করেন সাতকানিয়া উপজেলার সহকারি কমিশনার (ভূমি) এবং এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট জনাব ফারিস্তা করিম। অভিযানকালে জমির টপ সয়েল কেটে ইট প্রস্তুতের প্রমাণ পাওয়ায় জিলানী ব্রিক ফিল্ডের ম্যানেজার হাজী বেলাল আহমদকে বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন- ২০১০ এর সংশ্লিষ্ট ধারায় দুই লক্ষ টাকা অর্থদন্ড প্রদান করা হয়। মোবাইল কোর্টে সহযোগিতা করেন উপজেলা ভূমি অফিসের কর্মচারীবৃন্দ এবং সাতকানিয়া থানার পুলিশ সদস্যবৃন্দ।

দিঘলিয়ায় সরকারি খাল খনন কাজের উদ্বোধন

দিঘলিয়া, খুলনা প্রতিনিধি : দিঘলিয়া উপজেলার ব্রহ্মগাতী ব্রীজ সংলগ্ন এলাকায় সাসটেইনেবল কোস্টার এন্ড মেরিন ফিশারীজ প্রজেক্ট (SCMFP) এর আওতায় উপজেলার নাককাটি খাল খননের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। এসময় উপস্থিত ছিলেন দিঘলিয়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরিফুল ইসলাম। আরো উপস্থিত ছিলেন দিঘলিয়া উপজেলা সিনিয়র মৎস্য অফিসার স্নিগ্ধা খাঁ বাবলী, উপজেলা কৃষি অফিসার মোঃ কিশোর আহমেদ, উপজেলা প্রণি সম্পদ অফিসার ডাঃ মাহমুদা সুলতানা, পরিবেশবাদী সামাজিক সংগঠন আলোর মিছিলের সদস্য আকিব হোসেন, শেখ ফরিদ হোসেন, বিএনপি নেতা মোঃ গোলাম হোসেন, আজিজুর রহমান, মোঃ কামরুল ইসলামসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

ভোটার তালিকা হালনাগাদ করণে মত বিনিময় সভা

ধামইরহাট, নওগাঁ প্রতিনিধি : সারা দেশের ন্যায় ধামইরহাটে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করনের বিষয়ে 'উপজেলা সমন্বয় কমিটির মতবিনিময় সভা' অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা নির্বাচন অফিসের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত মত বিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাচন অফিসার আনিছার রহমান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে দিকনির্দেশনা মূলক বক্তব্য প্রদান করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. মোস্তাফিজুর রহমান। মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ তৌফিক আল জুবায়ের, খাদ্য নিয়ন্ত্রক মামুন অর রশিদ, পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা বেদারুল ইসলাম, জনস্বাস্থ্য উপসহকারী প্রকৌশলী মিলন কুমার, ইউপি চেয়ারম্যান ওসমান গনি এবং বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিগণ।

শীতের সকালে বোরো চাষের জন্য জমিতে মই টানছেন কৃষকেরা। দর্শনা, রংপুর।

চৌগাছায় স্থগীত হলো ভোটার তালিকা হালনাগাদ কার্যক্রম

চৌগাছা, যশোর প্রতিনিধি : যশোরের চৌগাছায় বৈষম্য বিরোধী ছাত্রদের দাবীর মুখে ভোটার তালিকা হালনাগাদ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগীত করা হয়েছে। উপজেলার সরকারি শাহাদৎ পাইলট মাধ্যামিক বিদ্যালয়ের হলরুমে প্রশিক্ষণ শুরু হয়। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহনকারিদের বেশিরভাগই পতিত সরকারের অনুসারি। একারনে ছাত্ররা দুপুরে উপজেলা নির্বাচন অফিস ঘেরাও করে। তাদের দাবীর মুখে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগীত করা হয়। উপজেলা বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা রাসেদুল ইসলাম রিতম জানায়, উপজেলায় ভোটার তালিকা হালনাগাদ কার্যক্রমে সকল জনশক্তিই পতিত সরকারের। রিতম অভিযোগ করে বলেন, তালিকায় উপজেলা মহিলা আওয়ামীলীগের নেত্রী ইস্মতারা, স্বরুপদাহ ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি আলী হোসেন, আওয়ামীলীগ নেতা ধুলিয়ানি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক আশরাফুল ইসলাম, আওয়ামী পন্থী শিক্ষক নেতা কয়ারপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নুরে আলম মুক্তি, স্বরুপদাহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সামাউল ইসলামসহ তালিকার নিরানব্বই ভাগই পতিত সরকারের পদধারী নেতা কর্মী। ছাত্ররা অভিযোগ করে, ভোটার তালিকা হালনাগাদ করার আগে যারা এ কার্যক্রমে অংশগ্রন করবেন তাদের তালিকা হালনাগাদ করার প্রয়োজন ছিল। ১৬ বছর ধরে যারা সুযোগ সুবিধা ভোগ করেছে তাদেরকে দিয়েই আবার কাজ শুরু করেছেন যা আমাদের পক্ষে মানা সম্ভব না। ছাত্ররা আরও অভিযোগ করে, আমরা প্রথম থেকেই নির্বাচন অফিসকে অনুরোধ করে আসছিলাম তালিকা প্রনয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহনকারি শিক্ষকদের একটি স্বচ্ছ তালিকা করতে। কিন্তু তারা অতিমাত্রায় আওয়ামী তোষনের কারনে এই কাজটি না করেই প্রশিক্ষন কার্যক্রম শুরু করেছেন। সকালে জানতে পেরে আমরা নির্বাচন অফিস ঘেরাও করি। এক পর্যায় নির্বাচন অফিসার সেলিম রেজা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সাময়িক স্থগীত ঘোষনা করলে ছাত্ররা স্থান ত্যাগ করে। এসময় তিনি আমাদের প্রতিশ্রতি দেন ভোটার তালিকা হালনাগাদ কাজে অংশগ্রহনকারিদের নাম পূণরায় যাচায়-বাচায় করা হবে। জানাযায়, ২০২০ সালে এই উপজেলা নির্বাচন অফিসার যোগদানের পরে উাপজেলায় চারটি প্রহসনমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। তার সময়ে একটি ইউপি, একটি উপজেলা, একটি পৌরসভা ও একটি জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু তার দায়িত্ব পালনকালে নৌকার প্রতিদ্বন্ধী প্রার্থীরা অফিসে পাত্তাই পাইনি বলে অভিযোগ রয়োছে।

চাটমোহরে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

চাটমোহর, পাবনা প্রতিনিধি : পাবনার চাটমোহর উপজেলার হরিপুর দূর্গাদাস হাইস্কুল এন্ড কলেজের বার্ষিক ক্রড়া প্রতিযোগিতা,নবীনবরণ ও কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব মাঠে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মুসা নাসের চৌধুরী। স্বাগত বক্তব্য দেন প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ আলী হায়দার সরদার।

প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপি'র কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য আলহাজ্ব কে এম আনোয়ারুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন চাটমোহর প্রিন্সিপ্যাল এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ আব্দুর রহিম কালু,থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ মনজুরুল আলম,উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ মগরেব আলী,হরিপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম,সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ,অভিভাবকসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

রায়গঞ্জে শীতবস্ত্র বিতরণ

রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি : সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ পৌর এলাকার শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। আলহাজ্ব নূর সাঈদ সরকার ফাউন্ডেশনুর উদ্যোগে রায়গঞ্জ পৌর সভার ৯টি ওয়ার্ডের পাঁচশত শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র কম্বল বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে মনিরুজ্জামান পলাশের সভাপতিত্বে ও সোহাগ হাসানের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা ছাত্র দলের সদস্য সচিব সাইফুল্লাহ ইবনে সাঈদ (সজল)। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, এবার শীতের শুরুতেই হাড় কাঁপানো শীতে অনুভূত হচ্ছে। অনেক নিম্ন আয়ের অসহায় দুস্থ লোক শীতের কাপড় কিনতে পারছেনা। এ অবস্থায় আমি তাদের পাশে দাঁড়িয়েছি। বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলে, সরকারি বেগম নুরুণনাহার তর্কবাগীশ অনার্স কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ আব্দুল মোতালেব শেখ, উপজেলা বিএনপ্পির সভাপতি শামছুল ইসলাম, পৌর বিএনপ্পির সভাপতি হাতেম আলী সুজন, সাধারণ সম্পাদক রাশেদুল হাসান মিরন, সাংগঠনিক সম্পাদক রোম বাদশা, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ন আহবায়ক মোকলেছুর রহমান, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থী শ্রাবন, বিশিষ্ট সমাজ সেবক তমাল সরকার, ধানগড়া পৌর ছাত্র দলের সদস্য সচিব মো. হাছিবুর রহমান, মরহুম আলহাজ্ব নূর সাঈদ সরকারের পরিবারের সকল সদস্যসহ পৌর এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

ফরিদপুরে ফলিত পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষন কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নগরকান্দা, ফরিদপুর প্রতিনিধি : ফরিদপুরের নগরকান্দায় ফলিত পুষ্টি বিষয়ক ৩ দিনের প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। নগরকান্দা উপজেলা কৃষি অফিসের সহযোগিতায় বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) এর আয়োজনে নগরকান্দা উপজেলা পরিষদ হল রুমে প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

গোমস্তাপুরে ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত

গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি : চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলার রহনপুরে টিভি, ফ্রিজ কাপ টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে। রহনপুর এবি মাঠে এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন জেলার ১৪ টি ফুটবল দল অংশ নিচ্ছে। উদ্বোধনী খেলায় গোমস্তাপুর ফুটবল দল বনাম আলিনগর ফুটবল দল অংশ নেন। এছাড়া অন্য খেলায় চৌডালা ফুটব দল বনাম ফোকলোর আইটি রহনপুর, কাকল কলেজ ফুটবল দল বনাম মেঘনা যুব সংঘ অংশ নেন। প্রসঙ্গত, এই এলাকার ফুটবল খেলাকে সামনের দিকে অগ্রসরে ও যুব সমাজকে মাদকের হাত থেকে রক্ষার্থে রহনপুর প্রভাতী ফুটবল দল এই টুনার্মেন্টের আয়োজন করে।

কটিয়াদীতে যান্ত্রিক উপায়ে চারা রোপনের উদ্বোধন

কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি : কিশোরগঞ্জের কটিয়াদীতে রবি মৌসুমে প্রণোদনা কর্মসূচীর আওতায় বোরো ধানের সমলয় চাষাবাদের মাধ্যমে ব্লক প্রদর্শনী স্থাপনের নিমিত্তে রাইস ট্রান্সপ্লান্টার যন্ত্রের সাহায্যে চারা রোপন কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে। উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে পৌর এলাকার বোয়ালিয়া ব্লকে সমলয় পদ্ধতিতে চারা রোপনের মাধ্যমে কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়। এ উপলক্ষে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা কৃষি অফিসার মো. শফিকুল ইসলাম ভূইয়ার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. মাঈদুল ইসলাম।

চাঁদপুর শ্রেষ্ঠ পুলিশ অফিসার পুরস্কার

চাঁদপুর প্রতিনিধি : চাঁদপুর সদরে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ ও সড়ক যানবাহন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ রাখাসহ নানা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে ডিসেম্বর মাসে সর্বোচ্চ প্রসিকিউশন দাখিলকারী কর্মকর্তা হিসেবে চাঁদপুর সদর ট্রাফিকের টিআই এডমিন মো. মাহফুজ মিয়া কে জেলার ৮ টি উপজেলার ৮ জন টিআইয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ টিআই নির্বাচিত করা হয়েছে। গত শনিবার সকালে পুলিশ লাইন্স ড্রিলশেডে চাঁদপুর পুলিশ লাইনসে মাসিক কল্যাণ সভায় পুলিশ বিভাগে বিগত ডিসেম্বর মাসে বিভিন্ন ক্ষেত্রে জেলার শ্রেষ্ঠ অফিসার নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন পুলিশ সুপার পুলিশ সুপার মুহম্মদ আব্দুর রকিব। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হাজীগঞ্জ সার্কেল) মুকুর চাকমার পরিচালনায় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্তি পুলিশ সুপার (পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত) সুদীপ্ত রায়, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস্) রাশেদুল হক চৌধুরী, চাঁদপুরের সকল থানার অফিসার ইনচার্জ, ডিআইও-১, জেলা বিশেষ শাখা, অফিসার ইনচার্জ, জেলা গোয়েন্দা শাখা, পুলিশ পরিদর্শক, শহর ও যানবাহন শাখা, কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক, আরআই, পুলিশ লাইন্স, আরও আই, রিজার্ভ অফিসসহ জেলা পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের অফিসার ও ফোর্সরা। পুলিশ সুত্রে জানা যায়, গত ২০২৪ এর ডিসেম্বর মাসে জেলার সর্বোচ্চ সর্বোচ্চ প্রসিকিউশন দাখিলকারী হিসেবে অবদান রাখার স্বীকৃতি স্বরুপ তিনি জেলার শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন লাভ করেছেন। এদিকে এই সম্মাননা স্মারক গ্রহণের পর চাঁদপুর সদর ট্রাফিকের টিআই এডমিন মো. মাহফুজ মিয়া চাঁদপুরে কর্মজীবনে সবার সহযোগিতা নিয়ে চাঁদপুর বাসীর জন্য কাজ করতে সহযোগিতা চান এবং নিজের জন্য দোয়া চান এবং পাশাপাশি তাঁকে এ পুরস্কার প্রদান করায় চাঁদপুরের পুলিশ সুপারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

কালীগঞ্জে ভাবির আঘাতে দেবর জখম

কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে ভাবির ইটের আঘাতে দেবর জনি রায় (৩৮) নামের এক যুবক মারাত্মক আহত হয়েছেন। আহত যুবক উপজেলার সিংগী গ্রামের লক্ষন রায়ের ছেলে। এ ঘটনায় কালীগঞ্জ থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন জনি রায়। থানায় করা অভিযোগ বলঅ হয়েছে গত বুধবার রাতে জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে কথা কাটির জেরে জনি রায়ের বড় ভাই লিটন রায় তাকে ঝাপটে ধরেন , এ সময় লিটন রায়ের স্ত্রী পাপিয়া রায় ইট দিয়ে জনির মাথা ও চোখে আঘাত করেন। সে সময় জনি রায় মাটিতে লুটিয়ে পড়লে প্রতিবেশিরা তাকে উদ্ধার করে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। এসময় জনি রায়ের মাথায় ১৬ টি সেলাই দেওয়া হয়। হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তার চোখের উন্নত চিকিৎসার জন্য খুলনা যাওয়ার পরামর্শ দেন। এ ব্যাপারে জনি রায় জানান, আমার ভাই ও ভাবি পূর্বেও আমার মাথায় আঘাত করেছিল আমাকে মেরে ফেলার জন্য। সে সময় আমার মাথায় ৬ টি সেলাই দেওয়া লেগেছিল। এবার আমার চোখের অবস্থা আরো খারাপ। এ ঘটনার সুষ্ঠ বিচারের জন্য থানায় অভিযোগ দিয়েছি। ঘটনার সত্যতা জানতে চেয়ে লিটন রায়ের মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি। অভিযোগের ব্যাপারে কালীগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শহীদুল ইসলাম হাওলাদার বলেন, এ ঘটনায় একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ভেড়ামারায় শীতার্থদের মাঝে কম্বল বিতরণ

ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া প্রতিনিধি : সামাজিক ও মানবকল্যান মুলক প্রতিষ্টান শিশু তাহমিদ ফাউন্ডেশন কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় শীতার্থদের মাঝে কম্বল বিতরন কার্যক্রম শুরু করেছে। ভেড়ামারা হাইস্কুল গলির অফিস থেকে এই কম্বল বিতরন কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়। কম্বল বিতরন কার্যক্রমের অংশ হিসাবে এ বছর সন্ধ্যার পর রাতের অন্ধকারে শীতার্থ অসহায়, দুস্থ, এতিম, প্রতিবন্ধীদের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে কম্বল তুলে দেওয়ার কাজ করছে ফাউন্ডেশনটি। শিশু তাহমিদ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান, ল্যাব এইড ডায়গনষ্টিক সেন্টার এন্ড ডক্টরস পয়েন্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও ভেড়ামারা বিনামূল্যে চিকিৎসালয়ের সভাপতি সাংবাদিক শাহ্ জামাল'র সার্বিক তত্বাবধায়নে অনুষ্ঠিত কম্বল বিতরন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকের ভেড়ামারা শাখার ম্যানেজার আমিনুল ইসলাম।

দেবহাটায় ইউএনওর মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সামগ্রী বিতরন

দেবহাটা, সাতক্ষীরা প্রতিনিধি : দেবহাটায় তারুণ্যের উৎসবে ইউএনও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সামগ্রী বিতরন করেছেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আসাদুজ্জামান বিভিন্ন স্কুলে তারুণ্যের উৎসবে যোগদান করে মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে এই শিক্ষা সামগ্রী বিতরন করেন। সকালে দেবহাটা সরকারী বিবিএমপি হাইস্কুলে তারুণ্যের উৎসবে ইউএনও মোঃ আসাদুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে স্কুলের মেধাবী

বোরো ধান রোপণের জন্য জমিতে চাষ দেওয়া হচ্ছে। এতে মাটি থেকে বের হওয়া পোকামাকড় খাওয়ার জন্য ভিড় করেছে সাদা বকের দল। কৃষি খামার, টেবুনিয়া, পাবনা

হফেনহেইমের জালে বায়ার্নের গোল উৎসব

স্পোর্টস ডেস্ক : জার্মান বুন্দেসলিগার পয়েন্ট টেবিলে লড়াইটা বায়ার্ন মিউনিখ আর বায়ার লেভারকুসেনের মধ্যে বেশ ভালোই জমে উঠেছে। যদিও দুই দলের মধ্যে এখন পয়েন্টের ব্যবধান চার। গত বুধবার রাতে ঘরের মাঠে হফেনহেইমকে পেয়ে ব্যবধানটা বাড়িয়ে নিতে পেরেছে বায়ার্নের ফুটবলাররা। হফেনহেইমের জালে রীতিমত গোল উৎসব করে ৫-০ গোলে জয়লাভ করেছে বায়ার্ন। ১৭ ম্যাচ শেষে ৪২ পয়েন্ট নিয়ে সবার শীর্ষে এখন বায়ার্ন মিউনিখ। সমান ম্যাচে ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বায়ার লেভারকুসেন। ১৭ ম্যাচে ৩৩ পয়েন্ট নিয়ে ফ্রাঙ্কফুর্ট রয়েছে তৃতীয় স্থানে। ম্যাচের শুরুতে ১৯ মিনিটের ব্যবধানে তিন গোল করে বায়ার্ন। ম্যাচের বয়স যখন ৬ মিনিট, তখন গোল করেন লেরয় সান। থমাস মুলারের অ্যাসিস্ট থেকে বল পেয়ে হফেনহেইমের জালে বল জড়ান সান। ম্যাচের ১২তম মিনিটে হ্যারি কেইনের সঙ্গে ওয়ান-টু পাস করে করে নিয়ে গিয়ে দ্বিতীয় গোল করেন রাফায়েল গুয়েরেইরো। ৫ মিনিট পর আবারও গোল। এবারের গোলদাতা হ্যারি কেইন নিজে। কেইন পেনাল্টি থেকে গোলটি করেন। এ নিয়ে হ্যারি কেইন জার্মান বুন্দেসলিগায় ১৬তম গোল করলেন। এখনও পর্যন্ত যা এবারের মৌসুমে বুন্দেসলিগায় সর্বোচ্চ। আরও একটি রেকর্ড গড়লেন। বুন্দেসলিগায় এখনও পর্যন্ত ১২টি পেনাল্টি শুট নিয়ে কোনোটি মিস করেননি কেইন। দ্বিতীয়ার্ধে গিয়ে আরও দুটি গোল করে বায়ার্ন মিউনিখ। ৪৮তম মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন লেরয় সান।

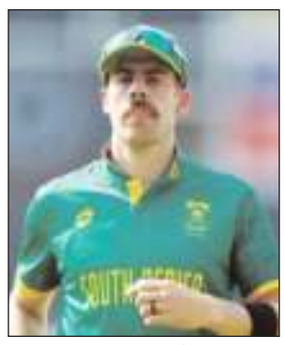

রিয়াল বেটিসের সাথে দাপুটে জয় পেলো বার্সা

স্পোর্টস ডেস্ক : টানা দুই ম্যাচে ৫ গোল করলো বার্সেলোনা। দু'দিন আগেই সৌদি আরবের জেদ্দায় স্প্যানিশ সুপারকাপের ফাইনালে রিয়াল মাদ্রিদের জালে ৫ বার বল জড়িয়েছে বার্সা ফুটবলাররা। এবার কোপা ডেল রে'র রাউন্ড-১৬ এ রিয়াল বেটিসের জালে ৫বার বল জড়ালেন লামিনে ইয়ামালরা। ৫-১ গোলের দারুণ এক জয়ে কোপা ডেল রে'র কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করলো কাতালান ক্লাবটি। ম্যাচে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখিয়েছেন তরুণ তারকা লামিনে ইয়ামাল। যদিও তিনি গোল করেছেন একটি। তবে আরও দুটি গোলের জোগানদাতাও ছিলেন তিনি। রিয়াল মাদ্রিদকে ৫-২ গোলে বিধ্বস্ত করার পর হান্সি ফ্লিকের শিষ্যরা যেন উড়ছে। যার প্রতিফলন দেখা গেলো রিয়াল বেটিসের বিপক্ষে। যদিও এই ম্যাচে বার্সা পূর্ণ শক্তির দল নিয়ে খেলতে নামেনি। কোচ ফ্লিক বিশ্রাম দিয়েছেন রবার্ট লেওয়ানডস্কি, মার্ক ক্যাসাডো এবং আলেহান্দ্রো বালদেকে। ম্যাচের শুরু থেকেই দারুণ প্রভাব বিস্তার করে খেলতে থাকে বার্সা। যার ফলে মাত্র ৩য় মিনিটেই গোল আদায় করে নেয় বার্সার তরুণ ফুটবলার গাবি। দানি ওলমোর অ্যাসিস্ট থেকে এক নিচু শটে বল জড়িয়ে দেন তিনি। ২০ মিনিটে গোল পেয়ে গিয়েছিলেন ওলমোও। কিন্তু দুর্ভাগ্য তার। বলটা পোস্টে লেগে ফিরে আসে। তবে ২৭তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন হুলেস কুন্দে। ইয়ামালের বাড়িয়ে দেয়া পাস থেকে দারুণ এক ভলিতে বেটিসের জালে বল জড়ান কুন্দে। হুলেস-কুন্দের যৌথ প্রচেষ্টায় এরপর আরও একটি গোল হয়েছিলো; কিন্তু ভিএআর দেখে সেই গোলটি বাতিল করে দেয়া হয়। তবে ৫৮তম মিনিটে ব্যবধান বাড়ান ব্রাজিলিয়ান তারকা রাফিনহা। লামিনে ইয়ামালের কাউন্টার অ্যাটাক থেকে খুব সহজ গোলের বলটি পেয়ে যান রাফিনহা। ৬৭তম মিনিটে চতুর্থ গোল করেন পরিবর্তিত খেলোয়াড় ফেরান তোরেস। ওলমোর ক্রস থেকে বল পান তিনি।

আবারও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকে ছিটকে গেলেন নর্কিয়া

স্পোর্টস ডেস্ক : ক্রিকেট বিশ্বে আনরিখ নর্কিয়ার মত দুর্ভাগ্য হয়তো খুব কম ক্রিকেটারেরই আছে। ইনজুরির কারণে ২০১৯ ও ২০২৩ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপে খেলা হয়নি এই পেসারের। এবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিকে সামনে রেখেও আবারো চোট হানা দিয়েছে। চোটের কারণে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকেও ছিটকে গেছেন আনরিখ নর্কিয়া। ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে, গত সোমবার নর্কিয়ার স্ক্যান করানো হয়েছে। কিন্তু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ৫০ ওভার খেলার জন্য সময়মতো সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা নেই তার। আনরিখ নর্কিয়া সর্বশেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছিলেন গত জুনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে, এরপরে আর খেলেননি। পাকিস্তানের বিপক্ষে সাদা বলের সিরিজ দিয়ে ফেরার কথা ছিল তার। তবে নেটে অনুশীলনের সময় তার পায়ে আঘাত লেগে আঙুল ভেঙে যায়। এরপর থেকে তিনি আর কোনো ম্যাচ খেলেননি। একারণে ছিটকে গেছেন এসএ টি-টোয়েন্টি থেকেও। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল ইতিমধ্যেই ঘোষণা করে দিয়েছে ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকা। আনরিখ নর্কিয়ার পরিবর্তে কাকে নেয়া হবে তা দ্রুতই ঘোষণা করবে দলটি। নর্কিয়ার জায়গায় চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে পারেন আরেক পেসার জেরাল্ড কোয়েটজি। যদিও কোয়েটজিও চোটের কারণে বাইরে ছিলেন। তবে এসএটি-টোয়েন্টি দিয়ে তিনি আবারো খেলায় ফিরেছেন।

নেইমারকে দলে ভেড়ানোর জন্য শুরু হয়েছে কাড়াকাড়ি

স্পোর্টস ডেস্ক : সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলাল ছেড়ে কোথায় যাচ্ছেন নেইমার? এই প্রশ্ন অবশ্য ফুটবলপ্রেমীদের মনে বার বার আসছে। অনেক ক্লাবের সঙ্গেই নেইমারের যোগাযোগ হচ্ছে। তবে তাদের বেশিরভাগই মেজর লিগ সকারের। অবশ্য নেইমারকে দলে নেওয়ার দৌড় থেকে ইতোমধ্যে ইস্তফা দিয়েছে ইন্টার মায়ামি। তাদের নতুন আর্জেন্টাইন কোচ জাভিয়ের মাসচেরানো স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন এই মুহূর্তে নেইমারকে দলে ভেড়ানোটা তাদের জন্য একপ্রকার অসম্ভব। তাতে অবশ্য ফুটবলপ্রেমীরা বার্সেলোনার সেই মেসি-নেইমার-সুয়ারেজ ত্রয়ীকে আবার মায়ামিতে দেখার যে স্বপ্ন দেখছিল সেটাতে আপাতত ইস্তফা দিতে হচ্ছে। অবশ্য মায়ামি সরে দাঁড়ানোয় এমএলএম'র অন্যান্য ক্লাবগুলো কাড়াকাড়ি শুরু করেছে নেইমারকে নিয়ে। সেই তালিকায় সবার উপরে আছে শিকাগো ফায়ার এফসি'র নাম। ক্লাবটি নতুন মৌসুমকে সামনে রেখে যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক কোচ গ্রেগ বারহল্টারকে। তার তত্ত্বাবধানে ঢেলে সাজাতে চেষ্টা করছে দলকে। সেখানে তারকা ফুটবলার হিসেবে নেইমারকে নিতে চাচ্ছে তারা। বাকি দুইটি ক্লাবের নাম অবশ্য সেভাবে প্রকাশ্যে আসেনি। কিন্তু তারা ভেতরে ভেতরে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে নেইমারকে দলে ভেড়াতে। ২০২৩ সালে নেইমার ৯৭.৬ মিলিয়ন ডলারে প্যারিস সেন্ত জার্মেই (পিএসজি) ছেড়ে যোগ দেন আল হিলালে। কিন্তু সৌদি আরবের ফুটবল জার্নিটা তার মোটেও ভালো হয়নি। একের পর এক ইনজুরির কারণে তিনি অধিকাংশ সময়ই থেকেছেন মাঠের বাইরে। হিলালে যোগ দিয়েই এসিএল ইনজুরিতে পড়েন নেইমার। অক্টোবরে ফেরার পর পরই তিনি আবার হ্যামস্ট্রিংয়ের ইনজুরিতে পড়েন। নেইমার আল-হিলালের হয়ে মাত্র সাত ম্যাচ খেলেছিলেন। কেবল এক গোল করেছিলেন এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগে। ইনজুরির পরও নেইমার বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় অ্যাথলেট হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছেন। বিশেষ করে আমেরিকানদের কাছে। সে কারণেই এমএলএস'র ক্লাবগুলো ব্রাজিলিয়ান এই স্ট্রাইকারকে দলে নিতে উঠেপড়ে লেগেছে। নেইমার ২০০৯ সালে তার ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন ব্রাজিলের ক্লাব সাও-পাওলোর হয়ে। ক্লাবটির হয়ে জিতেছিলেন কোপা লিবার্তাদোরেস। এরপর ২০১১ সালে যোগ দেন বার্সেলোনায়। সেখানে যোগ দিয়ে ২০১৩ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে মেসি, সুয়ারেজ, জর্ডি আলবা, সার্জিও বুসকেটসদের সঙ্গে জিতেছিলেন উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের শিরোপা। দুটি জিতেছিলেন লা লিগার শিরোপা। আর তিনটি জিতেছিলেন কোপা ডেল রের শিরোপা। ২০১৭ সালে পিএসজিতে যোগ দিয়ে পাঁচটি ফ্রেঞ্চ লিগ ওয়ান শিরোপা, তিনটি ফ্রেঞ্চ কাপ ও দুটি ফ্রেঞ্চ লিগের শিরোপা জিতেছিলেন নেইমার। ২০২১ সালে তার সঙ্গে পিএসজিতে যোগ দেন মেসিও। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নেইমার ব্রাজিলের হয়ে কাফুর পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১২৮ ম্যাচ খেলেছেন। গোল করেছেন রেকর্ড ৭৯টি। যা ব্রাজিলের জার্সি গায়ে সর্বোচ্চ। ২০১৬ রিও অলিম্পিকে তিনি ব্রাজিলকে স্বর্ণ জিতিয়েছিলেন।

ভারতের ব্যাটিং কোচ হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন পিটারসেন

স্পোর্টস ডেস্ক : সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজে ব্যর্থ হয়েছে ভারত। যার পেছনে বড় দায় ছিল ব্যাটিংয়ের। এ নিয়ে এবার ব্যাটিং কোচ নিয়োগের কথা ভাবছে বিসিসিআই। ভারতের ব্যাটিং কোচ হতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন সাবেক ইংলিশ তারকা কেভিন পিটারসেন। ভারতের কোচিং স্টাফে একজন ব্যাটিং কোচ যুক্ত করার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে বিসিসিআই। বিষয়টি নিয়ে এক্স-এ পোস্ট করেন সামাজিক মাধ্যমে ক্রিকেটের বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরা ভারতের মুফাদাল ভোহরা। পরদিন সেখানে পিটারসেন লেখেন, 'অ্যাভেইলেবল।' বর্তমান ভারতীয় কোচিং স্টাফে কোনো নির্দিষ্ট ব্যাটিং কোচ নেই। প্রধান কোচ গম্ভীর তার কোচিং স্টাফে কোনো অফিসিয়াল ব্যাটিং কোচ না রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এর পরিবর্তে দুজন সহকারী কোচ হিসেবে বেছে নেন অভিষেক নায়ার ও রায়ান টেন ডেসকাটেকে। খেলোয়াড়ি জীবনে এই দুইজনই দক্ষ ব্যাটার হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ঘরোয়া ক্রিকেট ও আইপিএলে ব্যাটিং কোচ হিসেবে বেশ সুনাম রয়েছে নায়ারের। গম্ভীরের কোচিং স্টাফে বোলিং কোচ হিসেবে আছেন মরনে মরকেল আর ফিল্ডিং কোচ টি দিলিপ। ৪৪ বছর বয়সী ইংলিশ ক্রিকেটার কেভিন পিটারসেনের শীর্ষ পর্যায়ের ক্রিকেটে কোন কোচিংয়ের অভিজ্ঞতা নেই। বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকার ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ এসএটি-২০ তে ধারাভাষ্যকার ও সঞ্চালক হিসেবে কাজ করছেন।

লাইফস্টাইল

শীতে গরম নাকি ঠান্ডা পানিতে চুল ধোবেন?

লাইফস্টাইল ডেস্ক : ছবি- সত্যিই গরম পানি দিয়ে গোসলে করলে চুলের ক্ষতি হয়? শীতে চুলের যাবতীয় সমস্যায় কমবেশি সবাই ভোগেন। এ সময় চুল পড়া থেকে শুরু করে খুশকি, চুলের ডগা ভাঙা এমনকি চুল রুক্ষ হয়ে যাওয়ার সমস্যায় অনেকেই ভোগেন। তার উপর আবার শীতে গোসলের সময় চুলে ঠান্ডা না গরম পানি ব্যবহার করবেন তা নিয়ে ভাবনায় পড়েন কেউ কেউ। অনেকেই গরম পানিতে চুল পরিষ্কার করতে ভয় পান। কারণ অনেকেরই ধারণা আছে, গরম পানি ব্যবহারে চুল উঠে যাবে। তাহলে কি সত্যিই গরম পানি দিয়ে গোসলে করলে চুলের ক্ষতি হয়? কী বলছে বিজ্ঞান? আসলে চুলে গরম পানি ব্যবহার করা স্বাস্থ্যসম্মত হলেও কখন গরম পানি দেবেন, তা জানতে হবে। ঠিক সময় চুলে গরম পানি ব্যবহারে অনেক উপকার। চুলে যেদিন শ্যাম্পু করেন, পারলে সেদিনই চুলে গরম পানি দিন। বিশেষজ্ঞদের মতে, গরম পানি চুলের গোড়ায় একটি বিশেষ অনুভূতি বা সেনসেশন তৈরি করে। এটি চুলের কিউটিকলগুলো খুলে দেয়। এই কিউটিকলেই ময়লা জমে থাকে। যা চুলকে দুর্বল করে দেয়। বাড়তে দেয় না। বরং এর জন্য কিছু ক্ষেত্রে চুল পড়া বেড়ে যায়। এই কিউটিকল খুলে গেলে সেখান থেকে ময়লা পরিষ্কার দেয় গরম পানি। এতে চুলের স্বাস্থ্য আরও ভালো থাকে। তবে শ্যাম্পু করার পর কন্ডিশনার ব্যবহারের পর তা ধোয়ার সময় ঠান্ডা পানি ব্যবহার করতে হবে। ঠান্ডা পানির কাজ গরম পানি ঠিক উল্টো। যে কিউটিকলগুলো খুলে চুলের ময়লা সাফ করেছিল গরম পানি, সেই কিউটিকলগুলোকেই বন্ধ করে দেয় ঠান্ডা পানি। এতে চুলের গোড়া মজবুত থাকে। একই সঙ্গে স্ক্যাল্পের ময়লাও পরিষ্কার হয়ে যায়। শীতকাল বলে নয়, গরম পানি সব ঋতুতেই এই কাজ করে। তাই চুলের যত্ন নিতে দু'রকম পানিই সমান কার্যকরী। তবে শুধুই গরম পানি দিয়ে গোসল করলে চলবে না। চুল ধোওয়ার সঠিক নিয়মটিও মানতে হবে। তবেই চুল ওঠার বদলে আরও পরিষ্কার ও মজবুত হবে। এতে চুল লম্বাও হবে দ্রুত। সূত্রঃ এবিপি লাইভ

শীতে গোসলের ভুলে চুলকানি হচ্ছে না তো?

লাইফস্টাইল ডেস্ক : গরম পানি ছাড়া শীতে অনেকেই গোসল করেন না। তবে সবার ক্ষেত্রে গরম পানি দিয়ে গোসল করা ঠিক নয়। কারণ গরম পানি ব্যবহারে চুল ও ত্বকের বেশ ক্ষতি হয়। আবার শীতে প্রতিদিন গরম পানিতে গোসল করলে ত্বকের প্রাকৃতিক তেল কমে যায় ও ত্বক শুষ্ক হয়ে পড়ে। এমন অনেক ভুল আছে যা অনেকেরই অজানা। এমনই কিছু ভুল আছে, যা শীতে গোসলের সময় অনেকেই করেন। ফলে অ্যাকজিমা, সোরিয়াসিস ও শুষ্ক ত্বকের মতো চর্মরোগ হতে পারে। মডার্ন ডার্মাটোলজির সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও সহ-প্রতিষ্ঠাতা চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ডিন মেরাজ রবিনসনের মতে, ত্বককে সুস্থ রাখতে প্রতিদিন গোসল করা অপরিহার্য। তবে এর সঙ্গে কিছু বিষয়ের যত্ন নেওয়াও জরুরি। তার মতে, বেশিরভাগ মানুষই গোসলের সময় ত্বকে অতিরিক্ত সাবান ব্যবহার করেন কিংবা দীর্ঘক্ষণ গোসল করেন। তবে এমনটি করলে ত্বকের ক্ষতি হতে পারে। শীতে ত্বক বেশি শুষ্ক হলে অ্যাকজিমাসহ বিভিন্ন চর্মরোগের ঝুঁকি বাড়ে। শীতে ঠান্ডা লাগা কিংবা ত্বকের সমস্যা এসব থাকবেই, তবুও পরিষ্কার থাকতে নিয়মিত গোসল করতে হবে। শীতে যেহেতু বেশি খাওয়াদাওয়া হয়, তারপর আবার গরম কাপড় পরা হয় এ অবস্থায় গোসল না করলে হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়তে পারে। বিশেষ করে ফাটা ত্বকের সমস্যা থাকলে নিয়মিত গোসল করলে খারাপ ব্যাকটেরিয়া শরীরে প্রবেশ করতে পারে না।

শীতে মাছ বেশি খাবেন কেন?

লাইফস্টাইল ডেস্ক : মাছে-ভাতে বাঙালি। প্রতিদিন কোনো না কোনো বেলায় মাছের পদ খান কমবেশি সবাই। কারও পছন্দ ছোট মাছ তো আবার কারও পছন্দ বড় মাছ। তবে আপনার যে মাছই পছন্দ হোক না কেন, এই শীতে নিয়মিত তা খাওয়া জরুরি। আসলে মাংস-ডিমের চেয়ে মাছ বেশি খেলে স্বাস্থ্যে বেশি উপকার মিলবে, এমনই মত বিশেষজ্ঞদের। তাদের মতে, শীতকালে প্রায় প্রতিদিনই মাছ খেতে পারলে ভালো। শীতে এমনিতেই নানা রোগাবালাই লেগে থাকে। আর শীতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে পারে মাছ। চলুন জেনে নেওয়া যাক এ সময় মাছ খেলে কী কী উপকার মিলবে- হার্ট ভালো থাকবে, শীতে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি থাকে। তাই এমন কিছু খাবার খেতে হবে যা হার্টের খেয়াল রাখে। মাছ সেই তালিকায় একেবারে উপরের দিকে আছে। বিশেষ করে সামুদ্রিক মাছ হৃদয়ের যত্ন নিতে খুবই দক্ষ। কারণ এই মাছে রয়েছে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড , যা হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কমায়। ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকবে, শীতে ওজন বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। কারণ এ সময় খাওয়া-দাওয়ায় একেবারেই নিয়ম মানতে ইচ্ছা করে না। তবে মাছ খেলে কিন্তু ওজন তেমন বাড়বে না। কারণ মাছে আছে প্রোটিন, যা ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। শীতে গোসলের ভুলে চুলকানি হচ্ছে না তো? ঝগড়ায় কি সত্যিই বাড়ে ভালোবাসা? পেশি মজবুত হবে, পেশিতে ব্যথা, গাঁটে গাঁটে যন্ত্রণা বেড়ে যায় শীতে। তাছাড়া বয়স বেশি হলে ঠান্ডা আবহাওয়ায় এসব ব্যথা যেন দ্বিগুণ হয়। ব্যথার সঙ্গে লড়াই করতে ভরসা রাখতে পারেন মাছের উপর। মাছের অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি উপাদান প্রদাহজনিত সমস্যা কমায়। মন ভালো থাকবে, শীতে সূর্যের আলো কম থাকে। ফলে ভিটামিন ডি কম শোষিত হয়। ভিটামিন ডি এর অভাবে মনের কোণেও মেঘ জমতে থাকে। বাড়ে উদ্বেগ আর অবসাদ। আর এ সমস্যাতেও মাছ বেশ উপকারী। কারণ মাছে ভরপুর পরিমাণে আছে ভিটামিন ডি। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে, শীতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী হওয়া জরুরি। এতে করে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কমবে। আর সে জন্যও প্রতিদিন কোনো না কোনো মাছ পাতে রাখা জরুরি। মাছে থাকে ভিটামিন ডি, যা রোগের সঙ্গে লড়াই করার শক্তি জোগায়। এছাড়া মাছে থাকা সেলেনিয়াম, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। সূত্রঃ ইন্ডিয়া টাইমস/ডিএনএ ইন্ডিয়া

কমেনি ভাপা ও চিতই পিঠার কদর

লাইফস্টাইল ডেস্ক : সিলেটে সন্ধ্যার পর বিভিন্ন রাস্তায় বসা পিঠার দোকানে ভিড়ের দৃশ্যটা নতুন নয়। বিভিন্ন রকমের ভর্তা দিয়ে পিঠা খাওয়ার মজাই আলাদা। বাসা-বাড়িতে হরেক রকম পিঠার আয়োজন থাকলেও ফুটপাত থাকে ভাপা ও চিতই পিঠার দখলে। শীত কমলেও এসব পিঠার কদর যে একটুও কমেনি, তার প্রমাণ পাওয়া যায় রিকাবি বাজার নজরুল অডিটোরিয়ামের সামনের দৃশ্য দেখে। একদিকে চুলা থেকে নামছে, অন্যদিকে পিঠাপ্রেমীরা নিয়ে খাচ্ছেন। দোকানদারকে রীতিমতো হিমশিম খেতে হচ্ছে। শীতকালে এশার আজানের আগে পিঠা দোকানের এরকম দৃশ্য যেন চিরচেনা। অনেকে চিতইয়ের সঙ্গে ডিম দিয়ে বানাচ্ছেন ডিম চিতই। তবে সেটি কয়েকজনের কাছে পাওয়া যায়। ২ বছর আগে ভাপা ও চিতই পিঠা ৫ টাকা দিয়ে খাওয়া গেলেও বর্তমানে গুনতে হচ্ছে ১০ টাকা। ভর্তার কারণে ভাপার তুলনায় চিতইয়ের চাহিদা বেশি বলে মন্তব্য করেন ভার্সিটিপড়ুয়া পর্ণা। চিতই খেতে খেতে বান্ধবীর কথায় সহমত পোষণ করেন রাকাও। কমেনি ভাপা ও চিতই পিঠার কদর, পুরোনোর পাশাপাশি এ ব্যবসায় নেমেছেন নতুন অনেকে। ৩০ বছর বয়সী মো. আনোয়ার হোসেন পিঠার মধ্যে একটু ভিন্নতা এনে দেখছেন সফলতার মুখ। চালের গুঁড়ার সঙ্গে ডিম মিশিয়ে পিঠা তৈরি করে তার নাম দিয়েছেন 'ডিমঝাল'। দাম রাখছেন ২০ টাকা। নভেম্বর থেকে শুরু করা এ ব্যবসায় ভালোই সাড়া পাচ্ছেন বলে জানান আনোয়ার। শীতে মিষ্টিমুখ করুন বাদামের হালুয়ায়, ২ মাসের অভিজ্ঞতা জানালেন তিনি। বলেন, '১ কেজি গুঁড়ি দিয়ে শুরু করেছিলাম। প্রথম দিন মাত্র কয়েকটি পিঠা বিক্রি করতে পেরেছিলাম। সবার কাছে পিঠাটি নতুন এবং অপরিচিত ছিল। আস্তে আস্তে পিঠাটি পরিচিত হয়ে উঠছে। এখন প্রতিদিন ৬ কেজি গুঁড়ির পিঠা বানাই। একটা পিঠাও বাড়ি ফিরিয়ে নিতে হচ্ছে না।' কমেনি ভাপা ও চিতই পিঠার কদর, পিঠা খেতে আসা শাওন, অনিক ও বাপ্পু 'ডিমঝাল' পিঠা সম্পর্কে বলেন, 'নতুন আইটেম, খারাপ না। এককথায় ভালো। তবে টেস্টটা ধরে রাখতে হবে। চিতই ও ভাপার সাথে নতুন একটি পিঠা যোগ হলো।' তাদের মতে, সিলেটে শীতকালীন আরও পিঠা বিক্রির প্রচলন করা দরকার।

মচমচে ফিশ ললিপপ

লাইফস্টাইল ডেস্ক : চিকেন ললিপপ হয়তো অনেকেই খেয়েছেন। তবে ফিশ ললিপপ কি কখনো খেয়েছেন? যদিও বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে পাওয়া যায় পদটি। তবে চাইলে রেস্টুরেন্টের মতো মচমচে ফিশ ললিপপ তৈরি করতে পারেন ঘরেই। চলুন তবে জেনে নেওয়া যাক ঝটপট কীভাবে তৈরি করবেন ফিশ ললিপপ। জেনে নিন রেসিপি-উপকরণ, ১. কোয়েল পাখির ডিম ৮টি, ২. রুই মাছ এক কাপ, ৩. কর্নফ্লাওয়ার এক টেবিল চামচ, ৪. লবণ স্বাদমতো, ৫. গোলমরিচের গুঁড়া আধা কাপ, শীতে সুস্থ থাকতে বলিউডের অভিনেত্রীরা যা খান, ঠান্ডায় নাক বন্ধ হলে দ্রুত কী করবেন? ৬. লেবুর রস এক টেবিল চামচ, ৭. ব্রেডক্রাম্ব এক টেবিল চামচ, ৮. ডিম একটি, ৯. লেমন রাই পরিমাণমতো ও ১০. তেল ভাজার জন্য।

পদ্ধতি, প্রথমে ফ্রাইপ্যানে তেল গরম করে নিন। এবার বাটিতে রুই মাছ, কর্নফ্লাওয়ার, লবণ, গোলমরিচের গুঁড়া, লেবুপাতা কুচি, লেবুর রস, ব্রেডক্রাম্ব, ডিমের সাদা অংশ ও লেমন রাই দিয়ে ভালোভাবে মাখিয়ে নিন। মাখানো মিশ্রণ অল্প করে কোয়েলের ডিমে মিশিয়ে বলের শেপ করুন। এবার ডিমে চুবিয়ে গরম তেলে ছেড়ে ভেজে পরিবেশন করুন মচমচে ফিশ ললিপপ।

খালি পেটে যেসব খাবার খেলে শরীর থাকে সুস্থ

লাইফস্টাইল ডেস্ক : শরীর সুস্থ রাখতে পুষ্টিকর খাবার খাওয়ার বিকল্প নেই, এ কথা সবারই জানা। তবুও অনেকেই তা মানেন না, বরং তারা পুষ্টির দিকে নয় স্বাদে মজেন। যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। মনে রাখবেন, সুস্থ থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলো আপনার খাবার। কোন ধরনের খাবার আপনি কোন সময় খাচ্ছেন, তার উপর নির্ভর করে আপনার সুস্থতা। যখন যা ইচ্ছে হলো, তাই খেয়ে নিলে আপনি কখনো সুস্থ থাকতে পারবেন না। কারণ পুষ্টিকর খাবার না খেলে আপনার শরীর সমান পুষ্টিগুণ পাবে না। এর ফলেই বিভিন্ন ভিটামিনের ঘাটতি কিংবা অতিরিক্ত হওয়ায় শরীরে দেখা দিতে পারে নানা রোগ। বিশেষ করে সকালের খাবার ঠিকঠাক না থাকলে সারাদিন অ্যানার্জি পায় না শরীর। পুষ্টিবিদদের মতে, সকালের খাবার কখনো বাদ দেওয়া উচিত নয়। তবে সকালে ঠিক কোন কোন খাবারগুলো খেতে হবে, সেদিকে নজর রাখা জরুরি। কারণ সকালের খাবারের উপরই নির্ভর করে শরীরের অ্যানার্জি। চলুন জেনে নেওয়া যাক সকালে খালি পেটে কোন কোন খাবার খাওয়া উচিত- লেবু ও মধু মেশানো পানি, সকালে উঠেই খালি পেটে লেবু ও মধু মেশানো পানি পান করেন অনেকেই। তবে যদি আপনি লেবু না মিশিয়ে মধু দিয়ে খান তাহলেও উপকার পাবেন। অনেকেরই লেবুতে গ্যাস্ট্রিক হয়, তারা শুধু মধু খেতে পারেন পানিতে মিশিয়ে। মধুতে শরীরের প্রয়োজনীয় খনিজ, ভিটামিন, উৎসেচক থাকে। যা শরীরকে ভেতর থেকে পরিষ্কার রাখে। আর খালি পেটে খেলে মেটাবলিজম রেট বাড়ে। শরীর থেকে টক্সিন বের হয়। শীতে সুস্থ থাকতে বলিউডের অভিনেত্রীরা যা খান, ঠান্ডায় নাক বন্ধ হলে দ্রুত কী করবেন? ভেজানো কাঠবাদাম,পুষ্টিবিদদের মতে, সকালে খালি পেটে কয়েকটি ভেজানো কাঠবাদাম খেলে সারাদিন শরীরে যথেষ্ট অ্যানার্জি মেলে।